সংক্ষিপ্ত

বৈকুণ্ঠের উইল ও মেজদিদি

...id Reading for Classes VI, VII, VIII

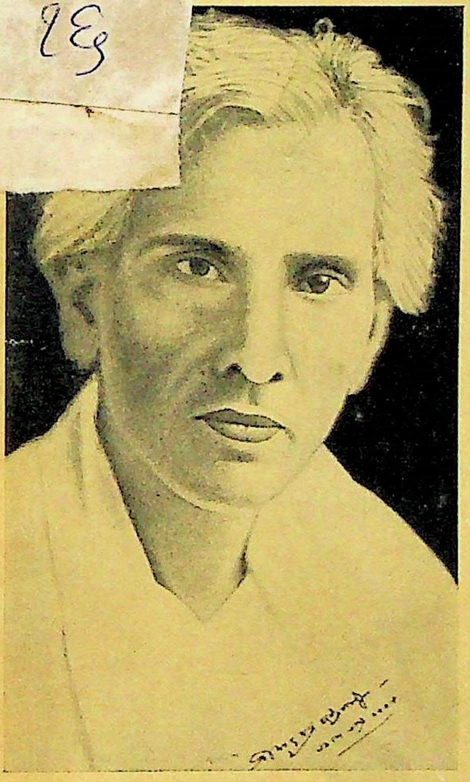

অপরাজেয় কথাশিল্পী শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

CC-0. In Public Domain. Funding by IKS-MoE

Digitized by eGangotri and Sarayu Trust.

CC-0. In Public Domain. Funding by IKS-MoE

Digitized by eGangotri and Sarayu Trust.

Rapid Reading for Classes VI, VII, VIII

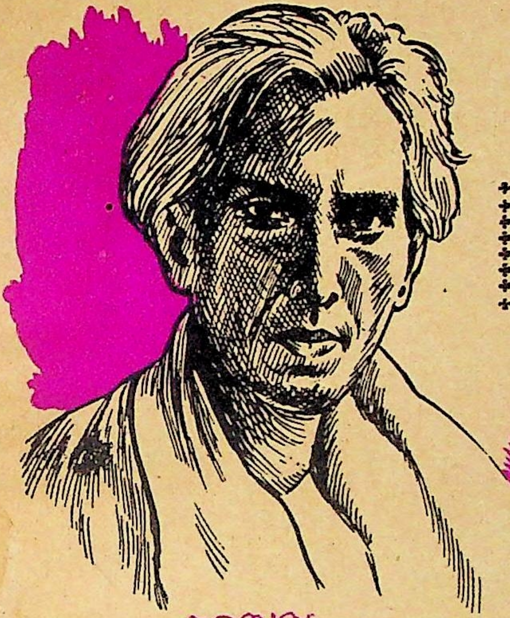

শরৎচন্দ্র

কিশোর-কিশোরী পাঠ্য

শরৎচন্দ্রের সংক্ষিপ্ত

বৈকুণ্ঠের উইল

যাহার অমর স্থান প্রেমের আসনে,
ক্ষতি তার ক্ষতি নয় মৃত্যুর শাসনে।
দেশের মাটির থেকে নিল যারে হরি
দেশের হৃদয় তারে রাখিয়াছে বরি॥

১২ মাঘ
১৩৪৪

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

এম. এল. দে • য়্যাণ্ড কোং
১৩/১ কলেজ স্কোয়ার : কলিকাতা-১২

CC-0. In Public Domain. Funding by IKS-MoE

Digitized by eGangotri and Sarayu Trust.

CC-0. In Public Domain. Funding by IKS-MoE

Digitized by eGangotri and Sarayu Trust.

অপরাজেয় কথাশিল্পী—

শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

বৈকুণ্ঠের উইল

কিশোর সংস্করণ

ডক্টর শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত

(সংক্ষিপ্ত বঙ্কিম-গ্রন্থাবলীর পন্থাবলম্বনে)

শ্রীপুলিনবিহারী নন্দ এম. এ., বি. এল., বিটি

কর্তৃক সংক্ষিপ্তীকরণ

সম্পাদক :—

শ্রীকরুণাসিন্ধু পালিত এম. এ.

সুলভ সংক্ষিপ্ত কিশোর-সংস্করণ

এম. এল.
দে অ্যাণ্ড কোং
কলিকাতা
১২

CC-0. In Public Domain. Funding by IKS-MoE

Digitized by eGangotri and Sarayu Trust.

পরিবেশক—
এম. এল. দে য়্যাণ্ড কোং
প্রকাশক ও পুস্তক-বিক্রেতা
১৩/১ কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা—১২.

Mohit

দ্বিতীয় সংস্করণ

এই সংক্ষিপ্ত কিশোর সংস্করণে—

অনুসৃত সম্পাদন-রীতির বিশেষত্ব ঃ—

- শরৎচন্দ্রের কথা-শিল্পনৈপুণ্য, রচনা-মাধুর্য্য ও ভাষা অক্ষুণ্ণ রাখা হইয়াছে।
- শরৎচন্দ্রের রচনা-রীতির উপর হস্তক্ষেপ না করিয়া মূলরসের গতি অব্যাহত রাখা হইয়াছে।

প্রত্যেকখানির মূল্য দেড়টাকা

কলিকাতা, ১৩/১ কলেজ স্কোয়ার থেকে—দে ব্রাদার্স এর পক্ষে শ্রীহরিমোহন দে প্রকাশ করেছেন। আর ১৪নং জগন্নাথ দত্ত লেন, লক্ষ্মীবিলাস প্রেসে শ্রীজিতেনাথ দত্ত ছেপেছেন।

CC-0. In Public Domain. Funding by IKS-MoE

Digitized by eGangotri and Sarayu Trust.

নিবেদন

আমাদের প্রকাশিত সংক্ষিপ্ত বঙ্কিম গ্রন্থাবলীর অসাধারণ জনপ্রিয়তা এবং সহৃদয় সুধীপাঠকমণ্ডলীর উৎসাহ ও সহানুভূতির অনুপ্রেরণায় শরৎচন্দ্রের রচনাবলীরও কয়েকটি গ্রন্থের সংক্ষিপ্ত কিশোর সংস্করণ প্রকাশিত হইল। বিশ্বসাহিত্যে এতাদৃশ সংক্ষিপ্ত সংস্করণ সুপ্রচলিত। ভিক্টর হিউগো, আলেকজাণ্ডার ডুমা, জেন্ অষ্টিন, ডিকেন্স, থ্যাকারে প্রভৃতি য়ুরোপের সুপ্রসিদ্ধ ঔপন্যাসিকগণের রচনাবলীর বিভিন্ন সংক্ষিপ্ত সংস্করণ বহুদিন যাবৎ প্রকাশিত হইয়াছে।

বাংলার ঔপন্যাসিক প্রতিভার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ প্রতীক্ অপরাজেয় কথাশিল্পী শরৎচন্দ্রের জীবন্ত রচনাবলীর অঙ্গচ্ছেদ শরৎ-সাহিত্যানুরাগী ব্যক্তিমাত্রের নিকট অমার্জনীয় অপরাধ বলিয়া গণ্য হইবার যোগ্য। অন্যূন ত্রিশবৎসর যাবৎ বাংলার পাঠকবর্গ শরৎ-সাহিত্যের রসাস্বাদন করিয়া আসিতেছেন। কিন্তু আজ একদিকে শিক্ষা ও সাহিত্যের অগ্রগতির ফলে রসপিপাসু পাঠক পাঠিকার সংখ্যা যেমন বিপুলভাবে বর্দ্ধিত হইতেছে, অপর দিকে তেমন মহাকালের রথচক্রে নিষ্পেষিত বাংলার জনসাধারণের অন্তরাত্মা বিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে দাঁড়াইয়া উদগ্র লালসামত্ত নররাক্ষসকুলের করাল মুখব্যাদানের সম্মুখে পরিত্রাহি চিৎকার করিতেছে। সাহিত্য-রসাস্বাদ দূরে থাকুক, শীর্ণ দেহপিঞ্জরটীকে বহন করিবার মত যৎসামান্য উপকরণ-সংগ্রহে সমর্থ হইতেছে না। বুভুক্ষু দেহের অন্তঃপুরে ততোধিক বুভুক্ষু মানবাত্মা নির্য্যাতিত ও নির্ব্বাসিত হইতেছে।

শরৎ-সাহিত্য বাংলার পল্লীসমাজের দরিদ্র, মধ্যবিত্ত, পতিত ও অবহেলিত নর-নারীর মর্ম্মবাণী। আজ ধর্ম্মনীতি, সমাজনীতি ও রাজনীতির রঙ্গমঞ্চে নীতিবাগীশ ধুরন্ধরগণের গগনবিদারী বাক্‌বিতণ্ডা ভেদ করিয়া বাংলার সর্ব্বহারা পতিত ও পতিতার ক্ষীণ অথচ মর্ম্মভেদী আর্ত্তনাদ উত্থিত হইতেছে। রমা, রাজলক্ষ্মী, সাবিত্রী, কিরণ্ময়ী, সতীশ, শ্রীকান্ত ও ইন্দ্রনাথ প্রভৃতি মৃত্যুহীন নরনারীবৃন্দ বাঙ্গালীর হৃদয়ে তাহাদের আসন সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়াছে। তাহাদিগকে বিপ্লবী সমাজদ্রোহী নাস্তিক শরৎচন্দ্রের উষ্ণ মস্তিষ্কের কলুষ কল্পনাপ্রসূত বলিয়া তাচ্ছিল্যভরে নাসিকা কুঞ্চনের দিন চিরতরে কালগর্ভে বিলীন হইয়াছে। বাংলার ধর্ম্ম,

CC-0. In Public Domain. Funding by IKS-MoE

Digitized by eGangotri and Sarayu Trust.

কৃষ্টি ও সমাজের পূতিগন্ধময় নগ্ন কঙ্কালমূর্ত্তি তাহার অন্তর দেবতাকে লাঞ্ছিত অপমানিত ও সহস্রবৃশ্চিক দংশনে জর্জরিত করিতেছে।

বাংলার তথা বাঙ্গালীর জীবনেতিহাসের এক সঙ্কটময়মুহূর্ত্তে তাহার অন্তর-দেবতার একনিষ্ঠ সাধক এবং সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পূজারী—তাহার সহস্রশীর্ষ সমাজ-ব্যবস্থার পদতলে নিপীড়িত নরনারীর একক মুখপাত্র—মানব-ধর্ম্মের মূর্ত্তবিগ্রহ ছিলেন—দরদী শরৎচন্দ্র।

বঙ্গভারতীর বেদীমূলে তাঁহারই প্রদত্ত মহাপূজার সহস্রোপচার বাঙ্গালী উত্তরাধিকার-সূত্রে লাভ করিয়াছে। আমরা তাঁহার অকিঞ্চন সেবকরূপে সেই উপচার সামগ্রী হইতে সংগৃহীত পঞ্চোপচারে বঙ্গ-ভারতীর সংক্ষিপ্ত পূজার আয়োজন করিলাম। উপকরণের অল্পতার দ্বারা অন্তরের শ্রদ্ধাভক্তির বিচার সর্ব্বদেশে সর্ব্বকালে মনীষিগণ অস্বীকার করিয়াছেন। আমাদের এই পূজায় ধনী-দরিদ্র, সুশিক্ষিত, অল্প শিক্ষিত আবাল বৃদ্ধ-বনিতার সমান অধিকার যাহাতে অক্ষুণ্ণ থাকে, সেই উদ্দেশ্যে সাহিত্য বিনোদনে ভীতিপ্রদ ব্যয়বাহুল্য ও সময়বাহুল্য উভয়ের হস্ত হইতে নিষ্কৃতি পাইবার যথাসাধ্য চেষ্টা করা হইল।

বঙ্গভারতীর এই সংক্ষিপ্ত পূজানুষ্ঠানে যদি বাংলার পাঠক-পাঠিকা সবান্ধবে যোগদান করেন, তবেই আমাদের এ আয়োজন সার্থক হইবে—পরিশ্রম জয়যুক্ত হইবে।

এই সংক্ষিপ্ত সংস্করণ-কার্য্যে আমরা শ্রীযুক্ত প্রকাশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের নিকট চিরকৃতজ্ঞ। শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত করুণাসিন্ধু পালিত এম্-এ মহোদয়ের সম্পদনা-কার্য্যে সক্রিয় সহানুভূতি আমাদের এই প্রচেষ্টাকে সাফল্যমণ্ডিত করিয়াছে। এবং এই মহান্ পরিকল্পনার জন্য অল্ ইণ্ডিয়া রেডিওর শ্রীশ্রীধর ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের নিকট আমরা ঋণী। এতদ্ব্যতীত এই সংক্ষিপ্ত কিশোর সংস্করণ প্রকাশে যে সমস্ত সাহিত্যানুরাগী ও শিক্ষাব্রতী আমাদিগকে উৎসাহ ও প্রেরণা দানে অনুগৃহীত করিয়াছেন, তাঁহাদের সকলকেই আমরা আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতেছি। ইতি—

শরৎ-জন্ম দিবস
৩১ ভাদ্র, ১৩৫০
কলিকাতা

আশ্রব প্রকাশক

CC-0. In Public Domain. Funding by IKS-MoE

Digitized by eGangotri and Sarayu Trust.

বৈকুণ্ঠের উইল

এক

বাবুগঞ্জের বৈকুণ্ঠ মজুমদারের মুদির দোকান অনেক ঝড়-ঝাপ্টা সহ্য করিয়া টিকিয়া গেল। দোকানখানি ধীরে ধীরে উন্নতির পথেই অগ্রসর হইতেছিল।

বৈকুণ্ঠ বড়ছেলে গোকুলকে ইস্কুল ছাড়াইয়া নিজের দোকানে ভর্ত্তি করিয়া দিল। পাড়ার পাঁচজন বৈকুণ্ঠের আচরণ সম্বন্ধে বলাবলি করিতে লাগিল, দেখলে বুড়োর ব্যবহার! ছেলেটি এক বছর না হয় কেলাসে উঠ্‌তেই পারে নাই; ওর মা বেঁচে থাকলে কি এরূপ করতে পারত! কই ছাড়িয়ে দিক দেখি ওর ছোটছেলে বিনোদকে! ছোটগিন্নী ঝেঁটিয়ে বিষ ঝেড়ে দেবে!

গোকুল ছেলেটি মেধাবী ছিল না। পরীক্ষার ফল বাহির হইলে, সে মুখখানি ম্লান করিয়া তাহার বিমাতার কাছে আসিয়া কাঁদিয়া ফেলিত।

বিমাতা তাহাকে কোলে টানিয়া সস্নেহে মাথায় মুখে হাত বুলাইয়া দিয়া স্নিগ্ধ স্বরে কহিলেন, গোকুল, কেঁদ না বাবা, আবার মন দিয়ে পড়, আস্‌চে বছর পাশ হবে।

ছোটছেলে বিনোদ লাফাইতে লাফাইতে বাড়ী আসিল। সে দাদার চেয়ে বছর-ছয়ের ছোট, তিন-চার ক্লাস নিচেও পড়ে;

CC-0. In Public Domain. Funding by IKS-MoE

Digitized by eGangotri and Sarayu Trust.

কিন্তু সে একেবারে প্রথম হইয়া ডবল প্রমোশন পাইয়াছে। পুত্রের সুসংবাদ শুনিয়া মা তাহাকে কোলে টানিয়া লইলেন।

সন্ধ্যার পর বৈকুণ্ঠ ঘরে আসিয়া উভয় পুত্রের বিবরণ শুনিয়া ভালমন্দ কিছুই বলিলেন না। হাত পা ধুইয়া জল খাইয়া পান চিবাইতে চিবাইতে ধীরে-সুস্থে নিত্যনিয়মিত খাতা দেখিতে বসিয়া গেলেন।

দুই

আমার মা ভবানী কই গো? বলিয়া ইস্কুলের যষ্ঠ শিক্ষক বৃদ্ধ জয়লাল বাঁড়ুয্যে সেইদিন সন্ধ্যাকালেই বৈকুণ্ঠ মজুমদারের বাড়ির ভিতরে আসিয়া দাঁড়াইলেন। তিনি বৈকুণ্ঠের গোলদারী দোকানে অনেক টাকা বাকি ফেলিয়া গৃহিণীকে মাতৃ-সম্বোধন করিয়াছিলেন।

ভবানী সন্ধ্যার কাজকর্ম্ম সারিয়া বারান্দায় ছেলে দুটিকে কোলের কাছে লইয়া বসিয়াছিলেন। শশব্যস্তে উঠিয়া আসন পাতিয়া দিলেন। বাঁড়ুয্যেমশাই উপবেশন করিয়াই সুরু করিয়া দিলেন, হাঁ, রত্নগর্ভা বটে মা তুমি! এত ছোকরার মধ্যে তোমার বিনোদ একেবারে ফাষ্ট। একেবারে ডবল প্রমোশন! হেড্‌মাষ্টারমশাইয়ের পর্য্যন্ত তাক্ লেগে গেছে। আমিও ত মা, এই ছেলে চরিয়েই বুড়ো হলুম; কিন্তু তোমার এই বিনোদ ছেলেটির মত ছেলে কখনও চোখে দেখলুম না। ও ছেলে তোমার হাইকোর্টের জজ হবে—হবেই হবে। আর এই গোকুলো! কিসে আর কিসে! এ ছোঁড়া এত বড় গাধার

CC-0. In Public Domain. Funding by IKS-MoE

Digitized by eGangotri and Sarayu Trust.

সর্দ্দার মা, এক্‌জামিনের দিন আমিই ত ছিলুম এদের পাহারায় —ওরই ডাইনে বাঁয়ে মল্লিকদের দুই ছেলে বই খুলে লিখ্‌তে লাগ্‌ল—আমি দেখেও দেখ্‌লুম না—বরং হতভাগাটাকে চোখ টিপে একটা ইসারা পর্য্যন্ত করে দিলুম, কিন্তু সেই যে বোদা বলদের মত হাত গুটিয়ে বসে রইল, তা একবার কোনদিকে চোখ পর্য্যন্ত ফেরালে না। বলিয়া জয়লাল মাষ্টার লাঠিটা তুলিয়া লইয়া সহসা গোকুলের প্রতি একটা খোঁচানোর ভঙ্গী করিয়াই ছেলেঠ্যাঙানোর প্রবৃত্তিটা শান্ত করিয়া লইলেন। কিন্তু গোকুল ভয়ে শিহরিয়া উঠিল। নিমেষের মধ্যে ভবানী দুই বাহু বাড়াইয়া তাঁর এই সপত্নী-পুত্রটিকে বুকের কাছে টানিয়া লইলেন।

গোকুলের মা নাই। মাকে তাহার মনেও পড়ে না। এই বিমাতার কাছেই সে মানুষ হইয়াছে। আজই ইস্কুল হইতে ফিরিয়া আসিয়া এতক্ষণে তাঁহাদের চুপি চুপি এই সকল কথাই হইতেছিল। গোকুলের মাথায় মুখে হাত বুলাইয়া স্নেহার্দ্র মৃদুকণ্ঠে বলিলেন, হাঁ বাবা, আর সব ছেলেরা বই দেখে লিখেছিল, তুমি শুধু কোন দিকে তাকিয়ে দেখও নি?

গোকুল কিছুই বলিতে পারিল না। সে লজ্জায় একেবারে অধোবদন হইয়া গেল। কিন্তু কথাটা ঘরের মধ্যে বৈকুণ্ঠের কানে যাওয়ায় তিনি হিসাবের খাতা হইতে মুখ তুলিয়া একেবারে কান-খাড়া করিয়া রহিলেন।

ভবানী মৃদু হাসিয়া কহিলেন, এ বছর খুব মন দিয়ে পড়্‌লে আস্‌চে বছর ও-ও ফাষ্ট হতে পার্‌বে।

CC-0. In Public Domain. Funding by IKS-MoE

Digitized by eGangotri and Sarayu Trust.

বিমাতার এই স্নেহের কণ্ঠস্বর বাঁড়ুয্যেমশাই চিনিতে পারিলেন না। সপত্নীপুত্রের প্রতি স্ত্রীলোকের বিদ্বেষ তাঁহার কাছে এমনি স্বতঃসিদ্ধ সত্য যে কোথাও কোন ক্ষেত্রেই ইহার ব্যতিক্রম ঘটিতে পারে না। তিনি গোক্‌লোকে আরও তুচ্ছ করিয়া বলিলেন, হায় হায়! গোক্‌লো হবে ফার্স্ট। যে ফার্স্ট হবে মা সে ঐ তোমার বাঁ দিকে বসে শুন্‌চে। বলিয়া তিনি অঙ্গুলিসঙ্কেতে বিনোদকে নির্দ্দেশ করিয়া বলিলেন, ভাই কি ছোঁড়ার লজ্জাসরম আছে। উল্টে ছেলেদের সঙ্গে কোঁদল করছিল যে 'আমি পাশ হই নি বটে, কিন্তু আমার ছোটভাই যে সক্কলের প্রথম হ'য়েচে! তোদের কটা ভাই এমন ডবল প্রমোশন পেয়েচে বল্ ত রে!' শোন একবার কথা মা! ছোটভাই ফার্স্ট হ'য়েছে—কোথায় ও লজ্জায় মরে যাবে, না, ওর দেমাক্ দেখ!

ভবানী আর থাকিতে পারিলেন না, গোকুলকে টানিয়া লইয়া তাহার মাথাটা বুকের উপর চাপিয়া ধরিলেন। গোকুল তাহার ছোট-ভাইটিকে যে কত ভালবাসিত, তাহা তিনি জানিতেন।

বাঁড়ুয্যেমশাই আরও গুটিকয়েক বাছা বাছা কথা বলিয়া তাঁহার বিনোদকে এই সময় হইতেই যে বাটীতে উপযুক্ত শিক্ষক নিযুক্ত করিয়া পড়ান উচিত, ইহাই জানাইতে চাহিয়াছিলেন, কিন্তু এই তুলনামূলক সমালোচনা সম্প্রতি আর অধিক ঠেলিয়া লইয়া যাওয়া উচিত হইবে কি না, তাহা ঠিক ঠাহর করিতে না পারায় তাঁহাকে অন্য কথা পাড়িতে হইল।

ভবানী এতক্ষণ প্রায় চুপ করিয়াই শুনিতেছিলেন। এখনও বেশি কথা কহিলেন না। অবশেষে রাত্রি হইতেছে বলিয়া

CC-0. In Public Domain. Funding by IKS-MoE

Digitized by eGangotri and Sarayu Trust.

বাঁড়ুয্যেমশাই বহুপ্রকার আশীর্ব্বচন উচ্চারণ করিয়া লাঠিটি হাতে করিয়া গাত্রোত্থান করিলেন। ঘরের মধ্যে বসিয়া বৈকুণ্ঠ ঠিক যেন এই সময়টির জন্যই অপেক্ষা করিতেছিলেন। সুমুখে আসিয়া কঠোরভাবে প্রশ্ন করিলেন, হাঁ রে গোক্‌লো, সবাই বই দেখে লিখে পাশ হয়ে গেল, তুই লিখলি না কেন?

গোকুল ভয়ে কাঁটা হইয়া লুকাইয়া রহিল। অনেক ধমক-টমকের পর সে যাহা কহিল, তাহার ভাবার্থ এই যে, পূর্ব্বাহ্লেই হেড্‌মাষ্টার মহাশয় আসিয়া চুরি করিয়া দেখাদেখি করিয়া লিখিতে নিষেধ করিয়া দিয়া গিয়াছিলেন।

বৈকুণ্ঠ কিছুক্ষণ চিন্তা করিলেন, পরে বলিলেন, কাল থেকে আর তোকে ইস্কুলে যেতে হবে না, আমার সঙ্গে দোকানে যাবি। বলিয়া ঘরে ফিরিয়া গিয়া নিজের কাজে মন দিলেন। ইহা একটা মামুলি শাসনমাত্র মনে করিয়া ভবানী তখন কথা কহিলেন না। কিন্তু পরদিন সকাল-বেলা বৈকুণ্ঠ যখন সত্য সত্যই গোকুলকে দোকানে লইয়া যাইতে চাহিলেন, তখনি তিনি আগুন হইয়া উঠিয়া বলিলেন, যে কথা নয়, সেই কথা। দুধের ছেলে যাবে তোমার দোকান কর্‌তে? সে হবে না—আমি বেঁচে থাক্‌তে আমার গোকুলকে পড়া ছাড়্‌তে দেব না। এমন রাগ ত দেখি নি। বলিয়া গৃহিণী ক্রোধভরে ছেলেকে টানিয়া লইয়া যাইতেছিলেন, বৈকুণ্ঠ ঈষৎ হাসিয়া কহিলেন, কে রাগ করেছে ছোটবৌ? আমাকে রাগ কর্‌তে কখনও দেখেচ?

এ তবে তোমার কি রকম কথা শুনি? ছেলে-বেলা পাশ-ফেল সবাই হয়। তাই বলে ইস্কুল ছাড়িয়ে দেবে?

CC-0. In Public Domain. Funding by IKS-MoE

Digitized by eGangotri and Sarayu Trust.

বৈকুণ্ঠ তখন গোকুলকে অন্যত্র পাঠাইয়া দিয়া হাসিমুখে বলিলেন, ছোটবৌ, রাগ আমি করি নি। তোমার বড়ছেলেকে আজ বড় আহ্লাদ করেই আমি দোকানে নিয়ে যাচ্ছি। ছোটছেলে তোমার কখনও জজিয়তি পাবে কি না, বাঁড়ুয্যেমশায়ের মত সে ভরসা তোমাকে দিতে পারলুম না; কিন্তু আমার অবর্ত্তমানে, গোকুলের ওপর যে তোমরা নির্ভয়ে ভর দিতে পার্‌বে, সে আমি তোমাকে নিশ্চয় বলে দিচ্চি।

ভবানীর চোখের কোণ এক মুহূর্ত্তেই আর্দ্র হইয়া উঠিল। বলিলেন, সে আমি জানি। কিন্তু গোকুল যে বড্ড সোজা মানুষ—ও কি তোমার ব্যবসার ঘোর-প্যাঁচই বুঝ্‌তে পারবে? ওকে হয় ত সবাই ঠকিয়ে নেবে।

বৈকুণ্ঠ হাসিয়া কহিলেন, তা নিক্, কিন্তু ও ত কারুকে ঠকাবে না? তা হলেই হবে। মা লক্ষ্মী ওর হাতে আপনি এসে ধরা দেবেন। বলিতে বলিতে বৈকুণ্ঠর নিজের চোখও সজল হইয়া উঠিল। তাড়াতাড়ি চোখের উপর হাতটা বুলাইয়া লইয়া হাসিয়া বলিলেন, গিন্নী, এই বয়সে গোকুল যত বড় লোভ কাটিয়ে বেরিয়ে এসেছে, সে যে কত শক্ত, তা তুমি হয় ত বুঝ্‌তে পারবে না। যে এ পারে, তার ত ব্যবসার ঘোর-প্যাঁচ চোদ্দ আনা শেখা হয়ে গেছে। শুধু বাকি দুটো আনা আমি তাকে শিখিয়ে দিয়ে যাব।

কিন্তু লোকে কি বল্‌বে?

লোকের কথা ত জানিনে ছোটবৌ। আমি শুধু আমাদের কথাই জানি। আমি জানি, ওর হাতে তোমাদের সঁপে দিয়ে আমি নির্ভয়ে দুচক্ষু বুজতে পার্‌ব।

CC-0. In Public Domain. Funding by IKS-MoE

Digitized by eGangotri and Sarayu Trust.

ভবানী তাঁর স্বামীর শেষ কথায় একটা আসন্ন বিপদের বার্ত্তা অনুভব করিয়া কাঁদিয়া ফেলিয়া বলিলেন, আচ্ছা, নিয়ে যাও! বলিয়া নিজে গিয়া গোকুলকে ডাকিয়া আনিয়া স্বামীর হাতে সঁপিয়া দিলেন। তাহার মুখ চুম্বন করিয়া বলিলেন, ওঁর সঙ্গে দোকানে যাও বাবা! তুমি মানুষ হলেই তবে আমরা দাঁড়াতে পার্‌ব।

গোকুল পিতা-মাতার মুখের পানে চাহিয়া বিস্মিত হইল। সে কাল রাত্রেই মনে মনে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিল, এ বৎসর যেমন করিয়া হোক্ উত্তীর্ণ হইবেই। ইস্কুল ছাড়িয়া দোকান যাইতে কোন ছেলেই গৌরব বোধ করে না, সেও করিল না; কিন্তু কোন দিনই সে মায়ের অবাধ্য নহে। সে নিঃশব্দে পিতার অনুসরণ করিল।

তিন

দশ বৎসর অতিবাহিত হইয়া গিয়াছে, জরাগ্রস্ত বৈকুণ্ঠ নিজেও মরিতে বসিয়াছে। কিন্তু গোকুলের সম্বন্ধে সে ভুল করে নাই; গঞ্জের ভিতর সে মুদির দোকান আর নাই। তাহার পরিবর্ত্তে প্রকাণ্ড গোলদারী দোকান। সেখানে লাখো টাকার কারবার চলিতেছে। বিনোদ কলিকাতায় থাকিয়া এম্-এ পড়ে। বৈকুণ্ঠ নাতি-নাতনীর মুখ দেখিয়া পরম সুখে মরিতে পারিত, কিন্তু কিছুদিন হইতে ছোটছেলের সম্বন্ধে নানাপ্রকার কুৎসিত জনশ্রুতিতে তাহার অবশিষ্ট দিনগুলা বড় ভারী হইয়া উঠিয়াছে।

CC-0. In Public Domain. Funding by IKS-MoE

Digitized by eGangotri and Sarayu Trust.

সেদিন সকালে বৈকুণ্ঠ গৃহিণীকে শয্যাপার্শ্বে ডাকিয়া কহিলেন, ছোটবৌ, আমার ত সময় হয়েছে, তাই একটু এগিয়ে চল্‌লুম। তোমার যতদিন না আসা হয় ততদিন আমার ছেলে দুটিকে দেখো।

স্বামীর শীর্ণ হাতখানি দুই হাতের মধ্যে লইয়া ভবানী নীরবে কাঁদিতে লাগিল।

বৈকুণ্ঠ কহিল, গোকুলকে রেখে তার মা মারা গেলে— আমার কিছুতেই আর দ্বিতীয় সংসার করবার ইচ্ছা ছিল না। কিন্তু দেখলুম আমি একা, গোকুলকেই হয় ত বাঁচাতে পার্‌ব না। ভগবান আমার মনের কথা জান্‌তে পেরেছিলেন! তাই এমন স্ত্রী দিলেন যে, কোনদিন কোন দুঃখ পাই নি। শুধু বিনোদ যদি আমার শেষকালটায় এত দুঃখ না দিত, তা হলে কত সুখেই না আজ যেতে পারতুম। বলিতে বলিতেই তাঁহার ম্লান চক্ষু দুটি অশ্রুসিক্ত হইয়া উঠিল।

বৈকুণ্ঠ কহিলেন, আমি মরতেও পারচি নে ছোটবৌ, আমার অবর্ত্তমানে আমার এত কষ্টের দোকানটি বিনোদ হাতে পেয়ে দুদিনে নষ্ট ক'রে ফেল্‌বে।

একটুখানি থামিয়া কহিলেন, শুধু কি তাই? তোমার দাঁড়াবার স্থান থাক্‌বে না—আবার গোকুলকেও হয় ত ছেলে-মেয়ে নিয়ে পথে বস্‌তে হবে, বলিতে বলিতেই বৈকুণ্ঠ ভয়ে কাঁপিয়া উঠিলেন। এরূপ দুর্ঘটনার কল্পনামাত্রেই তাঁহার বক্ষ-স্পন্দন থামিয়া যাইবার উপক্রম করিল। ভবানী তাড়াতাড়ি স্বামীর মুখের উপর মুখ আনিয়া কাঁদিয়া কহিলেন, ওগো,

CC-0. In Public Domain. Funding by IKS-MoE

Digitized by eGangotri and Sarayu Trust.

বিনোদকে তুমি কিছুই দিয়ে যেও না। তোমার গায়ের রক্ত জল-করা জিনিস আমি কারুকে দেব না। দোকান, ঘর, বাড়ী, বিষয়-সম্পত্তি সমস্ত তুমি গোকুলকে লিখে দিয়ে যাও। আমি নিজে তার সাক্ষী হয়ে থাক্‌ব।

বৈকুণ্ঠ কিছুক্ষণ স্ত্রীর মুখপানে চাহিয়া থাকিয়া একটা নিশ্বাস ফেলিয়া কহিলেন, কেবল এই কথাই আমি দিবারাত্রি ভাবচি ছোটবৌ, আমি ভগবানকে পর্যান্ত মন দিয়ে ডাক্‌তে পার্‌চি নে। কিন্তু তুমি কি এতে মত দিতে পার্‌বে? ভবানীর বুক ফাটিয়া গেল! তিনি অশ্রুজড়িতকণ্ঠে কহিলেন, ওগো, আমি মত দিতে পার্‌ব। তোমাকে ছুঁয়ে বল্‌চি, পারব। আমি আর কিছুই চাই নে, শুধু চাই, তুমি নিশ্চিন্ত হও—সুস্থ হও।

বৈকুণ্ঠ আবার ধীরে ধীরে কহিলেন, কিন্তু বিনোদ?

ভবানী কহিলেন, তার কথা তুমি ভেব না। সে লেখাপড়া শিখ্‌চে—নিজের পথ সে নিজে করে নেবে। আর যত মন্দই সে হোক্—গোকুল তাকে ফেল্‌তে পার্‌বে না।

বৈকুণ্ঠ একটা তৃপ্তির নিশ্বাস মোচন করিয়া ধীরে ধীরে পাশ ফিরিয়া শুইলেন। ভবানী সেইখানে একভাবে পাথরের মূর্ত্তির মত বসিয়া রহিলেন, নিদারুণ অভিমানে তাঁহার দুইচক্ষু বাহিয়া ঝর ঝর করিয়া অশ্রু ঝরিয়া পড়িতে লাগিল। তাঁহার গর্ভের সন্তানকে স্বামী বিশ্বাস করিতে পারিলেন না, মৃত্যুকালে পুত্রের ন্যায্য অধিকার হইতে তাহাকে বঞ্চিত করিতে চাহিলেন, এ দুঃখ তাঁহার বক্ষে যে কি শূল বিদ্ধ করিল, তাহা তিনি একবার চাহিয়াও দেখিলেন না। সে মন্দ হোক, যা হোক,

CC-0. In Public Domain. Funding by IKS-MoE

Digitized by eGangotri and Sarayu Trust.

তিনি ত মা? সে ত তাঁহারই সন্তান? সেই দুর্ভাগ্য সন্তানের অন্ধকার-ভবিষ্যৎ চোখের উপর সুস্পষ্ট দেখিয়া তাঁহার মাতৃহৃদয় কাঁদিতে লাগিল। মুমূর্ষু স্বামীর তৃপ্তির জন্য সন্তানের সর্ব্বনাশের পথ যখন নিজেই দেখাইয়া দিয়াছেন, তখন কে তাঁহার মুখ চাহিয়া সে পথ যাচিয়া রুদ্ধ করিয়া দিতে আসিবে?

সেইদিনই অপরাহ্ণ-কালে উকিল ডাকিয়া রীতিমত উইল লেখা হইয়া গেল। বৈকুণ্ঠ স্থাবর অস্থাবর সমস্ত সম্পত্তি তাঁহার বড়ছেলেকে লিখিয়া দিলেন। সাক্ষী হইয়া নাম লিখিতে গিয়া ভবানীর হাত কাঁপিয়া গেল। তিনি আঁকাবাঁকা অক্ষরে নিজের নাম সই করিয়া দিলেন। বিনোদ কোন কথাই জানিল না। সে তখন কলিকাতার এক অপবিত্র পল্লীতে। বাটী হইতে যে দুইজন কর্ম্মচারী তাহাকে লইয়া যাইতে আসিয়াছিল, তাহারা দুইদিন পর্য্যন্ত তাহার বাসায় বৃথা অপেক্ষা করিয়া ফিরিয়া আসিল।

আরও দিন দুই টানে বেটানে কাটিয়া আজ সকাল হইতেই তাঁহার শ্বাসকষ্ট প্রকাশ পাইয়াছিল। সমস্ত দিন আচ্ছন্নের মত পড়িয়া থাকিয়া সন্ধ্যার প্রাক্কালে তিনি চোখ মেলিলেন। ভবানী শিয়রের কাছে বসিয়া ছিলেন, গোকুল পদতলে বসিয়া কাঁদিতেছিল। বৈকুণ্ঠ ইঙ্গিতে তাহাকে আরও কাছে আসিতে বলিয়া অত্যন্ত ক্ষীণকণ্ঠে কহিলেন, বিনোদ বুঝি খবর পেলে না গোকুল? নইলে সে নিশ্চয় আস্‌ত। বলিতে বলিতেই তাঁহার চোখের কোণ বাহিয়া এক ফোঁটা জল গড়াইয়া পড়িল। এই কয় দিনের মধ্যে তিনি বিনোদের

CC-0. In Public Domain. Funding by IKS-MoE

Digitized by eGangotri and Sarayu Trust.

নাম একটিবারও মুখে আনেন নাই। সহসা শেষ সময়ে ছেলের নাম স্বামীর মুখে শুনিয়া ভবানীর বুক ফাটিয়া গেল, কিন্তু তিনি তেমনি নীরবে অধোমুখে বসিয়া রহিলেন।

গোকুল পিতার চোখ মুছাইয়া দিলে তিনি বলিলেন, চোখে তাকে দেখ্‌তে পেলুম না, কিন্তু তাকে বলিস্‌ আমি আশীর্ব্বাদ করে যাচ্চি, একদিন সে ভাল হবে। দেখিস্‌ বাবা, সেদিন তোর ছোটভাইকে যেন ফেলিস্‌ নে। আর এই তোমার মা রইলেন—অনেক তপস্যায় তবে এমন মা মেলে গোকুল!

গোকুল শিশুর মত কাঁদিতে কাঁদিতে কহিল, বাবা, আমার মা আমারই রইলেন, কিন্তু বিনোদকে আপনি অর্দ্ধেক সম্পত্তি দিয়ে যান।

বৈকুণ্ঠ কহিলেন, না গোকুল, আমার অনেক দুঃখের সম্পত্তি—এ নষ্ট হ'তে দেখ্‌লে পরকালে বসেও আমার বুকে শেল বাজ্‌বে। গোকুল পায়ের উপর পড়িয়া ফুলিয়া ফুলিয়া কাঁদিতে লাগিল।

পরদিন সূর্য্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গেই তাঁহার প্রাণ বাহির হইয়া গেল। তখন অনেকেই অনেক কথা কহিল। বৈকুণ্ঠ পাকা ব্যবসায়ী ছিলেন, কিন্তু খাঁটি লোক ছিলেন। বিশেষতঃ অত্যন্ত দীন অবস্থা হইতে বড় হইতে পারিয়াছিলেন। আর যাই হোক্‌ লোকটা জোচ্চোর বাট্‌পাড় ছিল না। নিজের ন্যায্য পাওনার বেশি কাহাকেও কোন দিন একটি তামার পয়সাও ফাঁকি দেয় নাই। বস্তুতঃ ব্যবসা সম্বন্ধে এই বিদ্যাটিই তিনি বিশেষ করিয়া তাঁর বড়ছেলেকে শিখাইয়া গিয়াছিলেন।

CC-0. In Public Domain. Funding by IKS-MoE

Digitized by eGangotri and Sarayu Trust.

বৈকুণ্ঠ বার বার বলিতেন, গোকুল আমার এই কথাটি কোনদিন ভুলিস্ নে বাবা, যে ঠকিয়ে কখনো মহাজনকে মারা যায় না। তাতে শেষ পর্য্যন্ত নিজেকেই মর্‌তে হয়।

নিজের পলিত মস্তকটি দেখাইয়া বলিতেন, এই মাথাটার উপর দিয়ে অনেক ঝড়বৃষ্টি বয়ে গেছে গোকুল, অনেক দুঃখকষ্টও পেয়েচি, কিন্তু এর জোরে কখনো কারো কাছে মাথা হেঁট করি নি। আমার এই মর্য্যাদাটুকু বজায় রাখিস্ বাবা!

চার

বিনোদ বিষয় পায় নাই, কথাটা প্রকাশ পাইবামাত্র পাড়ার দুই-চারি জন গাঁটের পয়সা খরচ করিয়া কলিকাতায় গিয়া খোঁজাখুঁজি সুরু করিয়া দিল। তাহারা ফিরিয়া আসিয়া বিনোদের ব্যাপার একেবারে প্রকাশ করিয়া দিল। কিন্তু আশ্চর্য্য এই যে, অকৃতজ্ঞ গোকুল রাগের মাথায় বলিয়া বসিল, শালারা সব মিথ্যেবাদী। কেবল হিংসে করে এই সব রটাচ্চে।

বাঁড়ুয্যেমশাই আসিয়াই একেবারে কাঁদিতে সুরু করিয়া দিলেন। অনেক কষ্টে কান্না থামিলে বলিলেন, গোকুল রে, আমার হারাণ তিনদিন তিনরাত্রি খায় নি শোয় নি কেবল কলকাতার গলিতে গলিতে ঘুরে বেড়িয়েচে। পঁচিশ-ত্রিশ টাকা খরচ করে তবে সন্ধান পেয়েচে, কোথায় সে ছোঁড়া থাকে। এ ঠিকানা বার করা আর কি কারো সাধ্য ছিল!

CC-0. In Public Domain. Funding by IKS-MoE

Digitized by eGangotri and Sarayu Trust.

গোকুল তিক্তকণ্ঠে জবাব দিল, আমি ত কাউকে টাকা খরচ করতে সাধি নি মশাই!

বাঁড়ুয্যে অবাক হইয়া কহিলেন, সে কি গোকুল, আমরা যে তোমাদের আপনার লোক! আর সবাই চুপ করে থাকতে পারে, কিন্তু আমরা পারি কৈ?

আচ্ছা, যান যান, আপনারা কাজে যান। দিন কাটিতে লাগিল, অথচ বিনোদ আসে না। শান্তপ্রকৃতি গোকুল একেবারে উগ্র হইয়া উঠিল।

ভবানীকে দেখিলে যেন চেনা যায় না, এই কয় দিনে তাঁহার এমনি পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে। নীরবে নতমুখে আগামী শ্রাদ্ধের কাজকর্ম্ম করেন—ছেলের নাম মুখেও আনেন না।

এই একটা বৎসর বিনোদ যখন তখন নানা ছলে গোকুলের নিকট টাকা আদায় করিত। তাহার স্ত্রী মনোরমা ব্যাপারটা পূর্ব্বেই অনুমান করিয়া স্বামীকে বারংবার সতর্ক করা সত্বেও সে কান দেয় নাই। এই উল্লেখ আজ সকালে করিবামাত্রই গোকুল আগুন হইয়া কহিল, বিনোদ যখন কারুর বাপের বাড়ীর টাকা নষ্ট কর্‌বে, তখন যেন তারা কথা কয়। বলিয়া, দ্রুতপদে তাহার বিমাতার ঘরের সুমুখে আসিয়া কহিল, কি যে বাবার কানে উইল করবার মন্তর দিলে মা, সব দিকে আমাকে মাটি করে দিলে।

ভবানী আশ্চর্য্য হইয়া মুখ তুলিবামাত্রই সে হাত পা নাড়িয়া একটা ক্রুদ্ধ ভঙ্গী করিয়া বলিয়া ফেলিল, তোমাকে ভালমানুষ বলেই জান্‌তুম মা, তুমিও কম নয়! একে

CC-0. In Public Domain. Funding by IKS-MoE

Digitized by eGangotri and Sarayu Trust.

দোকানদার তাহাতে মূর্খ, গোকুলের কথাই এম্‌নি সকলেই জানিত! বিশেষতঃ রাগিলে আর তাহার মুখে বাধাবাঁধন থাকিত না, ইহাও কাহারো অগোচর ছিল না। কিন্তু তাহার আজকালকার কথাবার্ত্তাগুলো বাড়াবাড়িতে দাঁড়াইতেছে বলিয়া আত্মীয়-পর সকলেরই মনে হইতে লাগিল।

অপরাহ্ণ-বেলায় বাঁড়ুয্যেমশাই দিবানিদ্রা হইতে উঠিয়া হাতমুখ ধুইতেছিলেন—হঠাৎ গোকুল আসিয়া উপস্থিত হইল। সেদিন অপমান করিলেও ত সে বড়লোক। সুতরাং তাহার আগমনে বৃদ্ধ ব্যস্তসমস্ত হইয়া উঠিলেন। গোকুল তিনখানি নোট ব্রাহ্মণের পায়ের কাছে ধরিয়া দিয়া বলিল, মাষ্টারমশাই, হারাণের সেদিনকার খরচটা দিতে এলুম।

থাক্ থাক্, সে জন্যে আর ব্যস্ত কেন দাদা, তোমাদের কতই ত খাচ্চি নিচ্চি। বলিয়া বাঁড়ুয্যেমশাই সে নোট তিনখানি তুলিয়া লইলেন। কই আজও ত বিনোদ এলো না মাষ্টার-মশাই! হারাণকে সঙ্গে করে আমি একবার আজ যাব।

বাঁড়ুয্যেমশাই বলিয়া উঠিলেন। ছি ছি, এমন কথা মুখেও এনো না ভাই। সেস্থানে যাবে তুমি, আমার হারাণ থাকতে? না, না, তা হবে না—আমি কালই তাকে পাঠিয়ে দেব।

গোকুল মাথা নাড়িয়া কহিল, না মাষ্টারমশাই, আমি না গেলে হবে না। সে বড় অভিমানী—শুধু উইলের কথা শুনেই অভিমানে আস্‌চে না। বাপ-মায়ে আমার কি সর্ব্বনাশই কর্‌লে! বলিয়া গোকুল সহসা আর্ত্তস্বরে কাঁদিয়া ফেলিল।

CC-0. In Public Domain. Funding by IKS-MoE

Digitized by eGangotri and Sarayu Trust.

গোকুল আর পাঁচখানি নোট হারাণের খরচের বাবদ ধরিয়া দিয়া চোখ মুছিতে মুছিতে বাটী ফিরিয়া গেল।

পাঁচ

জয়লাল মাষ্টারকে গোকুল গোপনে আশী টাকা ঘুস দিয়া আসিয়াছে—কথাটা প্রকাশ হওয়া পর্য্যন্ত অনেকেই তাহার নির্ব্বুদ্ধিতা লক্ষ্য করিয়া কটাক্ষ করিয়াছে। সে বিনোদের জন্য ছটফট করিতেছে, অথচ বিনোদ তাহাকে ভ্রূক্ষেপের দ্বারাও গ্রাহ্য করে না—এমন ধারা একটা আভাসও বাড়িসুদ্ধ সকলের চোখে মুখে অনুভব করিয়া গোকুল মনে মনে অত্যন্ত সঙ্কুচিত হইয়া উঠিতেছিল।

বাড়ির গাড়ী বোধ করি এই লইয়া দশবার চুঁচুড়া ষ্টেশন হইতে ফিরিয়া আসিল। গোকুল তাচ্ছিল্যভরে কোচমানকে প্রশ্ন করিল, আর কি কল্‌কাতার গাড়ী নেই যে, তোরা ফিরে এলি? যা, যা, তোরা জিরো গে যা।

কোচমান বিনীতভাবে কহিল, আরো দুখানা আছে বটে, কিন্তু ঘোড়া দানা-পানি পায় নাই বলেই চলে আস্‌তে হ'ল!

গোকুল এক নিমিষেই সপ্তমে চড়িয়া ধম্‌কাইয়া উঠিল, ছোটবাবু মেঠাই-মণ্ডা খায়কে আসতা হায় কিনা, তাই ব্যাটাদের নবাব ঘোড়া একদণ্ড দানা-পানি না পেলেই মরে যাবে। যাও, আভি লে যাও।

কোচমান প্রভুর মনের ভাব বুঝিতে না পারিয়া সভয়ে সেলাম করিয়া প্রস্থান করিল।

CC-0. In Public Domain. Funding by IKS-MoE

Digitized by eGangotri and Sarayu Trust.

রসিক চক্রবর্ত্তী বহুদিনের কর্ম্মচারী। এ বাটীতে সকলেই তাহাকে সম্মান করিত। সে কহিল ছোটবাবু এলে গাড়ী ভাড়া করেও আস্‌তে পার্‌বেন। সেজন্য কেন আপনি ব্যস্ত হচ্চেন বড়বাবু ?

রসিক যে নিকটেই ছিল, গোকুল তাহা দেখে নাই। অপ্রতিভ হইয়া কহিল, আমি ব্যস্ত হ'ব সে হতভাগার জন্যে ? তুমি বল কি চক্কোত্তিমশাই ? বাড়িতে মেয়েরা অমন দিবারাত্রি কান্নাকাটি না কর্‌লে আমি ত তাকে বাড়ি ঢুকতেই দিই নে। গোকুল মজুমদার রাগ্‌লে বাপের কুপুত্তুর—হ্যাঁ।

রসিকের কিছুই অবিদিত ছিল না। সে কিন্তু এ লইয়া আর তর্কও করিল না।

সমারোহ করিয়া বাপের শ্রাদ্ধ হইবে। গোকুল সেজন্য বড় ব্যস্ত। কিন্তু কানদুটা তাহার গাড়ীর চাকার দিকেই পড়িয়া ছিল। অনতিকাল পরে খালি গাড়ী ফিরিয়া আসিয়া আস্তাবলে চলিয়া গেল। চাকর আসিয়া সংবাদ দিল। রসিক সম্মুখে ছিল। গোকুল তাহার পানে চাহিয়া কাষ্ঠহাসি হাসিয়া কহিল, তবে ত দুঃখে মরে গেলুম। যা, যা বাড়িতে গিয়ে গিন্নীকে বল্‌ গে, তার পাশ-করা ছেলের কীর্ত্তি! কাল-পরশু এলে যদি তাকে ফটক পার হতে দিই ত তখন তোরা বলিস্—হাঁ, সে ছেলে গোকুল মজুমদার নয়। একবার যখন বেঁকে বসেছি, তখন স্বয়ং ব্রহ্মা-বিষ্ণু-মহেশ্বর এসেও যদি তার হয়ে বলে, তবুও মুখ পাবে না তা বলে দিচ্ছি। তুমি মাকে বলে দাও গে চক্কোত্তিমশাই, পৃথিবী ওলটপালট হয়ে যাবে, তবু গোকুল

CC-0. In Public Domain. Funding by IKS-MoE

Digitized by eGangotri and Sarayu Trust.

মজুমদারের কথার নড়চড় হবে না। সময়ে এলে কিছু পেত; এখন আর একটি পয়সাও না। বাড়ি ঢুকতেই ত তাকে দেব না। বলিয়া গোকুল হন্ হন্ করিয়া ভিতরে চলিয়া গেল।

গোকুল কাহার উপরে ক্রোধ করিয়া যে অসময়ে আসিয়া সন্ধ্যার পরেই শয্যা গ্রহণ করিল, তাহা বাটীর মেয়েরা টের পাইল না। দাসী দুধ খাইবার জন্য অনুরোধ করিতে আসিয়া ধমক খাইয়া ফিরিয়া গেল। দোকানের গোমস্তা কি-একটা কথা জিজ্ঞাসা করিবামাত্রই গোকুল তড়াক্ করিয়া উঠিয়া কাগজখানা ছিঁড়িয়া ফেলিয়া দিয়া কহিল, বাবা দশখানা তালুক রেখে যান নি যে রাজারাজড়ার মত পণ্ডিত-বিদায় কর্‌তে হবে! যাও যাও, ওসব আমীরি চাল আমার কাছে খাটবে না।

লোকটা যারপরনাই কুণ্ঠিত ও লজ্জিত হইয়া চলিয়া গেল।

ভবানী জানিতে পারিয়া ঘরের বাহিরে চৌকাটের কাছে আসিয়া বসিলেন। সস্নেহে মৃদুকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিলেন, তোর কি কোন রকম অসুখ বোধ হচ্চে গোকুল।

মায়ের কথার উত্তরে গোকুল কর্কশকণ্ঠে কহিল, তোমার যে মৃতলব শোনে মা, সে একটা গাধা। বাবা তোমার কথা শুন্‌ত বলে কি আমিও শুন্‌ব? আমি দশটি ব্রাহ্মণ খাইয়ে শুদ্ধ হ'ব, কোন জাঁকজমক করব না। বলিয়া সে তৎক্ষণাৎ দেওয়ালের দিকে মুখ করিয়া শুইয়া পড়িল।

ভবানী শান্তস্বরে কহিলেন, ছি বাবা, তিনি স্বর্গে গেছেন—তাঁর সম্বন্ধে কি এমন করে কথা কইতে আছে!

CC-0. In Public Domain. Funding by IKS-MoE

Digitized by eGangotri and Sarayu Trust.

গোকুল জবাব দিল না। তিনি কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া পুনরায় কহিলেন, এ রকম কর্‌লে, লোকে কি বলবে বল্ দেখি বাছা। যাদের যেমন সঙ্গতি, তাদের তেমনি কাজ কর্‌তে হয়, না কর্‌লেই অখ্যাতি রটে।

গোকুল তেমনিভাবে থাকিয়াই কহিল, রটাক্ গে শালারা। আমি কারো ধার ধারি নি যে, ভয়ে মরে যাব।

ভবানী বলিলেন, কিন্তু তাঁর এতে তৃপ্তি হবে কেন? তিনি যে এত বিষয়-আশয় রেখে গেলেন, তাঁর মত কাজ না কর্‌লে ত তিনি সুখী হবেন না।

ভবানী ইচ্ছা করিয়াই গোকুলের বড় ব্যাথার স্থানে ঘা দিলেন।

গোকুল উঠিয়া বসিয়া কাঁদ কাঁদ স্বরে কহিল, খরচের কথা কে বল্‌চে মা। যত ইচ্ছে তোমরা খরচ কর; কিন্তু যত দিন যাচ্ছে, ততই যে আমার হাত-পা বন্ধ হয়ে আস্‌চে। বিনোদ অভিমান করে উদাসীন হয়ে গেল মা, আমি একলা কি করে কি করব? বলিয়া সে অকস্মাৎ কাঁদিয়া উঠিল। ভবানী জিজ্ঞাসা করিলেন, সে কি এ খবর পেয়েছে গোকুল?

গোকুল মায়ের মুখপানে চাহিয়া কহিল, খবর সে পেয়েছে মা। বাবা চিরকালের মত চলে গেলেন—এ কি সে টের পায় নি? আমার মত তার বুকের ভেতরেও কি হা হা করে আগুন জ্বলে যাচ্ছে না? সে সব জেনেচে মা, সব জেনেচে।

ভবানী সহজ কণ্ঠে বলিলেন, গোকুল, তাই যদি সত্যি হয় বাবা, তবে অমন ভায়ের জন্যে তুই আর দুঃখ করিস্ নে। মনে

CC-0. In Public Domain. Funding by IKS-MoE

Digitized by eGangotri and Sarayu Trust.

কর্ আমাদের বংশে আর ছেলেপিলে নেই। যে রাগের বশে মরা বাপ-মায়ের শেষ কাজ কর্‌তেও বাড়ি আসে না, তার সঙ্গে আমাদেরও কোন সম্পর্ক নেই।

গোকুল এ অভিযোগের যে কি জবাব দিবে, তাহা ভাবিয়া না পাইয়া চুপ করিয়া রহিল। কিন্তু জবাব দিল তাহার স্ত্রী। সে দ্বারের আড়ালে বসিয়া বেশ স্পষ্ট গলায় কহিল, ঠাকুর কি না বুঝেই এমন একটা কাজ করে গেলেন? তিনি ছিলেন অন্তর্যামী। তিন-চার দিন ধরে কলকাতার বাসায় ঠাকুরপোকে যখন খুঁজে পাওয়া গেল না, তখনই ত তিনি তাঁর গুণগান সব ধরে ফেল্‌লেন। তাঁর বিষয় তিনি যদি সমস্ত দিয়ে যান, তাতে আমাদের কেউ ত আর দোষ দিতে পার্‌বে না।

ভবানী মনে মনে ভয়ানক আশ্চর্য্য হইয়া গেলেন। কারণ ইতঃপূর্ব্বে শ্বশুর বর্ত্তমানে বড়বৌ এরূপ কথা কোন দিন বলে নাই; এমন কি, শাশুড়ীর সাম্‌নে স্বামীকে লক্ষ্য করিয়া সে কথাই কহে নাই। এই কয়দিনেই তাহার এতখানি উন্নতিতে তিনি নির্ব্বাক হইয়া রহিলেন।

গোকুলও প্রথমটা কেমন-যেন হতবুদ্ধি হইয়া গেল। কিন্তু পরক্ষণেই উন্মুক্ত দরজার দিকে ডান হাত প্রসারিত করিয়া ভবানীর মুখের পানে চাহিয়া একেবারে ক্ষ্যাপার মত চেঁচাইয়া উঠিল, শোন মা, শোন। ছোটলোকের মেয়ের কথা শোন।

প্রত্যুত্তরে বড়বৌ চেঁচাইল না বটে, কিন্তু আরও একটুখানি সবলকণ্ঠে স্বামীকে উদ্দেশ করিয়া বলিল, ছ্যাখো, যা বল্‌বে

CC-0. In Public Domain. Funding by IKS-MoE

Digitized by eGangotri and Sarayu Trust.

আমাকে বল। খামকা বাপ তুলো না—আমার বাপ তোমার বাপ একই পদার্থ।

জবাব দিবার জন্য গোকুলের ঠোঁট কাঁপিতে লাগিল—কিন্তু কথা ফুটিল না। কিন্তু তাহার দুই চক্ষু দিয়া যেন আগুন বাহির হইতে লাগিল।

ভবানী এতক্ষণ চুপ করিয়াই ছিলেন। এখন মৃদু তিরস্কারের স্বরে বলিলেন, বৌমা, তোমার কথা কবার দরকার কি মা! যাও, নিজের কাজে যাও।

বৌমা কহিল, কথা আমি কোন দিনই কই নে মা। দাসী-চাকরের মত খাট্‌তে এসেছি, দিবারাত্রি খেটেই মরি। কিন্তু উনি যে খেতে-শুতে বস্‌তে—আমার চারটে পাশকরা ভাই; আমার পাঁচটা পাশকরা ভাই করে নাপিয়ে বেড়ান; ওঁর নিজের লজ্জা-সরম থাক্‌লে কি আর কথা বল্‌বার দরকার হয়? বলিয়া সে তিলার্দ্ধ অপেক্ষা না করিয়া চলিয়া গেল। ভবানী স্তম্ভিত হইয়া গেলেন। এতদিন তিনি তাঁহার বড়-বধূটিকে চিনিতে পারেন নাই। এখন চিনিতে পারিয়া তাঁহার দুঃখ, ক্ষোভ ও শঙ্কার আর সীমা-পরিসীমা রহিল না।

কিন্তু বড়বৌ একেবারে চলিয়া যায় নাই। সে বারান্দার একপ্রান্ত হইতে পুনরায় বলিল, যখন-তখন শুধু রাশ রাশ টাকা যোগাবার বেলাতেই দাদা। মুখ্যু দাদা পেয়েচ, যত পেরেচ, তত ঠকিয়েচ। ঠকাগ্‌, আমার কি? ওর নিজের ছেলেমেয়েই পথে বস্‌বে। বলিয়া এইবার বড়বৌ সত্য সত্যই চলিয়া গেল।

CC-0. In Public Domain. Funding by IKS-MoE

Digitized by eGangotri and Sarayu Trust.

গোকুল হাত-পা ছুড়িয়া লাফাইয়া উঠিল। অনুপস্থিত স্ত্রীকে লক্ষ্য করিয়া গর্জ্জন করিতে লাগিল।

কি! আমি মুখ্যু? এ সব বিষয়-সম্পত্তি কর্‌লে কে? আমি, না বেন্দা? আমার চোখে ধূলো দিয়ে টাকা আদায় করে নিয়ে যাবে—বেন্দার বাপের সাধ্যি আছে? আমি বড়, সে ছোট। সে চার্‌টে পাশ করে থাকে ত আমি দশটা পাশ কর্‌তে পারি, তা জানিস? আমি মুখ্যু? বাড়ি ঢুক্‌লে দরওয়ান দিয়ে তাকে দূর করে দেব—দেখি, কে তাকে রাখে!

এমনি অসংলগ্ন এবং নিরর্থক কত-কি সে অবিশ্রান্ত চীৎকার করিতে লাগিল। ভবানী নীরব হইয়া বহুক্ষণ পর্য্যন্ত একভাবে পাথরের মত বসিয়া থাকিয়া, এক সময়ে ধীরে ধীরে উঠিয়া গেলেন।

ছয়

তখন ঝগড়া হইল বটে, কিন্তু সেই রাত্রেই যে স্ত্রীর সহিত গোকুলের একটা মিটমাট হইতে বাকী রহিল না, সে তাহার পরদিনের ব্যবহারেই বুঝা গেল। সে সমস্ত কাজকর্ম্মে হাঁক-ডাক করিয়া লাগিয়া গেল এবং বিনোদের নাম উত্থাপন করিলেই, আজ সে কানে আঙুল দিয়া বলিতে লাগিল, বাপ যাকে ত্যাজ্যপুত্র করে যায়, আমাদের সঙ্গে তার কোন সম্পর্ক নেই।

তাহার কথা শুনিয়া কাহারো অবিদিত রহিল না যে, বিনোদ একেবারেই পথে বসিয়াছে এবং গোকুল যে-কোন কৌশলেই হোক্ ষোলআনাই গ্রাস করিয়াছে। এখন গোপনে

CC-0. In Public Domain. Funding by IKS-MoE

Digitized by eGangotri and Sarayu Trust.

অনেকেই বিনোদের জন্য সহানুভূতি প্রকাশ করিতে লাগিল। সুবিজ্ঞ জয়লাল বাঁড়ুয্যে স্পষ্টই বলিতে লাগিলেন যে, মানুষকে যে চিনিতে পারা যায় না, তাহার জীবন্ত প্রমাণ এই গোকুল মজুমদার। শুধু তাঁহার চক্ষেই সে ধূলি প্রক্ষেপ করিতে পারে নাই। কারণ পাড়ার সমস্ত ছেলেবুড়ো মেয়ে-পুরুষে যখন একবাক্যে গোকুলকে ন্যায়নিষ্ঠ ভ্রাতৃবৎসল, ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির বলিয়া চীৎকারে গগন বিদীর্ণ করিয়াছে, তখন তিনিই শুধু চুপ করিয়া হাসিয়াছেন, আর মনে মনে বলিয়াছেন, সৎমার ছেলে বৈমাত্র ভাই—তার ওপর এত টান! বেদে পুরাণে যা কস্মিন্‌কালে কখনো ঘটে নি, তাই হবে এই ঘোর কলিকালে!

ভবানী চিরদিনই অল্প কথা কহিতেন। তাহাতে কাল রাত্রি হইতে ব্যাথার ভারে তাঁহার হৃদয় একেবারেই স্তব্ধ হইয়া গিয়াছিল। গোকুলের স্ত্রী মনোরমা এক সময়ে স্বামীকে নির্জ্জনে ডাকিয়া এই দিকে তার দৃষ্টি আকৃষ্ট করিয়া কহিল, মার ভাব-গতিক দেখচ?

গোকুল উদ্বিগ্ন হইয়া বলিল, না! কি হয়েছে মার?

মনোরমা তাচ্ছিল্যভরে বলিল, হবে আবার কি! সেই যে কাল বলেছিলুম ঠাকুরপোর টাকা নষ্ট করার কথা—সেই থেকে আমার সঙ্গে কথা কন্ না। তোমার সঙ্গে কথা টথা কইচেন ত?

গোকুল শুষ্ক হইয়া কহিল, না, আমার সঙ্গেও না। মনোরমা ঘাড়টা একটুখানি হেলাইয়া, কণ্ঠস্বর আরও নিচু

CC-0. In Public Domain. Funding by IKS-MoE

Digitized by eGangotri and Sarayu Trust.

করিয়া বলিল, দেখলে মজা। টাকাগুলো ঠাকুরপো দুহাতে উড়িয়ে দিলে,—আর সে কথা একটু মুখ থেকে খসালেই রাগ করে কথাবার্ত্তা বন্ধ করে দিতে হবে? এইটে কি ব্যবহার? তুমি ত মা মা করে অজ্ঞান, তুমিই বল না, সত্যি না মিছে?

গোকুলের মুখখানা একেবারে কালিবর্ণ হইয়া গেল। তাহার স্ত্রী বোধ করি তাহা লক্ষ্য করিয়াই কহিল, ঠাকুরপো যাই করুক আর যাই হোক, সে পেটের ছেলে। তুমি সতীনপো বই নয়! তুমি পেলে সমস্ত বিষয়—এ কি কোন মেয়েমানুষের সহ্য হয়? বিষয়সম্পত্তি বড় ভয়ানক জিনিস।

গোকুলের বুকের ভিতরটা অভূতপূর্ব্ব শঙ্কায় গুর্ গুর্ করিয়া উঠিল। তাহার স্ত্রী কহিল, আমরা মেয়েমানুষ, মেয়েমানুষের মনের ভাব যত বুঝি, তোমরা পুরুষমানুষ তা পার না। আমার কথাটা শুনো। তাঁকে লেখাপড়া ত তুমি আর কম শেখাও নি। এখন যা হোক্ একটু চাকরি-বাকরি করে মাকে নিয়ে বিয়ে-থাওয়া করে সংসারী হতে হবে তাঁকে। তিনি নিজের মাকে ত সত্যি আর বরাবর আমাদের কাছে ফেলে রাখতে পারবেন না! তা ছাড়া, মাথাগুঁজে দাঁড়াবার যা হোক্ একটু কুঁড়েকাঁড়াও ত করা চাই। তখন আমরাও, যেমন ক্ষমতা সাহায্য কর্‌ব—লোকে যেন না বলতে পারে, অমুক মজুমদার তার বৈমাত্র ভাইকে দেখলে না। বৈমাত্র ভায়ের সঙ্গে আবার সম্পর্ক কি? যারা বলে তারা বলুক, আমরা সে কথা বল্‌তে পার্‌ব না। সে বংশ আমাদের নয়।

CC-0. In Public Domain. Funding by IKS-MoE

Digitized by eGangotri and Sarayu Trust.

গোকুল স্বপ্নাবিষ্টের মত সেইখানে বসিয়া কি সব যেন অদ্ভুত স্বপ্ন দেখিতে লাগিল। সব কথা ছাপাইয়া এই একটা কথা তাহার কানের মধ্যে ক্রমাগত বাজিতে লাগিল—বিষয়-সম্পত্তি বড় ভয়ানক জিনিস! কিন্তু সে তৎক্ষণাৎ উঠিয়া মার সহিত মুখোমুখি কলহ করিবার জন্য দ্রুতপদে তাঁহার ঘরে গিয়া প্রবেশ করিল। ঢুকিয়াই বলিল, এমনধারা মুখভার করে কাজ-কর্ম্মের বাড়িতে বসে থাক্‌লে ত চল্‌বে না মা।

ভবানী বিস্ময়াপন্ন হইয়া মুখ তুলিয়া চাহিবামাত্রই গোকুল বলিয়া উঠিল, তোমার বৌ ত আর মিছে বলে নি যে, বিনোদ রাশ রাশ টাকা নষ্ট কর্‌চে! বাবা তাঁর বিষয় যদি আমাকে দিয়ে যান, তাতে আমার দোষ কি? তুমি তাঁর সঙ্গে বোঝাপড়া কর গে, আমাদের ওপর রাগ করতে পার্‌বে না, তা বলে দিচ্চি।

ভবানী মর্ম্মাহত হইয়া ধীরে ধীরে বলিলেন, আমি কারো ওপরেই রাগ করি নি গোকুল, কারো সঙ্গে বোঝাপড়া করতে চাই নে।

সেদিন পাড়ার যে কেহ দেখা-শুনা করিতে আসিল, তাহারই কাছে সে বিমাতার বিরুদ্ধে নালিশ করিয়া, পুনঃ পুনঃ এই একটা কথাই বলিয়া বেড়াইতেই লাগিল, আমি সতীনপো বই ত নয়! কাজেই বাবা মরতে-না-মরতেই দুচক্ষের বিষ হয়ে দাঁড়িয়েচি।

সন্ধ্যার সময় বাড়ির ভিতরে আসিয়া ভবানীকে লক্ষ্য করিয়া বলিল, আমার এত দায় পড়ে যায় নি যে, লোকজন

CC-0. In Public Domain. Funding by IKS-MoE

Digitized by eGangotri and Sarayu Trust.

পাঠিয়ে বর্দ্ধমান থেকে ছোটপিসিমাদের আন্‌তে যাব। এত গরজ নেই—আস্‌তে হয়, তিনি নিজে আস্‌বেন।

ভবানী মুখ তুলিয়া মৃদুকণ্ঠে কহিলেন, সেটা কি ভাল কাজ হবে গোকুল?

গোকুল তীব্রকণ্ঠে বলিল, ভাল মন্দ জানি নে। দুহাতে টাকা ওড়াবার আমার সাধ্যি নেই। তুমি এ নিয়ে আমাকে আর জেদ ক'র না, তা বলে দিচ্ছি।

ইঁহাদিগকে আনাইবার জন্য ভবানীই কাল গোকুলকে আদেশ করিয়াছিলেন। এখন আর কিছু বলিলেন না। চুপ করিয়া হাতের কাজে মন দিলেন। তথাপি গোকুল বলিতে লাগিল, আনো বল্‌লেই ত আর আন্‌তে পারি নে মা। ধারকর্জ্জ করে ত আমি ডুবে যেতে পার্‌ব না।

ভবানী অস্ফুট স্বরে বলিলেন, বেশ ত গোকুল ভাল বোঝ—নাই বা সেখানে লোক পাঠালে!

গোকুল বলিতে বলিতে চলিয়া গেল, এখন থেকে আমাকে বুঝ্‌তেই হবে যে! কিন্তু তৎক্ষণাৎ ফিরিয়া আসিয়া কহিল, আমি কি বুঝি নে? এটা তোমার রাগের কথা নয়? কাল নিজে তুমি বল্‌লে, গোকুল তোর পিসিমাদের লোক পাঠিয়ে আনা, আর আজ বল্‌চ, যা ভাল হয় তাই কর্? আমার বাপ নেই, ভাই নেই বলে, আমাকে এম্‌নি করে জব্দ করা? লোকে বল্‌বে গোকুল বুঝি সত্যি সত্যিই তার মায়ের কথা শোনে না!

তাহার এই একান্ত অবোধ্য অভিযোগে ভবানী হতবুদ্ধির

CC-0. In Public Domain. Funding by IKS-MoE

Digitized by eGangotri and Sarayu Trust.

মত থাকিয়া বলিলেন, গোকুল, আমি ত তোদের কিছুতেই নেই—কোন কথাই ত বলি নি বাবা।

গোকুল দুই চক্ষু অশ্রুপূর্ণ করিয়া কহিল, তোমার কোন্ হুকুমটা শুনি নে মা, যে তুমি আমাকে এম্‌নি করে বল্‌চ? কিন্তু ভাল হবে না, তা বলে দিচ্ছি। বেন্দা লজ্জায় ঘেন্নায় বাড়ি-ছাড়া হয়ে গেল—আমারও যেখানে দুচক্ষু যায় চলে যাব। থাক তুমি তোমার বিষয়-আশয় নিয়ে। বলিয়া চোখ মুছিতে মুছিতে দ্রুতপদে বাহির হইয়া গেল।

সাত

গোকুলের বড়মেয়ে হেমাঙ্গিনী তাহার ঠাকুরমার কাছে শুইত। সে ভোর হইতে-না-হইতে চেঁচাইতে চেঁচাইতে আসিল, কাকা এসেছে মা, কাকা এসেছে।

পাশের ঘরে গোকুল শুইয়া ছিল। সে ধড়্‌ফড়্ করিয়া কম্বলের শয্যার উপর উঠিয়া বসিল। শুনিতে পাইল, তাহার স্ত্রী নিরানন্দ-বিস্ময়ের সহিত প্রশ্ন করিতেছে, কখন এল রে তোর কাকা?

মেয়ে কহিল, অনেক রাত্তিরে মা।

মা জিজ্ঞাসা করিল, এখন কি কচ্চে?

মেয়ে কহিল, এখনও উঠেন নি। তিনি নিজের ঘরে ঘুমিয়ে আছেন।

তাহার মা আর কোন প্রশ্ন না করিয়া কাজে চলিয়া গেল। গোকুল দরজা হইতে গলা বাড়াইয়া হাত নাড়িয়া

CC-0. In Public Domain. Funding by IKS-MoE

Digitized by eGangotri and Sarayu Trust.

মেয়েকে কাছে ডাকিয়া কহিল, তোর ঠাকুরমা তাকে কি বল্‌লে রে হিমু ?

হিমু ঘাড় নাড়িয়া বলিল, জানি নে ত বাবা।

গোকুল তাহার মুখে মাথায় হাত বুলাইয়া দিয়া কহিল, জানিস্, জানিস্ বৈ কি! তোর কাকা কি বল্‌লে ?

কিচ্ছু বল্‌লে না।

গোকুল বিশ্বাস করিল না। বিরক্ত হইয়া প্রশ্ন করিল, একেবারে কিছুই বল্‌লে না ? তা কি হয় ?

পিতার ক্রুদ্ধ কণ্ঠস্বর লক্ষ্য করিয়া হিমু প্রায় কাঁদিয়া ফেলিয়া বলিল, জানি নে ত বাবা।

ফের জানিস্ নে ? হারামজাদা মেয়ে ! বলিয়া সে চটাস্ করিয়া মেয়ের গালে একটা চড় কষাইয়া ঠেলিয়া দিয়া বলিল, যা, দূর হ।

মেয়ে কাঁদিতে কাঁদিতে চলিয়া গেল।

গোকুল তাহার বিমাতার ঘরে ঢুকিয়া বলিল, তা বেশ করেচ ! সে বাড়ী ঢুক্‌তে না ঢুক্‌তেই নানারকম করে লাগিয়েচ, ভাঙিয়েচ—আমার ওপর যাতে তার মন ভেঙে যায়—এই ত ? সে সব কিছু আমার আর শুন্‌তে বাকি নেই। কিন্তু তোমার ছেলেকেও সাবধান করে দিয়ো—আমার সুমুখে না পড়ে; তা বলে দিয়ে যাচ্চি ! বলিয়াই তেম্‌নি দ্রুতপদে বাহির হইয়া গেল। ভবানী কিছুই বুঝিতে না পারিয়া অবাক্ হইয়া চাহিয়া রহিলেন। সে খানিকক্ষণ এদিক-সেদিক করিয়া হাবুর মাকে ডাকাইয়া আনিয়া কহিল, ও হাবুর মা, বলি, ভায়া যে বাড়ি এসেচেন, শুনেচিস্ ?

CC-0. In Public Domain. Funding by IKS-MoE

Digitized by eGangotri and Sarayu Trust.

ঝি ঘাড় নাড়িয়া কহিল, হাঁ বাবু, ঘোর রাত্তিরে ছোটবাবু বাড়ি এলেন।

গোকুল কহিল, তার পরে মায়ে-ব্যাটায় কি কি কথা হ'ল ?

ঝি কহিল, মা ত ওঠেন নি। যদু তাঁর ব্যাগটা নিয়ে এলে, আমি ছোটবাবুর ঘর খুলে আলো জ্বেলে দিলুম। তিনি সেই যে ঢুক্‌লেন আর ত বার হন নি।

গোকুল অপ্রত্যয় করিয়া কহিল, কেন ঢাক্‌চিস্ ঝি ? আমি যে সব শুনেচি।

হাবুর মা অনেক দিনের দাসী। তাহার চোখেও জল আসিল ; গাঢ়স্বরে কহিল, তা আর বল্‌তে বড়বাবু ! তোমার বাবা-অন্ত প্রাণ ছিল যে ! তবে কি না বড় বড় লেখাপড়া কর্‌তে করতে মগজটা কেমনধারা যে গরম হয়ে গেল—তাই—

গোকুল হাবুর মাকে একেবারে পাইয়া বসিল। কহিল, তাই বল্ না হাবুর মা ! মগজটা গরম হবে না ? বিদ্যেটা কি সে কম শিখেচে ! অনার-গ্রাজুয়েট্ ! বলি, এই হুগলি-চুঁচড়ো-বাবুগঞ্জে কটা লোক আমার ভায়ের মত বিদ্যে শিখেচে—কই দেখিয়ে দে দেখি ? লাট সাহেব নিজে এসে যে তাকে হাত ধরে বসায়—সে কি একটা হেঁজি-পেঁজি মানুষ ! মুখখানি একেবারে শুকিয়ে গেছে দেখ্‌লি না রে ?

ঝি ঘাড় নাড়িয়া বলিল, মুখখানি দেখলে চোখে আর জল রাখা যায় না বড়বাবু !

গোকুলের চোখ দিয়া দর্ দর্ করিয়া জল গড়াইয়া পড়িল।

CC-0. In Public Domain. Funding by IKS-MoE

Digitized by eGangotri and Sarayu Trust.

উত্তরীয় অঞ্চলে অশ্রু মুছিয়া কহিল, তুই তাকে মানুষ করেছিস্ হাবুর মা, তুই শুধু তাকে চিন্‌তে পেরেছিস্। আহা! চিরটা কাল তার হেসে-খেলে আমোদ-আহ্লাদ করে লেখা-পড়া নিয়েই কেটেচে। কবে এ সব হাঙ্গামা তাকে পোয়াতে হয়েছে, বল্ দেখি! আর উইল করে বিষয় দেব না, বল্‌লেই দেব না! তার বাপের বিষয় নয়? কোন্ শালা আট্‌কায়? কি করেচে সে? চুরি করেচে, ডাকাতি করেচে? খুন করেচে? কোন্ শালা দেখেচে? তবে কেন বিষয় পাবে না বল্ দেখি শুনি? আইন-আদালত নেই? বিনোদ নালিশ কর্‌লে আমাকে যে বাবা বলে অর্দ্ধেক বিষয় কড়ায়-গণ্ডায় তাকে চুল ভাগ করে দিতে হবে তা জানিস্!

ঝি সায় দিয়া বলিল, তা দিতে হবে বই কি বাবু!

বাবুর মা খুসি হইয়া উঠিল। সে বিনোদকে মানুষ করিয়াছিল—এই সমস্ত উইল-টুইল তাহার একেবারে ভালই লাগে নাই; কহিল, আচ্ছা বড়বাবু, তুমি তাই কেন ছোটবাবুকে ডেকে বল না যে, তোর বিষয়-আশয় ভাই তুই নে। তুমি দিলে ত আর কারু না বলবার যো নেই।

কিন্তু এইখানেই ছিল গোকুলের আসল খট্‌কা। সে খানিকক্ষণ চাহিয়া থাকিয়া কহিল, তবে সবাই যে বলে, আমার দেবার সাধ্যি নেই। বাবার উইল ত রদ্ করতে পারি নে হাবুর মা। আমাদের বড়বৌর মামাত ভাই একজন মস্ত মোক্তার—সে নাকি তার বোনকে চিঠি লিখেছে, তা হলে জেল খাট্‌তে হবে। তবে যদি মা রাজী হয়, বড়বৌ রাজী হয়, তখন বটে।

CC-0. In Public Domain. Funding by IKS-MoE

Digitized by eGangotri and Sarayu Trust.

হাবুর মা ইহার সদুত্তর দিতে না পারিয়া তাহার কাজে চলিয়া গেল।

বাটীর একান্তে পথের ধারের একটা ঘরে বিনোদ বসিত। ঘরখানি ইংরাজি-ধরণে সাজান ছিল—এইখানেই তাহার বন্ধু-বান্ধবেরা দেখা-সাক্ষাৎ করিতে আসিত। গোকুল পা টিপিয়া কাছে গিয়া জানালার ভিতর দিয়া চাহিয়া দেখিল, বিনোদ চৌকিতে না বসিয়া নিচে মেজের ওপর ও'দিকে মুখ করিয়া চুপ করিয়া বসিয়া আছে। তাহার এই বসিবার ধরণ দেখিয়াই গোকুলের দুটি চক্ষু জলে পরিপূর্ণ হইয়া গেল। সে নীরবে দাঁড়াইয়া ছোটভায়ের মুখখানি দেখিবার আশায় মিনিট পাঁচ-ছয় অপেক্ষা করিয়া শেষে চোখ মুছিয়া ফিরিয়া আসিল।

চক্রবর্ত্তী কহিল, বড়বাবু, অধ্যাপক বিদায়ের ফর্দ্দটা—

গোকুল সহসা যেন অন্ধকারে আলোর রেখা দেখিতে পাইল। তাড়াতাড়ি কহিল, এ সব বিষয়ে আমাকে আর কেন জড়ান চক্কোত্তিমশাই। মা সরস্বতী ত স্বয়ং এসে পড়েচেন। কে কেমন পণ্ডিত, কার কত মান-মর্য্যাদা বিনোদের কাছে ত চাপা নেই—তাকেই জিজ্ঞাসা করে ঠিক করে নাও না কেন? আমি এর মধ্যে আর হাত দেব না চক্কোত্তিমশাই।

চক্রবর্ত্তী কহিল, কিন্তু ছোটবাবু ত এখনো ঘুম থেকে উঠেন নি।

গোকুল ম্লানভাবে একটুখানি হাসিয়া কহিল, ঘুম থেকে! তার কি আহার-নিদ্রে আছে? হাবুর মাকে ডেকে জিজ্ঞেসা করে দেখ—যে স্বচক্ষে দেখেচে। বলে, বড়বাবু, ছোটবাবুর

CC-0. In Public Domain. Funding by IKS-MoE

Digitized by eGangotri and Sarayu Trust.

মুখের পানে চাইলে আর চোখে জল রাখা যায় না—এমনি চেহারা হয়েচে। বলিয়া তাহার বসিবার ঘরটা ইঙ্গিতে দেখাইয়া দিয়া বলিল, গিয়ে দেখ গে—সে ঠাণ্ডা মাটীর উপর একলাটি চুপ করে বসে আছে। সে দেখলে কার না বুক ফেটে যায়, বল ত চক্কোত্তিমশাই ?

চক্রবর্ত্তী দুঃখসূচক কি-একটা কথা অস্ফুটে কহিয়া ফর্দ্দ লইয়া যাইতেছিল ; গোকুল তাহাকে ফিরাইয়া ডাকিয়া কহিল, আমি থাকতে বিনোদকে আর এত কষ্ট দেওয়া কেন ? উপোস-তিরেশ কি ওর ওই রোগা দেহতে সহ্য হবে ? হয় ত বা অসুখ হয়ে পড়বে। আমি বলি—খাওয়া-শোওয়া ওর যেমন অভ্যাস, তেমনি চলুক।

চক্রবর্ত্তী নিরুৎসাহভাবে কহিল, না পার্‌লে—

কথাটা গোকুল শেষ করিতেই দিল না। বলিল, পার্‌বে কি করে, তুমিই বল দেখি ? আমাদের এ সব কুলি-মজুরের দেহ—এতে সব সয়। কিন্তু ওর ত তা নয়। পাঁচ-সাতটা পাশ করে যে দেশের মাথার মণি হয়েচে, তার দেহতে আর আমার দেহতে তুমি তুলনা করে বস্‌লে ? কে আছিস্ রে ওখানে—ভূতো ? যা ত একবার, চট্ করে আমাদের ভশ্চায্যিমশাইকে ডেকে আন্। না হয়, যত টাকা লাগে—শ্রাদ্ধের সময় আমি মূল্য ধরে দেব। তা বলে ত মায়ের পেটের ভাইকে মেরে ফেল্‌তে পার্‌ব না।

চক্রবর্ত্তী অত্যন্ত অপ্রতিভ হইয়া সায় দিয়া কহিল সে ত ঠিক কথা বড়বাবু। তবে কিনা লোকে বল্‌বে—

CC-0. In Public Domain. Funding by IKS-MoE

Digitized by eGangotri and Sarayu Trust.

আর লোকে কি বল্‌বে বলে কি নিজের ভাইটাকে মেরে ফেল্‌ব ? তোমার এ সব কি বুদ্ধি হ'ল বল ত চক্কোত্তিমশাই ? না না, ফর্দ্দ-টর্দ্দ নিয়ে তোমার এখন তাকে জ্বালাতন করবার দরকার নেই। মুখে যা হোক্ একটু কিছু দিয়ে আগে সে সুস্থ হোক্। বলিয়া গোকুল নিতান্ত অকারণেই সে বেচারার উপর রাগ করিয়া চলিয়া গেল।

আট

চায়ের বাটিটা বিনোদ ব্রাহ্মণের হাত হইতে লইয়া ছুড়িয়া ফেলিয়া দিল। কিন্তু সে বস্তুটা যে কত গোপনে প্রস্তুত হইয়াছিল এবং পাত্রটা যে কাহার বুকের উপর গিয়া কতখানি আঘাত করিল, সে শুধু অন্তর্যামীই দেখিলেন।

সমস্ত দিনের মধ্যে বিনোদ অনেকেরই সহিত কিছু কিছু কথাবার্ত্তা কহিল বটে, কিন্তু বড়ভাইয়ের ছায়া দেখিলেও সে সরিয়া যাইতে লাগিল। বিনোদ যেদিকে মুখ ফিরাইয়া চলিয়া যায়, গোকুল কাজের ঝঞ্ঝাটে হঠাৎ সেই দিকেই আসিয়া পড়ে।

অপরাহ্ণ-বেলায় বিনোদ বসিবার ঘরে একা বসিয়াছিল, একখানা কাগজ হাতে করিয়া গোকুল আসিয়া কহিল, কল্‌কাতার বাসা ছেড়ে তুমি হাজারিবাগে হঠাৎ চলে গেলে—বাবা মৃত্যুকালে—সে শুনেচ বোধ হয়—সে একটা তামাসা আর কি! বলিয়া গোকুল শুষ্ক হাসির অভিনয় করিয়া কহিল, তা তোমার যেমন কাণ্ড, একটা খবর পর্য্যন্ত দেওয়া

CC-0. In Public Domain. Funding by IKS-MoE

Digitized by eGangotri and Sarayu Trust.

নেই; তা যাক্, সে সব হবে অখন—কাজটা চুকে যাক্—একটা দানপত্র লিখলেই—বুঝলে না বিনোদ—আর লোক যা এখানকার—জানই ত সব—বুঝ্‌লে না ভাই—তা সে কিছুই না—বাবাও বলে গেলেন বিষয়-আশয় তোমাদের দুই ভাইয়ের রইল,' এ একটা শুধু বুঝ্‌লে না—তা যাক্—সে জন্যে কিছুই আট্‌কাবে না—আর আমার ত মেজাজের ঠিক নেই ভাই। এই লোহার সিন্দুকের চাবিটা তুমি রাখ। আবার পণ্ডিতদের আহ্বান করা হয়েচে, কার কত বিদায়, কে কি দরের লোক, সে তুমি ঠিক করে না দিলে ত আর কেউ পার্‌বে না। বলিয়া গোকুল চাবিটা এবং কাগজখানা কোনমতে সুমুখে ধরিয়া দিয়া তাড়াতাড়ি প্রস্থানের উপক্রম করিল। বিনোদ হাত দিয়া সেগুলা ঠেলিয়া দিয়া কহিল, আমাকে এর মধ্যে আপনি জড়াবেন না—এ সব আমি ছোঁবো না।

এক মুহূর্ত্তেই গোকুলের দাঁতের হাসি পাথরের মত জমাট বাঁধিয়া গেল। তাহার সারাদিনের জল্পনা-কল্পনা ব্যর্থ হইবার উপক্রম করিল। কহিল, ছোঁবে না? কেন?

বিনোদ কহিল, আমার আবশ্যক কি? আমি বাইরের লোক, দুদিনের জন্য এসেছি—দুদিন পরেই চলে যাব।

গোকুল কহিল, চলে যাবে?

বিনোদ বলিল, যেতেই ত হবে! তা ছাড়া এ সব টাকা-কড়ির ব্যাপার। আমি দীন-দুঃখী, হিসাব মিলিয়ে দিতে না পার্‌লে চোর বলে তখন আপনিই হয় ত পুলিশের হাতে দিয়ে জেল খাটিয়ে ছাড়্‌বেন।

৩

CC-0. In Public Domain. Funding by IKS-MoE

Digitized by eGangotri and Sarayu Trust.

জবাব দিবার জন্য গোকুলের ঠোঁট দুটা একবার কাঁপিয়া উঠিল মাত্র। তার পর সে হেঁট হইয়া চাবি এবং কাগজটা তুলিয়া লইয়া বাহির হইয়া গেল।

অথচ আজ সকাল হইতেই তাহার উৎসাহ এবং চেঁচামেচির বিরাম ছিল না। সহসা সন্ধ্যার পরেই সে আসিয়া যখন তাহার কম্বলের শয্যাশ্রয় করিয়া শুইয়া পড়িল, তাহার স্ত্রী ঘরে ঢুকিয়া অতিশয় বিস্মিত হইল।

তোমার কি অসুখ কর্‌চে ?

গোকুল উদাসভাবে কহিল, না, বেশ আছি।

তখন বড়বধূ অদূরে মেঝের উপর বেশ করিয়া আসন গ্রহণ করিয়া ফিস্ ফিস্ করিয়া বলিল, ঠাকুরপো কি বলে বেড়াচ্চে শুনেচ। বলে, বাবার ব্যামোস্যামো কিছুই জানি নে, হাজারিবাগ না কোথায়—কত ফন্দিই জানে তোমার এই ভাইটি !

গোকুল নিরীহভাবে প্রশ্ন করিল, ফন্দি কেন ? তুমি বিশ্বাস কর না ?

মনোরমা বলিল, আমি ? আমি ন্যাকা ? একগলা গঙ্গাজলে দাঁড়িয়ে বল্‌লেও করি নে ?

কথাটা গোকুলের অত্যন্ত বিশ্রী লাগিল। তাহার এই অসাধারণ চারটে পাশ-করা কুলপ্রদীপ ভাইটির বিরুদ্ধে কেহ কোন কথা বলিলেই সে চটিয়া উঠিত। কিন্তু আজ নাকি তাহার বুক-জোড়া ব্যাথায় সমস্ত দেহ অবসন্ন হইয়া গিয়াছিল, তাই সে চুপ্ করিয়াই রহিল। মনোরমা বলিয়া উঠিল, খুব সাবধান, খুব সাবধান ! এখন অনেক রকম ফন্দি-ফিকির হতে থাক্‌বে — কিছুতে

CC-0. In Public Domain. Funding by IKS-MoE

Digitized by eGangotri and Sarayu Trust.

কান দিয়ো না। বাবাকে জিজ্ঞেসা না করে একটি কাজও করতে যেয়ো না যেন। কাল সকালের গাড়ীতেই তিনি এসে পড়বেন—আমি অনেক করে চিঠি লিখে দিয়েচি।

গোকুল উঠিয়া বসিয়া বলিল, তোমার বাবা কি আসবেন ?

আসবেন না ? তিনি না এলে এ সময়ে সাম্‌লাবে কে ? নিমতলার কুণ্ডুদের আড়তের বাবাই হলেন সর্ব্বেসর্ব্বা। কিন্তু তা বলে এমন বিপদে মেয়ে-জামাইকে তিনি ত ফেলে দিতে পারবেন না! তোমার দোকান-পত্র যা কিছু সব ফেলে দাও বাবার ঘাড়ে। আর কি কাউকে কিছু দেখতে হবে ? শুধু বলবে, আমি জানি নে, বাবা জানেন। ব্যস্! তখন ঠাকুরপোই বল, আর যেই বল, কারু সাধ্যি হবে না যে তাঁর কাছে দাঁত ফোটাবেন। বুঝলে না ? বলিয়া মনোরমা একান্ত অর্থপূর্ণ একটা কটাক্ষ করিল।

সকালবেলা গোকুল অতিশয় ব্যস্তভাবে ভবানীর ঘরের সুমুখে আসিয়া কহিল, মা, লোহার সিন্দুকের চাবিটা কি বিনোদ তোমার কাছে রেখে গেছে ?

ভবানী সংক্ষেপে বলিলেন, কই না।

চাবিটা গোকুলের নিজের কাছেই ছিল। কিন্তু সে মনে মনে অনেক মৎলব করিয়াই এই মিথ্যাটা আসিয়া কহিয়াছিল। ভাবিয়াছিল, এমন জিনিষটা বিনোদের হাতে দেওয়া সম্বন্ধে মা নিশ্চয়ই ব্যস্ত হইয়া উঠিবেন। কিন্তু মায়ের এই সংক্ষিপ্ত উত্তরের মুখে তাহার সমস্ত কৌশলই ভাসিয়া গেল। তখন সে ম্লানমুখে আস্তে আস্তে কহিল, কি জানি, সে-ই কোথায় রাখলে, না আমিই

CC-0. In Public Domain. Funding by IKS-MoE

Digitized by eGangotri and Sarayu Trust.

কোথায় ফেল্‌লুম! খানিকক্ষণ চুপ্‌ করিয়া দাঁড়াইয়া থাকিয়া কহিল, শম্ভু আর দরবারী পিসিমাদের যে আন্‌তে গেল, কই তারাও ত এখনো এসে পড়ল না।

ভবানী মৃদুকণ্ঠে কহিলেন, কি জানি, বল্‌তে পারি নে ত। গোকুল বলিল, ভাগ্যে লোক পাঠাতে তুমি বলেছিলে মা। এখন না আসেন, তাঁদের ইচ্ছে। কিন্তু আমরা ত দোষ থেকে খালাস হয়ে গেলুম। তুমি যে কতদূর ভেবে কাজ কর মা, তাই শুধু আমি আশ্চর্য্য হয়ে ভাবি। তুমি না থাক্‌লে আমাদের—

ভবানী চুপ্‌ করিয়া রহিলেন। গোকুলের মুখের এমন কথাটাতেও তাঁহার গম্ভীর বিষণ্ণ মুখে সন্তোষ বা আনন্দের লেশমাত্র দীপ্তি প্রকাশ পাইল না। গোকুল অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত সেইখানে চুপ্‌ করিয়া দাঁড়াইয়া থাকিয়া শেষে ধীরে ধীরে চলিয়া গেল।

বাহিরে আসিয়াই গোকুল শশব্যস্ত হইয়া উঠিল। ইতিমধ্যে জেলার নূতন ডেপুটি এবং কয়েকজন উকিল-মোক্তার নিমন্ত্রণ রক্ষা করিতে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন এবং বিনোদ তাঁহাদের পার্শ্বে বসিয়া মৃদুকণ্ঠে কথাবার্ত্তা কহিতেছে।

এই সমস্ত বিশিষ্ট ভদ্রলোকদিগের কাছে ছোটভায়ের পরিচয়টা কোন সুযোগে দিয়া ফেলিবার জন্য গোকুল একেবারে ছট্‌ফট্‌ করিতে লাগিল। অথচ বিনোদের সমক্ষে তাহারই চারটে পাশ করার খবর দিবার উপায় ছিল না—সে তাহাতে অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিত।

সে খানিকক্ষণ এদিক্‌-ওদিক্‌ করিয়া হাকিমের সুমুখে আসিয়া

CC-0. In Public Domain. Funding by IKS-MoE

Digitized by eGangotri and Sarayu Trust.

একেবারে মাথা ঝুঁকাইয়া সেলাম করিল এবং একান্ত বিনয়ের সহিত, ইটি আমার ছোটভাই বিনোদ—অনার গ্রাজুয়েট্।

বিনোদ ক্রুদ্ধ-কটাক্ষে বড়ভায়ের মুখের প্রতি চাহিল; কিন্তু গোকুল ভ্রূক্ষেপও করিল না; কৃতাঞ্জলি হইয়া কহিল, আমার সাতপুরুষের ভাগ্য যে আপনি এসেচেন—বিনোদ, হাকিমের সঙ্গে ইংরিজিতে আলাপ ক'চ্ছ না কেন? ওঁরা হাকিম, হুজুর; ওঁদের কি বাঙলায় কথা কওয়া সাজে? পাঁচজনে শুন্‌লেই বা তোমাকে বল্‌বে কি?

আশেপাশের ভদ্রলোকেরা মুখ তুলিয়া চাহিল। ডেপুটিবাবু সঙ্কুচিত ও কুণ্ঠিত হইয়া পড়িলেন এবং অসহ্য লজ্জায় বিনোদের সমস্ত চোখমুখ রাঙা হইয়া উঠিল।

একটা কথা শুনুন, বলিয়া বিনোদ একরকম জোর করিয়াই হাত ধরিয়া গোকুলকে একপাশে টানিয়া লইয়া কহিল, দাদা, আমাকে কি আপনি এক্ষুণি বাড়ি থেকে তাড়াতে চান? এরকম কর্‌লে আমি ত একদণ্ডও টিক্‌তে পারি নে।

গোকুল ভীত হইয়া কহিল, কেন? কেন ভাই?

কতদিন বলেচি আপনার এ অত্যাচার আমি সহ্য করিতে পারি নে; তবু কি আপনি আমাকে রেহাই দেবেন না? আমার মতন পাশ করা লোক গলিতে গলিতে ঘুরে বেড়াচ্চে যে!

গোকুল লজ্জায় এতটুকু হইয়া অন্যত্র চলিয়া গেল। অথচ আধ ঘণ্টা পরে বিনোদ এবং বোধ করি উপস্থিত অনেকেরই কানে গেল—গোকুল চীৎকার করিয়া একটা ভৃত্যকে সাবধান করিয়া দিতেছে—ছোটবাবুর অনার গ্রাজুয়েটের সোনার মেডেলটা যেন

CC-0. In Public Domain. Funding by IKS-MoE

Digitized by eGangotri and Sarayu Trust.

সকলে হাতে করিয়া, ঘাঁটাঘাঁটি করিয়া নোংরা করিয়া না ফেলে।

ডেপুটিবাবু একটুখানি মুচকিয়া হাসিয়া বিনোদের প্রতি চাহিয়া অন্যদিকে মুখ ফিরাইয়া লইলেন।

নয়

নিমতলার কুণ্ডুদের আড়ত কাণা করিয়া গোকুলের শ্বশুর আসিয়া উপস্থিত হইলেন। পাকা চুল, কাঁচা গোঁফ, বেঁটে আঁটসাঁট গড়ন। অত্যন্ত প্যাকা লোক। আড়তের ছোঁড়ারা আড়ালে বলিত, বাস্তুঘুঘু। শ্রাদ্ধ-বাটীতে এক মুহূর্ত্তেই তিনি কর্ম্মকর্ত্তা হইয়া উঠিলেন এবং ঘণ্টা-খানেকের মধ্যেই পড়াশুদ্ধ সকলের সঙ্গে আলাপ করিয়া ফেলিলেন। আত্মীয় বান্ধবেরা সবাই শুনিল মেয়ে-জামাইয়ের সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ এড়াইতে না পারিয়া, দয়া করিয়া আসিয়াছেন।

রাত্রি একপ্রহর হইয়াছে, খাওয়ান-দাওয়ানও প্রায় শেষ হইয়া আসিয়াছে, চাকর আসিয়া সংবাদ দিল, কর্ত্তাবাবু আহ্বান করিয়াছেন। গোকুল সসম্ভ্রমে ঘরে আসিয়া উপস্থিত হইল। শ্বশুরমশাই—নিমাই রায়, বহুমূল্য কার্পেটের আসনে বসিয়া দৌহিত্রীকে সঙ্গে লইয়া জলযোগে বসিয়াছেন, অদূরে কন্যা মনোরমা মাথার আঁচলটা অমনি একটু টানিয়া দিয়া, সৎশাশুড়ীর আসল পরিচয়টা চুপি চুপি পিতৃসকাশে গোচর করিতেছে, এমনি সময়ে গোকুল আসিয়া দাঁড়াইল।

শ্বশুরমশাই ক্ষীরের বাটিটা এক চুমুকে নিঃশেষ করিয়া বাটির

CC-0. In Public Domain. Funding by IKS-MoE

Digitized by eGangotri and Sarayu Trust.

কানায় গোঁফটা মুছিয়া লইল, চোখ তুলিয়া কহিলেন, বাবাজী, একটি প্রশ্ন করি তোমাকে। বলি হাতের ঢিল আর মুখের কথা একবার ফস্‌কে গেলে কি আর ফেরানো যায়?

গোকুল হতবুদ্ধি হইয়া কহিল, আজ্ঞে না।

নিমাই ভূমিকাটি ধীরে ধীরে জমাট করিয়া তুলিতে লাগিলেন; কহিলেন, বাবাজী, তোমরা ছেলেমানুষ দুটিতে যে কান্নাকাটি করে আমাকে এই তুফানে হাল ধর্‌তে ডেকে আনলে—তা হাল আমি ধর্‌তে পারি, ধর্‌বও; কিন্তু তোমাদের ত ছট্‌ফট্‌ করলে চলবে না বাবা। বিনোদ বাবাজী হাজারিবাগে ছিলেন, এই যে সব এলোমেলো কথা যাকে তাকে বলে বেড়াচ্চ এটা কি হচ্চে? এ যে নিজের পায়ে নিজে কুড়ুল মারা হচ্চে, সেটা কি বিবেচ্য কর্‌তে পার্‌চ না?

পিতার বক্তৃতা শুনিয়া কন্যা আহ্লাদে গদগদ হইয়া, ফিস্‌ ফিস্‌ করিয়া বলিতে লাগিল, হচ্চে বাবা। তাইতে ত তোমাকে আমরা ডেকে এনেছি। আমরা কিছু জানি নে—তুমি যা বল্‌বে, যা কর্‌বে, তাই হবে।

পিতা খুসী হইয়া কহিলেন, এই ত আমি চাই মা! মাম্‌লা-মকদ্দমা অতি ভয়ানক জিনিষ। শোন নি মা, লোকে গাল দেয় 'তোর ঘরে মাম্‌লা ঢুকুক'। সেই মাম্‌লা এখন তোমাদের ঘরে। আমাদের নাকি বড় পাকা মাথা; তাই সাহস কর্‌চি, তোমাদের আমি কিনারায় টেনে তুলে দিয়ে তবে যাব—এতে আমার নিজের যাই হোক্‌। একটি একটি করে তাঁদের গলা টিপে বার কর্‌ব, তবে আমার নাম বদ্দিপাড়ার নিমাই রায়। বলিয়া তিনি মুখের

CC-0. In Public Domain. Funding by IKS-MoE

Digitized by eGangotri and Sarayu Trust.

ভাবটা এমন ধারাই করিলেন যে, ওয়াটার্‌লুর লড়াই জিতিয়া ওয়েলিংটনের মুখেও বোধ করি অত বড় গর্ব্বপ্রকাশ পায় নাই। দ্বারের বাহিরে দৃষ্টিনিক্ষেপ করিয়া কহিলেন, মা মনু, একটু বেরিয়ে দেখ মা, কেউ কোথাও কান পেতে টেতে আছে কি না। বলা যায় না ত—এ হ'ল শত্রুর পুরী।

গোকুল বিহ্বল বিবর্ণ মুখে ইসারা ইঙ্গিতের বিন্দুমাত্র তাৎপর্য্য গ্রহণ করিতে না পারিয়া, একেবারে আড়ষ্ট হইয়া উঠিল। নিমাই কহিলেন, দাঁড়িয়ে রইলে কেন বাবাজী, একটু স্থির হয়ে ব'স—দুটো কথাবার্ত্তা হয়ে যাক্।

গোকুল সেইখানে বসিয়া পড়িল। তিনি বলিতে লাগিলেন, একটা সর্ব্বনেশে মকদ্দমা যে বাধ্‌বে, সে চোখের উপরই দেখ্‌তে পাচ্চি। তা বাধুক, আমি তাতে ভয় খাই নে—সে জানে হাটখোলার যদু উকিল আর তারিণী মোক্তার। বদ্দিপাড়ার নিমাই রায়ের নাম শুন্‌লে বড় বড় উকিল বালিষ্টার কৌঁসুলির মুখ শুকিয়ে যায়—তা এতো এক ফোঁটা ছোঁড়া—না হয় দুপাত ইংরিজিই পড়েছে।

গোকুল আর থাকিতে না পারিয়া সভয়ে সবিনয়ে প্রশ্ন করিল, আপনি কার কথা বল্‌চেন? কাদের মকদ্দমা?

এবার অবাক্ হইবার পালা—বদ্দিপাড়ার নিমাই রায়ের। তিনি গভীর বিস্ময়ে গোকুলের মুখের দিকে তাকাইয়া রহিলেন।

মনোরমা ব্যাকুল হইয়া সজোরে বলিয়া উঠিল, দেখ্‌লে বাবা, যা বলেছি তাই। জিজ্ঞাসা কর্‌চেন কার মকদ্দমা

CC-0. In Public Domain. Funding by IKS-MoE

Digitized by eGangotri and Sarayu Trust.

তুমি এসেচ, এই যা ভরসা, নইলে সোমবচ্ছরের মধ্যে দেখ্‌তে পেতে বাবা, তোমার নাতি-নাত্‌কুড়েরা রাস্তায় দাঁড়িয়েচে।

নিমাই নিশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন, তাই বটে। তা যাক্‌, আর সে ভয় নেই—আমি এসে পড়েচি। কিন্তু তোমাদের আড়তের ঐ সব চক্কোত্তি-ফক্কোত্তিকে আমি আগে তাড়াব। ওরা সব হচ্চে—বরের মাসি কনের পিসি বুঝলে না মা। লোকের ছায়া দেখ্‌লে তার মনের কথা বল্‌তে পারি।

কন্যা তৎক্ষণাৎ সম্মতি দিয়া কহিল, এখ্‌খুনি এখ্‌খুনি! আমি আর জানি নে বাবা, সব জানি। জেনে-শুনেও বোকা হয়ে বসে আছি। তোমার যাকে খুসি রাখ, যাকে খুসি তাড়াও, আমরা কথাটি ক'ব না।

এতক্ষণে গোকুল সমস্তটা বুঝিতে পারিল। তাহার ছোটভাই বিনোদ তাহারই বিরুদ্ধে মকদ্দমা করিতে ষড়্‌যন্ত্র করিতেছে! সে শুধু নির্ব্বোধের মত সেই ছোটভাইকে প্রসন্ন করিবার জন্য ক্রমাগত তাহার পিছনে পিছনে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে! প্রথমটা তাহার ক্রোধের বহ্নি যেন তাহার ব্রহ্মরন্ধ্র ভেদ করিয়া জ্বলিয়া উঠিল; কিন্তু ঐ একটি মুহূর্ত্ত মাত্র। পরক্ষণেই তাহার দুই কানের মধ্যে কত লোক যেন ক্রমাগত চীৎকার করিতে লাগিল—বিনোদ তাহার নামে আদালতে নালিশ করিয়াছে। নিমাই কহিলেন, টাকার দিকে চাইলে হবে না বাবাজী, সাক্ষীদের হাত করা চাই। তাদের মুখেই মকদ্দমা। বুঝ্‌লে না বাবাজি।

গোকুল কাঠের মত বসিয়া রহিল, জবাব দিল না।

নিমাই পাকা লোক। মানুষের ছায়া দেখিলে তার মনের

CC-0. In Public Domain. Funding by IKS-MoE

Digitized by eGangotri and Sarayu Trust.

ভাব টের পান। সুতরাং গোকুলের এই নিরুদ্যম স্তব্ধতা শুধু যে টাকা খরচের ভয়েই, তাহা বুঝিয়া লইতে তাঁহার বিন্দুমাত্র সময় লাগে নাই; কিন্তু তাই বলিয়া মেয়ের এই ঘোর বিপদের দিনেও ত তিনি আর অভিমান করিয়া দূরে থাকিতে পারেন না। বিনা হিসাবে অর্থব্যয় করিবার গুরুভার তাঁরি মত আপনার লোক ছাড়া কে আর মাথায় লইতে আসিবে? কাজেই নিজের যতই কেন ক্ষতি হোক না, তাঁর পশ্চাৎপদ হইবার জো নাই। লোকে শুনিলে যে গায়ে থুথু দিবে। গোকুল চলিয়া গেলে, এমনি অনেক প্রকারের কথায়, অনেক রাত্রি পর্য্যন্ত তিনি তাঁর বিপদগ্রস্ত কন্যাকে সান্ত্বনা দিতে লাগিলেন।

দশ

সামান্য কারণেই গোকুলের চোখ রাঙ্গা হইয়া উঠিত। তাহাতে সারা রাত্রি জাগিয়া সকাল-বেলা যখন সে তাহার বিমাতার ঘরে আসিয়া দাঁড়াইল, তখন সেই একান্ত রুক্ষ মূর্ত্তি দেখিয়া ভবানী ভীত হইলেন। গোকুল ঘরে পা দিয়াই কহিল, ওঃ—সৎমা যে কেমন তা জানা গেল।

নানা প্রকারে উত্যক্ত হইয়া ভবানীর নিজের স্বাভাবিক মাধুর্য্য নষ্ট হইয়া আসিতেছিল। কিন্তু তিনি কোনমতে আপনাকে সংযত করিয়া সংক্ষেপে কহিলেন, কি হয়েচে?

গোকুল লাফাইয়া উঠিল। কহিল, হবে কি? কি করতে পার তোমরা? বেন্দা নালিশ করে কিছু করতে পারবে না

CC-0. In Public Domain. Funding by IKS-MoE

Digitized by eGangotri and Sarayu Trust.

তা বলে দিয়ে যাচ্ছি—এদিকে ঈশের মূল আছে। নিমাই রায় —বদ্দিপাড়ার নিমাই রায়, সোজা লোক নয়, তা জেনে রেখ।

ভবানী ক্রোধ ভুলিয়া অত্যন্ত আশ্চর্য্য হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, বিনোদ নালিশ কর্‌বে, এ কথা তোমাকে কে বল্‌লে ?

গোকুল কহিল, সবাই বল্‌লে। কে না জানে যে, বিনোদ আমার নামে নালিশ করবে ?

ভবানী বলিলেন, কই আমি ত জানি নে।

আচ্ছা, জান কি না, সে আমরা দেখে নিচ্চি! বলিয়া গোকুল সক্রোধে ঘর ছাড়িয়া চলিয়া যাইতেছিল, কিন্তু ফিরিয়া দাঁড়াইতেই সহসা তাহার শ্বশুরের কথাটাই মুখ দিয়া বাহির হইয়া গেল, তোমাদের মত শত্রুদের আমি ত আর বাড়িতে রাখতে পারি নে!

কিন্তু কথাটার সঙ্গে সঙ্গে তাহার রুদ্রমূর্ত্তি ভয়ে বিবর্ণ এবং ক্ষুদ্র হইয়া গেল। কিন্তু ব্যাধের আকৃষ্ট ধনুর সম্মুখ হইতে ভয়ার্ত্ত মৃগ যেমন করিয়া দিগ্বিদিক্ জ্ঞানশূন্য হইয়া ছুটিয়া পলায়, গোকুলও ঠিক তেমনিভাবে মায়ের সুমুখ হইতে সবেগে পলায়ন করিল। কোথাও তাহার সাড়াশব্দ পর্য্যন্ত পাওয়া গেল না। নিমাই রায় কর্ম্মকর্ত্তা সাজিয়া আদর আপ্যায়ন কাহাকেও কম করিলেন না। বাহিরের নিমন্ত্রিত যে কয়জন আসিয়াছিলেন, বিনোদ তাঁহাদের সঙ্গে বসিয়া নিঃশব্দে ভোজন করিয়া উঠিয়া গেল।

ঝড়ের পূর্ব্বে নিরানন্দ প্রকৃতি যেরূপ স্তব্ধ হইয়া বিরাজ করে, অনেক লোকজন সত্ত্বেও সমস্ত বাড়িটা সেইরূপ অশুভ

CC-0. In Public Domain. Funding by IKS-MoE

Digitized by eGangotri and Sarayu Trust.

ভাব ধরিয়া রহিল। বিশেষ কোন হেতু না জানিয়াও, চাকর-দাসীরা কেমন যেন কুণ্ঠিত ত্রস্ত হইয়া ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিল। এমনি করিয়া আরও দু'দিন কাটিল। যাঁহারা শ্রাদ্ধোপলক্ষে আসিয়াছিলেন, তাঁহারা একে একে বিদায় লইলেন। পিসিমা তাঁর ছেলে-মেয়ে লইয়া বর্দ্ধমানে চলিয়া গেলেন। বিনোদ তাহার বাহিরে বসিবার ঘরে বসিয়াই, সকাল হইতে সন্ধ্যা কাটাইয়া দেয়—কাহারো সহিত বাক্যালাপ করে না। ভিতরে ভবানী একেবারেই নির্ব্বাক্ হইয়া গিয়াছেন। গোকুল পলাইয়া পলাইয়া বেড়ায়—ভিতরে বাহিরে কোথাও তাহার সাড়া পাওয়া যায় না—এমনভাবেও তিন-চারি দিন অতিবাহিত হইল। মনোরমা এবং তাঁহার পুত্র-কন্যা ছাড়া এ বাড়ীতে আর যেন কোন মানুষই নাই।

নিমাই রায় তাঁহার কলিকাতার সম্পর্ক চুকাইয়া দিবার জন্য গিয়াছিলেন ; সেদিন সকাল-বেলা, বোধ করি বা কুণ্ডু'দের অকূল পাথারে ভাসাইয়া দিয়াই, মেয়ে-জামাইকে কূলে তুলিবার জন্য ফিরিয়া আসিলেন। আজ সঙ্গে তাঁহার কনিষ্ঠ পুত্রটিও আসিয়াছিল। এ কয়দিন শ্বশুরের অভাবে গোকুল যেরূপ ম্রিয়মান হইয়াছিল, আজ তাহারও সে ভাব ছিল না। মনোরমার ত কথাই নাই। সকাল হইতে সমস্ত বাড়িটা সে যেন চষিয়া বেড়াইতে লাগিল। খাওয়া-দাওয়ার পর মনোরমার ঘরের মধ্যেই ইঁহাদের বৈঠক বসিল। আজ চক্রবর্ত্তীর তলব হইয়াছিল। তাহাকে বিদায় দিবার পূর্ব্বে সমস্ত কাগজপত্র নিমাই তন্ন তন্ন করিয়া বুঝিয়া লইতে লাগিলেন। একান্ত পীড়িত ও উদ্‌ভ্রান্ত

CC-0. In Public Domain. Funding by IKS-MoE

Digitized by eGangotri and Sarayu Trust.

চিত্তে সে বেচারা বাপ-ব্যাটার কড়া জেরার চোটে, সে যে একজন পাকা চোর ইহাই নিজেকে প্রতিপন্ন করিতেছিল।

নিমাই কহিলেন, আমি ছিলাম না, তাই অনেক টাকাই তুমি আমার খেয়েচ কিন্তু আর না, যাও তোমাকে জবাব দিলুম।

চক্রবর্ত্তীর দুই চোখ দিয়া জল গড়াইয়া পড়িল; কহিল, বাবু, আমি আজকের চাকর নই, কর্ত্তামশাই আমাকে জান্‌তেন।

গোকুল ঘাড় হেঁট করিয়া রহিল। রায় মহাশয়ের কনিষ্ঠ পুত্র মুখ খিচাঁইয়া কহিল, তোমার কর্ত্তামশায়ের মত কি বাবাকে গরু পেয়েচ, হ্যা? আর মায়া বাড়াতে হবে না; সরে পড়।

এই নাবালক শ্যালকের একান্ত অভদ্র তিরস্কারে ব্যথিত হইয়া চক্রবর্ত্তী চোখ মুছিয়া ফেলিল এবং ক্ষণকাল মৌন থাকিয়া গোকুলকে উদ্দেশ করিয়া কহিল, বাবু, আমার চার মাসের মাইনে—

গোকুল তাড়াতাড়ি বলিয়া উঠিল, সে ত আছেই চক্কোত্তি মশাই, আরও যদি—কথাটা শেষ হইল না। নিমাই ডান হাত প্রসারিত করিয়া গোকুলকে থামাইয়া দিয়া জলদগম্ভীর স্বরে কহিলেন, তুমি থাম না বাবাজী।

চক্রবর্ত্তীকে কহিলেন, বাবু উনি নয়, বাবু আমি! আমি যা করব, তাই হবে। মাইনে তুমি পাবে না। তোমাকে যে জেলে দিচ্চি নে, এই তোমার বাপের ভাগ্যি বলে মানো!

চক্রবর্ত্তী দ্বিরুক্তি না করিয়া উঠিয়া গেল।

মনোরমা মুখখানা গম্ভীর করিয়া স্বামীকে লক্ষ্য করিয়া ফিস্‌ ফিস্‌ করিয়া কহিল, ফের যদি তুমি বাবার কথায় কথা কবে—

CC-0. In Public Domain. Funding by IKS-MoE

Digitized by eGangotri and Sarayu Trust.

আমি হয় গলায় দড়ি দিয়ে মর্‌ব, না হয় সবাইকে নিয়ে বাপের বাড়ি চলে যাব।

গোকুল জবাব দিল না, নতমুখে বসিয়া রহিল; স্বামীর এই একান্ত বাধ্যতায়, সুখে, গর্ব্বে গলিয়া গিয়া মনোরমা আধ আধ স্বরে কহিল, আচ্ছা বাবা, আমাদের নন্দলালকে কেন দোকানের একটা কাজে লাগিয়ে দাও না?

নিমাই বলিলেন, তাই ত ছোঁড়াটাকে সঙ্গে আনলুম মা। আমি ত আর বেশি দিন এখানে থাকতে পারব না; আমাদের নিজেদের চালানি কাজটা তা হলে বন্ধ হয়ে যাবে। তাই মনে কর্‌চি মা, আমার নন্দদুলালকেই দেখিয়ে শুনিয়ে, শিখিয়ে পড়িয়ে যাব। আর যাই হোক, ও আমারি ত ছেলে!

তাই করে যাও বাবা। আমি সেই জন্যেই ত—

হঠাৎ মনোরমা মাথার আঁচল সবেগে টানিয়া দিয়া চুপ্‌ করিল। ঘরের সম্মুখে চক্রবর্ত্তী ফিরিয়া আসিয়া দাঁড়াইয়াছিল। কহিল, বাবু, মা এসেছেন—

অকস্মাৎ মা আসিয়াছেন শুনিয়া গোকুল ব্যস্ত হইয়া উঠিল। আজ সাত-আট দিন তাঁর সঙ্গে দেখা-সাক্ষাৎ পর্য্যন্ত নাই। কপাটের আড়ালে দাঁড়াইয়া ভবানী সহজ কণ্ঠে ডাকিলেন, গোকুল!

গোকুল তৎক্ষণাৎ সসম্ভ্রমে উঠিয়া দাঁড়াইয়া জবাব দিল, কেন মা?

ভবানী অন্তরালে থাকিয়াই তেমনই পরিষ্কার কণ্ঠে কহিলেন, এ সব পাগলামি কর্‌তে তোমাকে কে বল্‌লে? চক্রবর্ত্তীমশাই

CC-0. In Public Domain. Funding by IKS-MoE

Digitized by eGangotri and Sarayu Trust.

অনেক দিনের লোক, তিনি যতদিন বাঁচবেন, আমি ততদিন তাঁকে বাহাল রাখলুম। সিন্দুকের চাবি খাতাপত্র নিয়ে তাঁকে দোকানে যেতে দাও।

ঘরের মধ্যে বজ্রাঘাত হইলেও বোধ করি লোকে এত আশ্চর্য্য হইত না। ভবানী এক মুহূর্ত্ত চুপ্ করিয়া থাকিয়া পুনশ্চ কহিলেন, আর একটা কথা। বেয়াইমশাই দয়া করে এসেছেন—কুটুমের আদরে দুদিন থাকুন; দেখুন শুনুন, কিন্তু দোকানে আমার চুরি হচ্চে কি না হচ্চে, সে চিন্তা কর্‌বার তাঁর আবশ্যক নাই। চক্রবর্ত্তীমশাই, আপনি দেরি কর্‌বেন না, যান। আমার ইচ্ছে নয়, বাইরের লোক দোকানে ঢুকে খাতাপত্র নাড়াচাড়া করে। গোকুল চাবি দে, উনি যান্। বলিয়া কাহারো উত্তরের জন্য তিলার্দ্ধ অপেক্ষা না করিয়া ভবানী চলিয়া গেলেন। স্তম্ভিত ভাবটা কাটিয়া গেল, নিমাই রায় কাষ্ঠহাসি হাসিয়া বলিলেন, একেই বলে, পরের ধনে পোদ্দারি। হুকুম দেবার ঘটাটা একবার দেখ্‌লে বাবাজী! বাবাজী কিন্তু জবাব দিল না। জবাব দিল তাঁহার নিজের পুত্ররত্নটি। সে কহিল, এ ত জানা কথাই বাবা, তুমি থাকলে ত আর চুরি চলবে না! বলিহারি হুকুমকে!

পিতা কহিলেন, তাই বটে! এবং চক্রবর্ত্তীর প্রতি দৃষ্টি পড়ায় জ্বলিয়া উঠিয়া মুখভঙ্গী করিয়া বলিলেন, আর দাঁড়িয়ে রইলে কেন হে স্যাঙ্গাত, বিদায় হও না! আবার ডেকে আনা হয়েচে! নেমকহারাম। জেলে দিলুম না কি না, তাই। দূর হও সুমুখ থেকে। বামুন বলে মনে করেছিলুম—যাক্ মরুক

CC-0. In Public Domain. Funding by IKS-MoE

Digitized by eGangotri and Sarayu Trust.

গে ; যা করেচে তা করেচে ; না হয় দু-পাঁচ টাকা দিয়ে দেব—কিন্তু, আবার ! তোমাকে শ্রীঘরে পোরাই কর্ত্তব্য ছিল আমার !

কিন্তু মনোরমা স্বামীর ভাব দেখিয়া কথাটি কহিতে সাহস করিল না। চক্রবর্ত্তী কাহারও কোন কথার জবাব না দিয়া প্রভুকে উদ্দেশ্য করিয়া নম্রস্বরে কহিল, তা হ'লে খাতাপত্রগুলো আমি নিয়ে চললুম। সিন্দুকের চাবিটা দিন।

গোকুল বিনাবাক্যব্যয়ে কোমর হইতে চাবির তোড়াটা চক্রবর্ত্তীর পায়ের কাছে ছুড়িয়া ফেলিয়া দিল। চক্রবর্ত্তী চাবি ট্যাকে গুঁজিয়া, খাতা বগলে পুরিয়া হাসি চাপিয়া হেলিয়া দুলিয়া প্রস্থান করিল।

অতঃপর এই মন্ত্রণাগৃহের মধ্যে যে দৃশ্যটি ঘটিল, তাহা সত্যই অনির্ব্বচনীয়। পিতা ও ভ্রাতার এই অচিন্তনীয় বিকট লাঞ্ছনায় মনোরমা জ্ঞানশূন্যা হইয়া স্বামীর প্রতি উৎকট তিরস্কার, গঞ্জনা, সর্ব্বপ্রকার বিভীষিকা প্রদর্শন, অনুনয় বিনয় এবং পরিশেষে মর্ম্মান্তিক বিলাপ করিয়াও যখন তাঁহার মুখ হইতে পিতার স্বপক্ষে একটা কথাও বাহির করিতে পারিল না, তখন সে মুখ গুঁজিয়া মৃতপ্রায় হইয়া পড়িল। গোকুল লজ্জায় ক্ষোভে কাঁদ কাঁদ হইয়া বলিল, মা যে শত্রুতা করে এমন হুকুম দেবেন, সে আমি কি করে জানব ?

নিমাই একটা সুদীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন, যাক্ বাঁচা গেল। কিন্তু মা মনু, ছেলে পিলের হাত ধরে যদি পথে দাঁড়াও তখন কিন্তু আমাকে দোষ দিতে পারবে না যে, বাবা একবার ফিরেও তাকালে না। সে বাবা আমি নই, তা বলে যাচ্ছি—তা

CC-0. In Public Domain. Funding by IKS-MoE

Digitized by eGangotri and Sarayu Trust.

মেয়েই হও আর জামাতাই হও। এখনো বেঁকে বসি নি বটে, কিন্তু বেঁকলে নিমাই রায় কারু নয়। ব্রহ্মা-বিষ্ণুরও অসাধ্য—তা তোমরা দুজনে একবার গোপনে ভেবে দেখো। বাবা নন্দদুলাল, আড়াইটে বেজেছে, সাড়ে তিনটের গাড়ীতে আমি যাব। জিনিষপত্র গুছিয়ে নাও—জান ত তোমার বাপের কথার নড়চড় পৃথিবী উল্টে গেলেও হবার যো নেই। বলিয়া তিনি সদর্পে ছেলের হাত ধরিয়া মেয়ে-জামাইকে ভাবিবার একঘণ্টা মাত্র সময় দিয়া বাহিরে চলিয়া গেলেন।

কিন্তু কোন কাজই হইল না। একঘণ্টা অতি অল্প সময়—তিনদিন পর্য্যন্ত উপস্থিত থাকিয়া, গোকুলের মুখ হইতে দ্বিতীয় কথা বাহির করা গেল না। শ্বশুরের এই অত্যন্ত অপমানে তাহার নিজেরই লজ্জা ও ক্ষোভের সীমা পরিসীমা ছিল না। কিন্তু মায়ের সুস্পষ্ট আদেশের বিরুদ্ধে সে কি করিবে তাহা দেখিতে না পাইয়াই, সর্ব্বপ্রকার লাঞ্ছনা ও গঞ্জনা নীরবে সহ্য করিতে লাগিল।

এগার

নিমাই যখন দেখিল, তাহার সমস্ত আশা-আকাঙ্ক্ষা, জল্পনা-কল্পনা নিষ্ফল হইয়া গেল, তখন সে ভীষণ হইয়া উঠিল এবং স্পষ্ট শাসাইয়া দিতে বাধ্য হইল যে, তাঁহাকে চাকরি ছাড়াইয়া আনার দরুণ ক্ষতিপূরণ করিতে হইবে। তিনি বাঁড়ুয্যেমশাইকে ইতিমধ্যে হাত করিয়াছিলেন। তিনি আসিয়া গোকুলকে নির্ব্বোধ বলিয়া অন্ধ বলিয়া তিরস্কার করিতে লাগিলেন এবং এমন একটা

CC-0. In Public Domain. Funding by IKS-MoE

Digitized by eGangotri and Sarayu Trust.

ভয়ানক ইঙ্গিত করিলেন, যাহাতে বুঝা গেল, নিমাই রায়কে অপমান করিলে সে বিনোদকে গিয়াও সাহায্য করিতে পারে।

গোকুল কাতরকণ্ঠে কহিল, কি কর্ব মাষ্টারমশাই, মা যে তাঁকে বাড়িতে রাখতেই চান না। চক্রবর্ত্তীমশাইকে হুকুম দিয়েচেন দোকানে পর্য্যন্ত যেন তিনি না ঢোকেন।

মাষ্টারমশাই প্রশ্ন করিলেন, কারবার, বিষয়-আশয় তোমার, না তোমার মায়ের গোকুল ? রায়মশাইকে বিষয়-আশয়, ব্যবসা-বাণিজ্য সব বুঝিয়ে দিয়ে, চুপটি করে বসে বসে শুধু মজা দেখ ! আমার কথা ছেড়ে দাও, নইলে অমন পাকা লোক একটি এ-তল্লাটে খুঁজ্‌লে পাবে না।

গোকুল কহিল, সে ত জানি মাষ্টারমশাই ; কিন্তু মায়ের অমতে কোন কাজ করতে বাবা যে নিষেধ করে গেছেন।

বাঁড়ুয্যেমশাই বিদ্রূপ করিয়া হাসিয়া বলিলেন, নিষেধ ! মা যে তোমার শত্রু হয়ে দাঁড়াবে, সে কি তোমার বাবা জেনে গিয়েছিলেন ? নিষেধ কর্‌লেই ত হ'ল না ! নিষেধ শুন্‌তে গিয়ে কি বিষয়টি খোয়াবে ? তা বল ? গোকুলের তরফে এ সকল প্রশ্নের জবাব ছিল না ; তাই সে ঘাড় গুঁজিয়া নিঃশব্দে বসিয়া রহিল। রায়মশাই নেপথ্যে থাকিয়া সমস্তই শুনিতেছিলেন। এবার সদরে আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং এই দুইজন মহারথীর সমবেত জেরার মুখে গোকুল অকূলে ভাসিয়া গেল।

বাঁড়ুয্যেমশাই বাটী ফিরিতে উদ্যত হইলে, সফল-মনোরথ রায়মশাই আজ তাঁহার পদধূলি গ্রহণ করিয়া প্রণাম করিলেন এবং তিনি সস্নেহে গোকুলের পিঠ চাপড়াইয়া কহিলেন, আমি

CC-0. In Public Domain. Funding by IKS-MoE

Digitized by eGangotri and Sarayu Trust.

আশীর্ব্বাদ করছি গোকুল, তুমি যেমন তোমার যথা-সর্ব্বস্ব আমাদের হাতে সঁপে দিলে—তোমার তেমনি গায়ে আঁচড়টি পর্য্যন্ত আমরা লাগ্‌তে দেব না। কি বল রায়মশাই ?

রায়মশাই আনন্দে বিনয়ে গদগদ হইয়া কহিলেন, শত্রুদের আর আমি এ বাড়িতে একটি দিনও থাক্‌তে দেব না, সেই ব্যাটা চক্কোত্তিকে আমি তাড়িয়ে তবে জলগ্রহণ করব। কে আছিস্ রে ওখানে ? ব্যাটা বামুনকে ডেকে আন্ দোকান থেকে। বলিয়া রায়মশাই ইহারই মধ্যে ষোল আনা ছাপাইয়া সতর আনার মত একটা হুঙ্কার ছাড়িলেন।

গোকুল সঙ্কুচিত ও অত্যন্ত লজ্জিত হইয়া মৃদু স্বরে কহিল, না না, এখন তাঁকে ডাকবার আবশ্যক নেই।

বাঁড়ুয্যেমশাই দুই হাত দুই দিকে প্রসারিত করিয়া বলিয়া উঠিলেন, না না, গোকুল, এসব চক্ষু-লজ্জার কাজ নয়। তাকে আমরা রাখ্‌তে পার্‌ব না—তার বড় আস্পর্দ্ধা। আমরা তাকে চাই নে, তা বলে দিচ্চি।

প্রত্যুত্তরে গোকুল তেম্‌নি বিনীত কণ্ঠে কহিল, কিন্তু মা তাঁকে চান। তিনি যাঁকে বাহাল করেছেন, তাঁকে ছাড়িয়ে দেবার সাধ্য কারু নেই। বাবা আমাকে সে ক্ষমতা দিয়ে যান নি। চক্কোত্তিমশায়ের উপর আমার আর কোন হাত নেই।

বাঁড়ুয্যেমশাই সভয়ে বলিলেন, তা হ'লে রায়মশায়ের কি রকম হবে ?

গোকুল কহিল, উনি বাড়ি যান। মা কোনমতেই ওঁকে এখানে রাখ্‌তে চান না। আর চাক্‌রি ছাড়ায় ক্ষতি যা হয়েচে,

CC-0. In Public Domain. Funding by IKS-MoE

Digitized by eGangotri and Sarayu Trust.

সে আমি মাকে জিজ্ঞাসা করে পাঠিয়ে দেব। বলিয়া কাহারও উত্তরের জন্য অপেক্ষা মাত্র না করিয়া প্রস্থান করিল।

সবাই মনে করিয়াছিল, এতবড় অপমানের পর রায়মশাই আর তিলার্দ্ধ অবস্থান করিবেন না। কিন্তু আট-দশ দিন কাটিয়া গেল, তিনি ছোট কথা কানে তুলিলেন না এবং অহর্নিশ তাঁহাদের হিতচেষ্টা করিতে লাগিলেন। ওদিকে বাটীর মধ্যে ভবানীও প্রতি মুহূর্ত্তেই অতিষ্ঠ হইয়া উঠিতে লাগিলেন। বধূ ও তাহার পিতার পরিত্যক্ত শব্দভেদী বান খাইতে-শুইতে-বসিতে তাঁহার দুই কানের মধ্য দিয়া অবিশ্রাম বুকে বিঁধিতে লাগিল।

সেদিন তিনি আর সহ্য করিতে না পারিয়া বধূমাতাকে ডাকিয়া বলিলেন, বৌমা, গোকুল কি চায় না যে, আমি বাড়িতে থাকি? এমন করে তোমার ভাইকে দিয়ে, বাপকে দিয়ে, আমাকে দিবারাত্রি অপমান করাচ্ছে কেন?

কিন্তু বধূ ত আর সে বধূ নাই। সে তৎক্ষণাৎ প্রত্যুত্তর করিল, অপমান কে কাকে করেচে, সে কথা দেশশুদ্ধ লোক জানে। আমার নিজের জিনিস যদি আমি চোরের হাত থেকে বাঁচাবার জন্য, আমার বাপ ভাইকে তুলে দিতে যাই, তাতে তোমার বুকে শূল বেঁধে কেন মা? আর একজনের জন্য আর একজনের সর্ব্বনাশ করাটাই কি ভাল?

ভবানী আত্মসংবরণ করিয়া ধীরভাবে বলিলেন, আমি কার সর্ব্বনাশ করেছি মা?

বধূ কহিল, যাদের করেচ তারাই গাল দিচ্চে। এতে তিনিই

CC-0. In Public Domain. Funding by IKS-MoE

Digitized by eGangotri and Sarayu Trust.

বা কি কর্‌বেন, আর আমিই বা কর্‌ব কি! ইঁট মার্‌লেই পাট্‌কেলটি খেতে হয়—তাতে রাগ করলে ত চলে না মা।

ভবানী স্তম্ভিত হইয়া ধীরে ধীরে নিজের ঘরে গিয়া শুইয়া পড়িলেন। কোনমতেই মন হইতে এ অনুশোচনা দূর করিতে পারিলেন না যে, নির্ব্বোধ তিনি শুধু নিজের পায়েই কুঠারাঘাত করেন নাই, ছেলের পায়েও করিয়াছেন। অমন করিয়া যাচিয়া সমস্ত ঐশ্বর্য্য গোকুলকে লিখাইয়া না দিলে ত আজ এ দুর্দ্দশা ঘটিত না। বিনোদ যত মন্দই হোক্, কিছুতেই সে জননীকে এমন করিয়া অপমান ও নির্য্যাতন করিতে পারিত না।

কিন্তু বিনোদ যে গোপনে উপার্জ্জনের চেষ্টা করিতেছিল, তাহা কেহ জানিত না। সন্ধ্যার পর আসিয়া সংবাদ দিল যে, কাল সকালেই সে তাহার নূতন বাসায় যাইবে।

ভবানী আগ্রহে উঠিয়া বসিয়া বলিলেন, বিনোদ, আমাকেও নিয়ে চল্ বাবা, এ অপমান আমি আর সইতে পারি নে। তুই যেমন করে রাখবি, আমি তেমনি করে থাক্‌ব; কিন্তু এ বাড়ি থেকে আমাকে মুক্ত করে দে। বলিয়া তিনি কাঁদিতে লাগিলেন।

বিনোদ বাহিরে যাইতেছিল, পথে গোকুলের সহিত দেখা হইল। সে দোকানের কাজকর্ম্ম সারিয়া ঘরে আসিতেছিল। বিনোদ কাছে আসিয়া কহিল, কাল সকালেই মাকে নিয়ে আমি নূতন বাসায় যাব।

গোকুল অবাক্ হইয়া কহিল, নূতন বাসায়? আমাকে না জিজ্ঞাসা করেই বাসা করা হয়েচে না কি?

বিনোদ কহিল, হাঁ।

CC-0. In Public Domain. Funding by IKS-MoE

Digitized by eGangotri and Sarayu Trust.

এম-এ পড়া তা হ'লে ছাড়লে বল ?

বিনোদ কহিল, হাঁ।

সংবাদটা গোকুলকে যে কিরূপ-আঘাত করিল, বিনোদ তাহা দেখিতে পাইল না। ছোট ভাইয়ের এই এম-এ পাশের স্বপ্ন সে শিশুকাল হইতেই দেখিয়া আসিয়াছে। পরিচিতের মধ্যে যেখানে যে-কেহ কোন-একটা পাশ করিয়াছে—খবর পাইলেই, গোকুল উপযাচক হইয়া সেখানে গিয়া হাজির হইত এবং আনন্দ প্রকাশ করিয়া শেষে এম-এ পরীক্ষাটা শেষ হওয়ার জন্য নিজের অত্যন্ত দুশ্চিন্তা প্রকাশ করিত। ব্যাপারটা যাহারা জানিত, তাহারা মুখ টিপিয়া হাসিত। উদ্বেগের হেতু জিজ্ঞাসা করিলেই 'আমার ছোটভাই বিনোদের অনার গ্রাজুয়েট'র কথাটা উঠিয়া পড়িত। গোকুল উদ্‌গ্রীব হইয়া অপেক্ষা করিয়াছিল, এম-এর মেডেলটা না-জানি কিরূপ দেখিতে হইবে এবং এ বস্তু ঘরে আসিলে কোথায় কি ভাবে তাহাকে রক্ষা করিতে হইবে।

এ হেন এম-এ পাশের পড়া ছাড়িয়া দেওয়া হইল শুনিয়া গোকুলের বুকে তপ্ত শেল বিঁধিল। কিন্তু আজ সে প্রাণপণে আত্মসংবরণ করিয়া লইয়া কহিল, তা বেশ, কিন্তু মাকে নূতন বাসায় নিয়ে গিয়ে খাওয়াবে কি শুনি ?

সে দেখা যাবে। বলিয়া বিনোদ চলিয়া গেল।

গোকুল বাড়ির ভিতরে পা দিতে না দিতেই, হাবুর মা সংবাদ দিল, মা একবার ডেকেছিলেন। গোকুল সোজা মায়ের ঘরে আসিয়া দেখিল, তিনি এমন সন্ধ্যার সময়েও নির্জ্জীবের মত

CC-0. In Public Domain. Funding by IKS-MoE

Digitized by eGangotri and Sarayu Trust.

শয্যায় পড়িয়া আছেন। ভবানী উঠিয়া বসিয়া বলিলেন, গোকুল, কাল সকালেই আমি এ বাড়ি থেকে যাচ্ছি।

সে এই মাত্র বিনোদের কাছে শুনিয়া মনে মনে জ্বলিয়া যাইতেছিল; তৎক্ষণাৎ জবাব দিল, তোমার পায়ে ত আমরা কেউ দড়ি দিয়ে রাখি নি মা। যেখানে খুসি যাও, আমাদের তাতে কি? গেলেই বাঁচি। বলিয়া গোকুল মুখ ভার করিয়া চলিয়া গেল।

পরদিন সকাল-বেলায় ভবানী যাত্রার উদ্যোগ করিতেছিলেন। হাবুর মা কাছে বসিয়া সাহায্য করিতেছিল। গোকুল উঠানের উপর দাঁড়াইয়া চেঁচাইয়া কহিল, হাবুর মা, আজ ওঁর যাওয়া হতে পারে না, বলে দে।

হাবুর মা আশ্চর্য্য হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, কেন বড়বাবু?

গোকুল কহিল, আজ দশমী না? ছেলে-পিলে নিয়ে ঘর করি, আজ গেলে গেরস্থের অকল্যাণ হয়। আজ আমি কিছুতেই বাড়ী থেকে যেতে দিতে পারব না বলে দে! ইচ্ছা হয় কাল যাবেন—আমি গাড়ী ফিরিয়ে দিয়েচি। বলিয়া গোকুল দ্রুতপদে প্রস্থান করিতেছিল, মনোরমা হাত নাড়িয়া তাহাকে আড়ালে ডাকিয়া লইয়া তর্জ্জন করিয়া কহিল, যাচ্ছিলেন, আটকাতে গেলে কেন?

এ কয়দিন স্ত্রীর সহিত গোকুলের বেশ বনিবনাও হইতেছিল। আজ সে অকস্মাৎ মুখ ভ্যাঙাইয়া চেঁচাইয়া উঠিল, আটকালুম আমার খুসি। বাড়ির গিন্নী, অদিনে, অক্ষণে বাড়ি থেকে গেলে ছেলে-পিলেগুলো পট্ পট্ করে মরে যাবে না? বলিয়া তেমনি দ্রুতবেগে বাহিরে চলিয়া গেল।

CC-0. In Public Domain. Funding by IKS-MoE

Digitized by eGangotri and Sarayu Trust.

রকম ছ্যাখো! বলিয়া মনোরমা ক্রুদ্ধ বিস্ময়ে অবাক্ হইয়া রহিল।

বার

দশমীর পর একাদশী গেল, দ্বাদশীও গেল, মাকে পাঠাইবার মত তিথি নক্ষত্র গোকুলের চোখে পড়িল না। ত্রয়োদশীর দিন বাটীর পুরোহিত নিজে আসিয়া সুদিনের সংবাদ দিবামাত্র গোকুল অকারণে গরম হইয়া কহিল, তুমি যার খাঁবে, তারই সর্ব্বনাশ করবে? যাও, নিজের কাজে যাও, আমি মাকে কোথাও যেতে দিতে পার্‌ব না।

নিমাই আসিয়া কহিল, এটাত ভাল কাজ হচ্ছে না বাবাজী!

গোকুল কোনদিন খবরের কাগজ পড়ে না, কিন্তু আজ পড়িতে বসিয়াছিল। কহিল, কোন্‌টা?

বেয়ানঠাকরুণ তাঁর নিজের ছেলের বাসায় যখন স্ব-ইচ্ছায় যেতে চাচ্চেন, তখন আমাদের বাধা দেওয়া ত উচিত হয় না।

গোকুল পড়িতে পড়িতে কহিল, পাড়ার লোক শুন্‌লে আমার অখ্যাতি কর্‌বে।

নিমাই অত্যন্ত আশ্চর্য্য হইয়া বলিলেন, অখ্যাতি করবার আমি ত কোন কারণ দেখতে পাই নে।

গোকুল শ্বশুরকে এতদিন মান্য করিয়াই কথা কহিত। আজ হঠাৎ আগুন হইয়া কহিল, আপনার দেখবার ত কোন

CC-0. In Public Domain. Funding by IKS-MoE

Digitized by eGangotri and Sarayu Trust.

প্রয়োজন দেখি নে। আমার মাকে আমি কারু কাছে পাঠাব না—বাস্, সাফ্ কথা! যে যা পারে আমার করুক।

গোকুলের এই সাফ কথাটা বিনোদের কানে গিয়া পৌঁছিতে বিলম্ব হইল না। সে মনে মনে বিরক্ত হইতেছিল। আজ অত্যন্ত রাগিয়া আসিয়া কহিল, দাদা, মাকে আমি আজ নিয়ে যাব। আপনি অনর্থক বাধা দেবেন না!

গোকুল সংবাদপত্রে অতিশয় মনোনিবেশ করিয়া কহিল, আজকে ত হ'তে পারবে না।

বিনোদ কহিল, খুব পার্বে। আমি এখনি নিয়ে যাচ্ছি।

তাহার ক্রুদ্ধ কণ্ঠস্বর শুনিয়া গোকুল হাতের কাগজটা এক পাশে ফেলিয়া দিয়া কহিল, নিয়ে যাচ্ছি বললেই কি হবে? বাবা মর্বার সময় মাকে আমায় দিয়ে গেছেন—তোমাকে দেন নি। আমি কোথাও পাঠাব না।

বিনোদ কহিল, সে ভার যদি আপনি বাস্তবিক নিতেন দাদা, তা হলে এমন করে মাকে দিবারাত্রি লাঞ্ছনা অপমান ভোগ কর্তে হ'ত না। মা, বেরিয়ে এসো, গাড়ী দাঁড়িয়ে আছে। বলিয়া বিনোদ পশ্চাতে দৃষ্টিপাত করিতেই ভবানী বাহির হইয়া আসিলেন। তাঁহাকে সোজা গিয়া গাড়ীতে উঠিতে দেখিয়া গোকুল আড়ষ্ট হইয়া খানিকক্ষণ দাঁড়াইয়া থাকিয়া অবশেষে পিছনে পিছনে গাড়ীর কাছে আসিয়া কহিল, এমন জোর করে চলে গেলে আমার সঙ্গে তোমাদের আর কোন সম্পর্ক থাকবে না, তা বলে দিচ্ছি মা।

ভবানী জবাব দিলেন না; বিনোদ গাড়োয়ানকে ডাকিয়া

CC-0. In Public Domain. Funding by IKS-MoE

Digitized by eGangotri and Sarayu Trust.

গাড়ী হাঁকাইতে আদেশ করিল। গাড়ী ছাড়িয়া দিতেই গোকুল অকস্মাৎ রুদ্ধকণ্ঠে বলিয়া উঠিল, ফেলে চলে গেলে মা, আমি কি তোমার ছেলে নই? আমাকে কি তোমায় মানুষ কর্‌তে হয় নি?

গাড়ীর চাকার শব্দে সে কথা ভবানীর কানে গেল না, কিন্তু বিনোদের কানে গেল। সে মুখ বাড়াইয়া দেখিল, গোকুল কোঁচার খুঁটে মুখ ঢাকিয়া দ্রুতপদে প্রস্থান করিল এবং ভিতরে ঢুকিয়া সে বিনোদের বসিবার ঘরে গিয়া দোর দিয়া শুইয়া পড়িল।

গোকুল পিতার মৃত্যুর পর হইতেই অত্যন্ত উগ্র এবং অসহিষ্ণু হইয়া উঠিয়াছিল, সামান্য কারণেই বিদ্রোহ করিত; কিন্তু যেদিন ভবানী চলিয়া গেলেন, সেই দিন হইতে সে যেন আলাদা মানুষ হইয়া গেল। কাহারও কোন কথায় রাগও করিত না, প্রতিবাদ করিত না। ইহাতে নিমাই যত পুলকিতই হউন, তাঁহার কন্যা খুসি হইতে পারিল না। গোকুলকে সে চিনিত। সে যখন দেখিল, স্বামী খাওয়া-দাওয়া লইয়া হাঙ্গামা করে না, তখন সে ভয় পাইল। এই জিনিষটাতেই গোকুলের ছেলে-বেলা হইতেই একটু বিশেষ সখ ছিল। খাইতে এবং খাওয়াইতে সে ভালবাসিত। প্রতি রবিবারেই সে বন্ধুবান্ধবদের নিমন্ত্রণ করিয়া আসিত; এ রবিবারে তাহার কোনরূপ আয়োজন না দেখিয়া মনোরমা প্রশ্ন করিল।

গোকুল উদাস ভাবে জবাব দিল, সে সব মায়ের সঙ্গে সঙ্গে গেছে! রেঁধে খাওয়াবে কে?

CC-0. In Public Domain. Funding by IKS-MoE

Digitized by eGangotri and Sarayu Trust.

মনোরমা অভিমানভরে কহিল, রাঁধতে কি শুধু মা-ই শিখেছিলেন—আমরা শিখি নি ?

গোকুল কহিল, সে তোমার বাপ-ভাইকে খাইয়ো, আমার দরকার নেই।

মনোরমার মা কালীঘাটের ফেরত একদিন আসিয়া উপস্থিত হইলেন। সৎশাশুড়ী রাগ করিয়া চলিয়া গিয়াছেন, মেয়ের ভাঙ্গা সংসার গুছানো আবশ্যক বিবেচনা করিয়া দৃঢ় হস্তে হাল ধরিয়া দিনের পর দিন কাটাইতে লাগিলেন।

পাড়ার লোকেরা প্রথমে কথাটা লইয়া আন্দোলন করিল, কিন্তু কলিকালের স্বধর্ম্মে দুই-চারি দিনেই নিরস্ত হইল।

হাবুর মার ঘর এই পথে। সে মাঝে মাঝে দেখা দিয়া যাইত। তার মুখে ভবানী গোকুলের নূতন সংসারের কাহিনী শুনিতে পাইলেন, কিন্তু ভাল মন্দ কোন কথা কহিলেন না।

কিন্তু একমাস কাল যখন কাটিয়া গেল, গোকুল তাঁহার সংবাদ লইল না, তখন তিনি মনে মনে দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিলেন। সে যে সত্যসত্যই তাঁহাকে ত্যাগ করিবে, ছোটভাইকে এমন করিয়া ভুলিয়া থাকিবে, এত কাণ্ড, এত রাগারাগির পরেও সে কথা নিঃসংশয়ে বিশ্বাস করিতে পারেন নাই। তাই আজ হাবুর মার মুখে ঘরের মধ্যে তাহার শ্বশুর-শাশুড়ীর দৃঢ় প্রতিষ্ঠার বার্ত্তা পাইয়া তিনি শুধু স্তব্ধ হইয়াই রহিলেন।

নূতন বাসায় আসিয়া দুই-চারি দিন মাত্র বিনোদ সংযত ছিল, তারপরেই সে স্বরূপ প্রকাশ করিল। মায়ের কোন তত্ত্বই প্রায় সে লইত না ; রাত্রে বাড়িতে থাকিত না ; সকালে যখন

CC-0. In Public Domain. Funding by IKS-MoE

Digitized by eGangotri and Sarayu Trust.

ঘরে আসিত, তখন দুঃখে লজ্জায় ভবানী তাহার প্রতি চাহিতে পারিতেন না।

এই মাত্র শুনিয়াছিলেন, সে চাকরী করে। কিন্তু কি চাকরী, কত মাহিনা, কিছুই জানিতেন না। সুতরাং এখন এইটাই তাঁহার একমাত্র সান্ত্বনা ছিল যে, আর যাই হোক, তিনি ছেলেকে বিষয় হইতে বঞ্চিত করিবার নিমিত্ত হইয়া অন্যায় করেন নাই, কারণ গোকুল স্ত্রী-শ্বশুর-শাশুড়ীর প্রভাবে তাঁহাদের প্রতি যত অন্যায়ই করুক, সে স্বামীর এত দুঃখের দোকানটা অন্ততঃ বজায় করিয়া রাখিবে, স্বর্গীয় স্বামীর কথা মনে করিয়া তিনি এ চিন্তাতেও কতকটা সুখ পাইতেন। এমনি করিয়াই দিন কাটিতেছিল। আজ বৈশাখী সংক্রান্তি। প্রতি বৎসর এই দিনে ঘটা করিয়া ব্রাহ্মণভোজন করাইতেন। কিন্তু এবার নিজের কাছে টাকা না থাকায় এবং কথা-প্রসঙ্গে বিনোদকে বার দুই জানাইয়াও তাহার কাছে সাড়া না পাওয়ায় এ বৎসর ভবানী সে সঙ্কল্পই পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। সহসা অতি প্রত্যূষে ভয়ানক ডাকাডাকি, হাবুর মা সদর দরজা খুলিয়া দিতেই গোকুল ব্যস্ত হইয়া প্রবেশ করিল। সঙ্গে তাহার অনেক লোক, ঘি, ময়দা, বহুপ্রকার মিষ্টান্ন, ঝুড়িভরা পাকা আম। ঢুকিয়াই কহিল, আমাদের পাড়ার সমস্ত বামুনদের নেমন্তন্ন করে এসেচি— সে বাঁদরটার পিত্যেশে ত আর ফেলে রাখতে পারি নে। মা কই? এখোনো ওঠেন নি বুঝি? যাই, কাজকর্ম্ম করবার লোকজন গিয়ে পাঠিয়ে দিইগে। যেমন মা—তেমনি ব্যাটা, কারো চাড়ই নেই, যেন আমারই বড় মাথাব্যথা! মাকে

CC-0. In Public Domain. Funding by IKS-MoE

Digitized by eGangotri and Sarayu Trust.

খবর দিগে হাবুর মা, আমি ঘণ্টা-খানেকের মধ্যেই ফিরে আসচি।

ভবানী অনেকক্ষণ উঠিয়াছিলেন এবং আড়ালে দাঁড়াইয়া সমস্তই দেখিতেছিলেন। গোকুল চলিয়া যাইবামাত্রই অকস্মাৎ অশ্রুর বন্যা আসিয়া তাঁহার দুই চোখ ভাসাইয়া দিয়া গেল। সেদিন ছিল রবিবার। 'শনিবারের রাত্রি' করিয়া অনেক বেলায় বিনোদ বাড়ি ঢুকিয়া অবাক্ হইয়া গেল! হাবুর মার কাছে সমস্ত অবগত হইয়া মাকে লক্ষ্য করিয়া কহিল, দাদাকে খবর দিয়ে এর মধ্যে না এনে আমাকে জানালেই ত হ'ত! আমার যে এতে অপমান হয়!

ভবানী সমস্ত বুঝিয়াও প্রতিবাদ করিলেন না। চুপ করিয়া রহিলেন। গোকুল ফিরিয়া আসিয়া বিনোদকে দেখিয়াও দেখিল না। কাজকর্ম্মের তদারক করিয়া ফিরিতে লাগিল এবং যথা-সময়ে ব্রাহ্মণভোজন সমাধা হইয়া গেলে, কাহাকেও কোন কথা না কহিয়া বাহির হইবার উপক্রম করিতেছিল, এমন সময় বাঁড়ুয্যে-মশাই তাহাকে সকলের মধ্যে আহ্বান করিয়া কহিলেন, ব'স!

আজ তিনিও গোকুলের দ্বারা নিমন্ত্রিত হইয়া আসিয়াছিলেন। তাই তাহারই টাকায় পরিতোষ পূর্ব্বক আহার করিয়া সে দিনের অপমানের শোধ তুলিতে প্রবৃত্ত হইলেন। মজুমদারদের অনেক অন্নই নাকি তিনি হজম করিয়াছিলেন, তাই নিমাই রায়ের দরুণ সে দিনের লাঞ্ছনাটা তাঁহাকেই বেশি বাজিয়াছিল। সর্ব্বসমক্ষে বিনোদকে উদ্দেশ করিয়া চোখ টিপিয়া কহিলেন, বলি ভায়া, দাদার আজকের চাল্‌টা টের পেয়েচ ত।

CC-0. In Public Domain. Funding by IKS-MoE

Digitized by eGangotri and Sarayu Trust.

কথার ধরণে গোকুল সঙ্কুচিত হইয়া উঠিল।

বিনোদ সংক্ষেপে কহিল, না।

বাঁড়ুয্যেমশাই মৃদুগম্ভীর হাস্য করিয়া কহিলেন, তবেই দেখ্‌চি মকদ্দমা জিতেচ! বি-এ, এম-এ পাশ কর্‌লে ভাই, আর এটা ঠাওর হ'ল না যে, মাকে হাত করাটাই হচ্চে যে আজকের চাল্। তাঁর ওপরই যে মকদ্দমা!

গোকুল চোখ মুখ কালিবর্ণ করিয়া—কখ্‌খনো না মাষ্টার-মশাই, কখ্‌খনো না! বলিতে বলিতে বেগে প্রস্থান করিল।

বাঁড়ুয্যেমশাই চেঁচাইয়া বলিলেন, এখানে ঢুক্‌তে দিয়ো না ভায়া, সর্ব্বনাশ করে তোমার ছাড়্‌বে।

এ কথাটা গোকুলের কানে পৌঁছিল।

বিনোদ লজ্জায় ঘাড় হেঁট করিয়া বসিয়া রহিল। দাদাকে সে যে না চিনিত, তাহা নয়। একটা উদ্দেশ্য লইয়া আর একটা কাজ করা যে তাহার দ্বারা একেবারে অসম্ভব, তাহাও সে জানিত। তাই এত লোকের সমক্ষে দাদার এই অপমান তাহাকে অত্যন্ত বিঁধিল।

নিমন্ত্রিতেরা বিদায় হইলে বিনোদ ভিতরে গিয়া দেখিল—মা ঘরে দ্বার দিয়া শুইয়া পড়িয়াছেন। কথাটা যে তাঁর কানে গিয়াছে, তাহা কাহাকেও জিজ্ঞাসা না করিয়াই বিনোদ টের পাইল।

দোকানের কাজ সারিয়া সন্ধ্যার পর গোকুল নিজের ঘরে ঢুকিয়া দেখিল—সেখানেও একটা বিরাট্ মুখভারীর অভিনয় চলিতেছে।

CC-0. In Public Domain. Funding by IKS-MoE

Digitized by eGangotri and Sarayu Trust.

রায়মশাই কহিলেন, বাবাজী, নির্ব্বোধের মত তুমি এই যে আমাদের আজ তোমার মাকে দিয়ে অপমান করালে, তার প্রতিকার কি বল ?

একে গোকুলের যারপরনাই মন খারাপ হইয়াছিল, তাহাতে অভিযোগের ধরণটায় তাহার সর্ব্বাঙ্গ জ্বলিয়া গেল। মনোরমা ফোঁস্ ফোঁস্ করিয়া কাঁদিয়া কহিল, আর যদি কোন দিন তুমি ওখানে যাও—আমি গলায় দড়ি দিয়ে মর্‌ব।

মেয়ের উৎসাহ পাইয়া রায়মশাই অধিকতর গম্ভীরভাবে কহিলেন, সে মাগী কি সোজা—

গোকুল বোমার মত ফাটিয়া উঠিল—চোপরাও বল্‌চি। আমার মায়ের নামে ওরকম কথা কইলে ঘাড় ধরে বার করে দেব। বলিয়া নিজেই ঝড়ের মত বাহির হইয়া গেল।

রায়মশাই ও তাঁহার কন্যা বজ্রাহতের ন্যায় পরস্পরের মুখপানে চাহিয়া বসিয়া রহিলেন।

তের

বিনোদের বেশ একটি বন্ধুর দল জুটিয়াছিল, যাহারা প্রতিনিয়তই তাহাকে মকদ্দমায় উৎসাহিত করিতেছিল। কারণ হারিলে তাহাদের ক্ষতি নাই—জিতিলে পরম লাভ। বিনোদের তরফ হইতে যে বন্ধুটি আপোষে মিটমাট করিবার প্রস্তাব লইয়া একদিন গোকুলের কাছে গিয়াছিল, গোকুল তাহাকে হাঁকাইয়া দিয়া বলিয়াছিল, বকাটে নচ্ছার পাজিকে এক সিকি-পয়সার বিষয় দেব না—যা পারে সে করুক্।

CC-0. In Public Domain. Funding by IKS-MoE

Digitized by eGangotri and Sarayu Trust.

দাদার উপর বিনোদের যত রাগই থাকুক, সেইদিন হইতেই কেমন যেন তাহার প্রাণটা কাঁদিয়া উঠিতেছিল। অত লোকের সম্মুখে অপমানিত হইয়া যেমন করিয়া সে ছুটিয়া পলাইয়াছিল, তাহার মুখের সে আর্ত্ত ছবিটা সে কোনমতেই ভুলিতে পারিতেছিল না। বুকের ভিতরে কে যেন অনুক্ষণ বলিতেছিল—অন্যায়, অন্যায়, অত্যন্ত অন্যায় হইয়া গিয়াছে। অত্যন্ত মিথ্যা ও কুৎসিত অপবাদে অভিহিত করিয়া দাদাকে বিদায় করা হইয়াছে। সেই দাদা যে জীবনে আর কোন দিন এ পথ মাড়াইবে না, তাহা নিঃসংশয়ে বিনোদ বুঝিয়াছিল।

দেশের কৃতবিদ্য যুবকদিগের অনেকেই বিনোদের বন্ধু। সকলেরই পূর্ণ সহানুভূতি বিনোদের উপরে। সেদিন সকালে তাঁহারা বাহিরের ঘরে বসিয়া মাষ্টারমশাইকে ডাকাইয়া আনিয়া অনেক বাদানুবাদের পরে স্থির করিয়াছিলেন, কথার ফাঁদে গোকুলকে জড়াইতে না পারিলে সুবিধা নাই। গোকুল মূর্খ এবং অত্যন্ত নির্ব্বোধ তাহা সকলেই বুঝিয়াছিলেন, সুতরাং তাহাকে উত্তেজিত করিয়া তাহারই মুখের কথায় তাহাকেই জব্দ করিয়া সাক্ষীর সৃষ্টি করা কঠিন হইবে না। কথা ছিল, আগামী রবিবার সকাল-বেলায় দেশের দশজন গণ্যমান্য ভদ্রলোক সঙ্গে করিয়া গোকুলের বাটীতে উপস্থিত হইয়া তাহাকে কথার ফেরে বাঁধিতেই হইবে। এই প্রসঙ্গে কত তামাসা, কত বিদ্রূপ অনুপস্থিত হতভাগ্য গোকুলের মাথায় বর্ষিত হইল; কে কি বলিবেন এবং করিবেন, সকলেই একে একে তাহার মহড়া দিলেন, শুধু বিনোদ মাথা হেঁট করিয়া নীরবে বসিয়া রহিল। তাহার

CC-0. In Public Domain. Funding by IKS-MoE

Digitized by eGangotri and Sarayu Trust.

উৎসাহের অভাব নিজেদের উৎসাহের বাহুল্যে কেহ লক্ষ্যই করিলেন না।

আজ বিনোদ কাজে বাহির হয় নাই, আহারাদি শেষ করিয়া ঘরে বসিয়াছিল, বেলা একটার সময় হঠাৎ গোকুল—কই রে হাবুর মা, খাওয়া-দাওয়া চুক্‌ল? বলিয়া প্রবেশ করিল। হাবুর মা শশব্যস্তে বড়বাবুকে আসন পাতিয়া দিয়া কহিল, না বড়বাবু, এখনো শেষ হয় নি।

হয় নি? বলিয়া গোকুল নিজেই আসনটা তুলিয়া আনিয়া রান্নাঘরের দাওয়ায় পাতিল। বসিয়া কহিল, এক গেলাস ঠাণ্ডা জল খাওয়া দিকি হাবুর মা! তাগাদায় বেরিয়ে এই দুপুর রদ্দুরে ঘুরে ঘুরে একেবারে হয়রাণ হয়ে গেছি। মা কই রে?

ভবানী রান্নাঘরেই ছিলেন; কিন্তু সে দিনের কথা স্মরণ করিয়া বিপুল লজ্জায় হঠাৎ সম্মুখে আসিতেই পারিলেন না। বিনোদ কাজে গিয়াছে, ঘরে নাই—গোকুল ইহাই জানিত। কহিল, সব মিথ্যে হাবুর মা, সব মিথ্যে। কলিকাল—আর কি ধর্ম্ম-কর্ম্ম আছে? বাবা মরবার সময় মাকে আমাকে দিয়ে বল্‌লেন, বাবা গোকুল, এই নাও তোমার মা! আমি ভালমানুষ—নইলে বেন্দার বাপের সাধ্যি কি, সে মাকে আমার জোর করে নিয়ে আসে? কেন, আমি ছেলে নই? ইচ্ছে করি যদি, এখনি জোর করে নিয়ে যেতে পারি নে? বাবার এই হ'ল আসল উইল—তা জানিস্ হাবুর মা? শুধু দুকলম লিখে দিলেই উইল হয় না।

হাবুর মা চোখ টিপিয়া ইঙ্গিতে জানাইল, বিনোদ ঘরে

CC-0. In Public Domain. Funding by IKS-MoE

Digitized by eGangotri and Sarayu Trust.

আছে। গোকুল জলের গেলাসটা রাখিয়া দিয়া জুতা পায়ে দিয়া দ্বিতীয় কথাটি না কহিয়া চলিয়া গেল।

রাত্রি নটা দশটার সময় হঠাৎ দোকানের চক্রবর্ত্তী আসিয়া হাজির। জিজ্ঞাসা করিল, মা, বড়বাবু এখনো বাড়ি যান্ নি—এখান থেকে খেয়ে কখন গেলেন?

ভবানী আশ্চর্য্য হইয়া কহিলেন, সে ত এখানে খায় নি। তাগাদার পথে শুধু এক গেলাস জল খেয়ে চলে গেল।

চক্রবর্ত্তী কহিল, এই নাও। আজ বড়বাবুর জন্মতিথি। বাড়ি থেকে ঝগড়া করে বলে এসেছে, মায়ের প্রসাদ পেতে যাচ্চি! তা হ'লে সারাদিন খাওয়াই হয় নি দেখ্‌চ!

শুনিয়া ভবানীর বুক ফাটিয়া যাইতে লাগিল। বিনোদ পাশের ঘরেই ছিল, চক্রবর্ত্তীর সাড়া পাইয়া কাছে আসিয়া বসিল। তামাসা করিয়া কহিল, কি চক্রবর্ত্তীমশাই, নিমাই রায়ের তাঁবে চাকরি হচ্ছে কেমন?

চক্রবর্ত্তী আশ্চর্য্য হইয়া কহিল, নিমাই রায়? রামঃ—সে দোকানে ঢুকতে পারে না কি?

বিনোদ বলিল, শুন্‌তে পাই দাদাকে সে গ্রাস করে বসে আছে?

চক্রবর্ত্তী ভবানীকে দেখাইয়া হাসিয়া কহিলেন, উনি বেঁচে থাক্‌তে সেটি হবার জো নেই ছোটবাবু। আমাকে তাড়িয়ে সর্ব্বস্বর মালিক হতেই এসেছেন বটে, কিন্তু মায়ের একটা হুকুমে সব ফেঁসে গেল। এখন ঠকিয়ে-মজিয়ে ছ্যাঁচড়ামি করে যা দুপয়সা আদায় হয়, দোকানে হাত দেবার জো নেই। বড়বাবু

CC-0. In Public Domain. Funding by IKS-MoE

Digitized by eGangotri and Sarayu Trust.

একটুখানি বড্ড সোজা মানুষ কি না, লোকের প্যাঁচস্যাঁচ ধরতে পারে না। কিন্তু তাহ'লে কি হয়, পিতৃমাতৃভক্তি যে অচলা—সে-ই যে বল্‌লেন, মায়ের হুকুম রদ করবার আমার সাধ্যি নেই—তা এত কাঁদা-কাটি, ঝগড়া-ঝাটি—না কিছুতে না। আমার বাপের হুকুম—মায়ের হুকুম! আমি যেমন কর্ত্তা ছিলুম—তেমনি আছি ছোটবাবু!

বিনোদের দুচক্ষু জ্বালা করিয়া জলে ভরিয়া গেল। চক্রবর্ত্তী কহিতে লাগিল, এমন বড়ভাই কি কারু হয় ছোটবাবু? মুখে কেবল বিনোদ আর বিনোদ। আমার বিনোদের মত পাশ কেউ করে নি, আমার বিনোদের মত লেখাপড়া কেউ শেখে নি, আমার বিনোদের মত ভাই কারু জন্মায় নি।

একটু থামিয়া কহিল, এই সেদিন কে এক কাশীর পণ্ডিত এসে তোমার মন ভাল করে দেবে বলে একশ-আট সোণার তুলসীপাতার দাম প্রায় পাঁচশ টাকা বড়বাবুর কাছে হাতিয়ে নিয়ে গেছে। আমি কত নিষেধ করলুম, কিছুতেই শুন্‌লেন না; বল্‌লেন, আমার বিনোদের যদি সুমতি হয়, আমার বিনোদ যদি এম্-এ পাশ করে—যায় যাক্ আমার পাঁচশ টাকা।

বিনোদ চোখ মুছিয়া ফেলিয়া আর্দ্রস্বরে কহিল, কত লোক যে আমার নাম ক'রে দাদাকে ঠকিয়ে নিয়ে যায়, সে আমিও শুনেছি চক্কোত্তিমশাই।

চক্রবর্ত্তী গলা খাটো করিয়া কহিল, এই জয়লাল বাঁড়ুয্যেই কি কম টাকা মেরে নিয়েছে ছোটবাবু! ওই ব্যাটাই

CC-0. In Public Domain. Funding by IKS-MoE

Digitized by eGangotri and Sarayu Trust.

ত যত নষ্টের গোড়া। বলিয়া সে কর্ত্তার মৃত্যুর পরে সেই ঠিকানা বাহির করিয়া দিবার গল্প করিল।

ভবানী কোন কথায় একটি কথাও কহেন নাই—শুধু তাঁরই দুই চোখে শ্রাবণের ধারা বহিয়া যাইতেছিল।

চক্রবর্ত্তী বিদায় লইলে বিনোদ শুইতে গেল; কিন্তু সারা রাত্রি তাহার ঘুম হইল না।

* * * *

বিনোদের বন্ধুরা বিশেষ উদ্যোগী হইয়া কয়েকজন সম্ভ্রান্ত ভদ্রলোককে সঙ্গে করিয়া রবিবারের সকাল-বেলা গোকুলের বৈঠকখানায় গিয়া উপস্থিত হইলেন। গোকুল দোকানে যাইবার জন্য প্রস্তুত হইতেছিল, এতগুলি ভদ্রলোকের আকস্মিক অভ্যাগমে তটস্থ হইয়া উঠিল। বিশেষ করিয়া ডেপুটিবাবুকে এবং সদরআলা গিরিশবাবুকে দেখিয়া তাঁহাদের যে কোথায় বসাইবে, কি করিবে, ভাবিয়া পাইল না। বিনোদ নিঃশব্দে মলিনমুখে এক ধারে গিয়া বসিল। তাহার চেহারা দেখিলে মনে হয় তাহাকে যেন বলি দিবার জন্য ধরিয়া আনা হইয়াছে।

বাঁড়ুয্যেমশাই ছিলেন, কথাটা তিনিই পাড়িলেন।

দেখিতে দেখিতে গোকুলের চোখ মুখ আরক্ত হইয়া উঠিল। কহিল, ওঃ তাই এত লোক। যান্ আপনারা নালিশ করুন গে,

CC-0. In Public Domain. Funding by IKS-MoE

Digitized by eGangotri and Sarayu Trust.

আমি এক সিকি পয়সা ওই হতভাগা নচ্ছারকে দেব না। ও মদ খায়।

আর সকলে মৌন হইয়া রহিলেন, বাঁড়ুয্যেমশাই ভঙ্গি করিয়া হাসিয়া বলিলেন, বেশ, তাই যেন খায়, কিন্তু তুমি ওর হক্কের বিষয় আট্‌কাবার কে? তুমি যে তোমার বাপের মরণকালে জোচ্চুরি করে উইল লিখে নাও নি তার প্রমাণ কি?

গোকুল আগুনের মত জ্বলিয়া উঠিয়া চীৎকার করিয়া কহিল, জুচ্চুরি করেছি? আমি জোচ্চোর?

গিরিশবাবু প্রাচীন লোক। তিনি মৃদুকণ্ঠে কহিলেন, গোকুলবাবু, অমন উতলা হবেন না, একটু শান্ত হয়ে জবাব দিন।

বাঁড়ুয্যেমশাই চোখ ঘুরাইয়া কহিলেন, তা হ'লে আদালতে গিয়ে তোমার মাকে সাক্ষী দিতে হবে গোকুল।

গোকুল উন্মত্ত হইয়া উঠিল—কি আমার মাকে দাঁড় করাবে আদালতে? সাক্ষীর কাটগড়ায়? নিগে যা তোরা সব বিষয়-আশয়—নিগে যা—আমি চাই নে। আমি যাব না আদালতে; মাকে নিয়ে আমি কাশীবাসী হ'ব।

নিমাই রায়ও উপস্থিত ছিলেন, চোখ টিপিয়া বলিলেন, আহা হা, থাম না গোকুল। কর কি, কি সব বল্‌চ?

গোকুল সে কথা কানেও তুলিল না। সকলের মুখের সম্মুখে ডান পা বাড়াইয়া দিয়া বিনোদকে লক্ষ্য করিয়া তেম্‌নি চীৎকারে কহিল, আয় হতভাগা এদিকে আয়, এই পা বাড়িয়ে

CC-0. In Public Domain. Funding by IKS-MoE

Digitized by eGangotri and Sarayu Trust.

দিয়েচি—ছুঁয়ে বল্—তোর দাদা জোচ্চোর। সমস্ত না এই দণ্ডে তোকে ছেড়ে দিই ত আমি বৈকুণ্ঠ মজুমদারের ছেলে নই।

নিমাই ভয়ে শশব্যস্ত হইয়া উঠিল, আহা হা, কর কি বাবাজী! করুক না ওরা নালিশ—বিচারে যা হয় তাই হবে—এ সব দিব্যি-দিলেশা কেন? চল চল, বাড়ির ভেতরে চল। বলিয়া তাহার একটা হাত ধরিয়া টানাটানি করিতে লাগিল।

কিন্তু বিনোদ মাথা তুলিয়া চাহিল না, একভাবে নীরবে বসিয়া রহিল।

গোকুল সজোরে হাত ছাড়াইয়া লইয়া কহিল, না, আমি এক পা নড়ব না।

উপরদিকে দৃষ্টিপাত করিয়া কহিল, বাবা শুন্‌চেন, তিনি মরবার সময় বলেছিলেন কি না, গোকুল, এই রইল তোমাদের দুভায়ের বিষয়। বিনোদ যখন ভাল হবে, তখন দিয়ো বাবা তার যা কিছু পাওনা। ওপর থেকে বাবা দেখ্‌চেন, সেই বিষয় আমি যক্ষের মত আগ্‌লে আছি। কবে ও ভাল হয়ে আমার ঘরে ফিরে আস্‌বে—দিবারাত্রি ভগবানকে ডাক্‌চি—আর ও বলে আমি জোচ্চোর! আয়, এগিয়ে আয় হতভাগা, আমার পা ছুঁয়ে এঁদের সাম্‌নে বলে যা, তোর বড়ভাই চুরি করে তোর বিষয় নিয়েছে।

বন্ধুবান্ধবেরা বিনোদকে চারিদিক্ হইতে ঠেলিতে লাগিলেন; কিন্তু সে উঠে না। বাঁড়ুয্যেমশাই খাড়া হইয়া তাহার একটা হাত ধরিয়া সজোরে টান দিয়া বলিলেন, বল না

CC-0. In Public Domain. Funding by IKS-MoE

Digitized by eGangotri and Sarayu Trust.

বিনোদ, পা ছুঁয়ে। ভয় কি তোমার? এমন সুযোগ আর পাবে কবে?

বিনোদ উঠিয়া দাঁড়াইয়া কহিল, না, এমন সুযোগ আর পাব না। বলিয়া দুই পা অগ্রসর হইয়া আসিয়া কহিল, তোমার পা ছুঁতে বল্‌ছিলে দাদা, এই ছুঁয়েছি। তোমার পা ছুঁয়ে তোমাকেই যদি জোচ্চোর বলি দাদা, ডান হাত আমার এইখানেই খসে পড়ে যাবে। সে আমি বল্‌তে পার্‌ব না; কিন্তু আজ এই পা ছুয়েই দিব্যি করে বল্‌চি, মদ আর আমি ছোঁব না। আশীর্ব্বাদ কর দাদা, তোমার ছোটভাই বলে আজ থেকে যেন পরিচয় দিতে পারি। তোমার মান রেখে যেন তোমার পায়ের তলাতেই চিরকাল কাটাতে পারি। বলিয়া বিনোদ অগ্রজের সেই প্রসারিত পায়ের উপর মাথা রাখিয়া শুইয়া পড়িল।

সমাপ্ত

CC-0. In Public Domain. Funding by IKS-MoE

Digitized by eGangotri and Sarayu Trust.

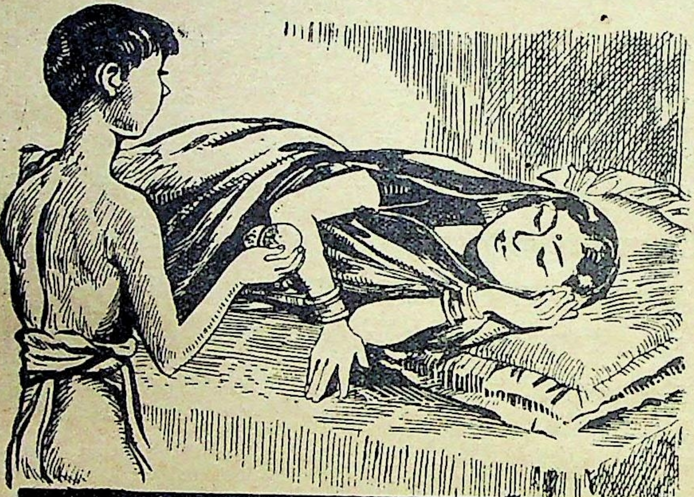

মেজদিদি

কিশোর সংস্করণ

CC-0. In Public Domain. Funding by IKS-MoE

Digitized by eGangotri and Sarayu Trust.

মেজদিদি

এক

কেষ্ট [illegible] মুড়ি-কড়াই ভাজিয়া, অনেক দুঃখে কেষ্টধনকে চোদ্দ বছরেরটি করিয়া মারা গেলে, গ্রামে তাহার আর দাঁড়াইবার স্থান রহিল না। বৈমাত্র বড়বোন কাদম্বিনীর অবস্থা ভাল। সবাই কহিল, যা কেষ্ট, তোর দিদির বাড়ীতে গিয়ে থাক্‌গে। সে বড় মানুষ, বেশ থাকবি যা।

মায়ের দুঃখে কেষ্ট কাঁদিয়া কাটিয়া শেষে ভিক্ষা করিয়া শ্রাদ্ধ করিল। তার পরে ন্যাড়া মাথায় দিদির বাড়ী রাজহাটে আসিয়া উপস্থিত হইল। দিদি তাহাকে চিনিত না। পরিচয় পাইয়া এবং আগমনের হেতু শুনিয়া একেবারে অগ্নিমূর্ত্তি হইয়া উঠিল।

পাড়ার যে বুড়া মানুষটি সঙ্গে আসিয়াছিল, তাহাকে কাদম্বিনী কহিল, ভারি আমার মাসিমার কুটুমকে ডেকে এনেছেন, ভাত মার্‌তে! যাও বাপু, তুমি পরের ছেলে ফিরিয়ে নিয়ে যাও—এ সব ঝঞ্ঝাট আমি পোয়াতে পার্‌ব না।

বুড়া জাতিতে নাপিত। তাই এত কটূক্তিতেও হাল ছাড়িল না। কাকুতি-মিনতি করিয়া বলিল, দিদিঠাকরুণ, কত

CC-0. In Public Domain. Funding by IKS-MoE

Digitized by eGangotri and Sarayu Trust.

দাস-দাসী, অতিথ-ফকির, কুকুর-বেড়াল এ সংসারে পাত-পেতে মানুষ হ'য়ে যাচ্ছে, ভাই ব'লে না নাও, দুঃখী অনাথ বামুনের ছেলে ব'লেও বাড়ীর কোণে একটু ঠাঁই দাও দিদি।

এ স্তুতিতে পুলিশের দারোগার মন ভেজে, কাদম্বিনী মেয়েমানুষ মাত্র! কাজেই সে তখনকার মত চুপ করিয়া রহিল। বুড়া কেষ্টকে আড়ালে ডাকিয়া দুটা শলা-পরামর্শ দিয়া চোখ মুছিয়া বিদায় লইল।

কেষ্ট আশ্রয় পাইল।

কাদম্বিনীর স্বামী নবীন মুখুয্যের ধান-চালের আড়ত ছিল। তিনি বেলা বারটার পর বাড়ী ফিরিয়া কেষ্টকে নিরীক্ষণ করিয়া প্রশ্ন করিলেন, এটি কে?

কাদম্বিনী জবাব দিল, তোমার বড়কুটুম গো, বড়কুটুম! নাও, খাওয়াও পরাও, মানুষ কর—পরকালের কাজ হোক।

নবীন সৎ-শাশুড়ীর মৃত্যু-সংবাদ পাইয়াছিলেন, ব্যাপারটা বুঝিলেন; কহিলেন, বটে! খুব ভাল!

কাদম্বিনী কহিলেন, ভাল নয় আবার! বড়কুটুম যে গো! তাঁকে তাঁর মত রাখতে হবে ত! নইলে অখ্যাতিতে দেশ ভ'রে যাবে। বলিয়া পাশের বাড়ীর দোতলা ঘরের জানালার প্রতি অগ্নিদৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেন। এই ঘরটা তাঁহার মেজ-জা হেমাঙ্গিনীর।

কেষ্ট লজ্জায় মরিয়া যাইতেছিল। কাদম্বিনী ভাঁড়ারে ঢুকিয়া একটা নারিকেল-মালায় একটুখানি তেল আনিয়া কহিলেন, আর মায়া-কান্না কাঁদতে হবে না, যাও, পুকুর থেকে

CC-0. In Public Domain. Funding by IKS-MoE

Digitized by eGangotri and Sarayu Trust.

ডুব দিয়ে এসোগে—বলি, ফুলেল তেল-টেল মাখার অভ্যাস নেই ত? স্বামীকে উদ্দেশ করিয়া চেঁচাইয়া বলিলেন, তুমি চান কর্‌তে যাবার সময় বাবুকে ডেকে নিয়ে যেয়ো গো, নইলে ডুবে ম'লে-টলে বাড়ীশুদ্ধ লোকের হাতে দড়ি পড়্‌বে।

কেষ্ট ভাত খাইতে বসিয়াছিল। সে স্বভাবতঃই ভাতটা কিছু বেশী খাইত। তাহাতে কাল বিকাল হইতে খাওয়া হয় নাই, আজ এতখানি পথ হাঁটিয়া আসিয়াছে—বেলাও হইয়াছে। পাতের ভাতগুলি নিঃশেষ করিয়াও তাহার ঠিক ক্ষুধা মিটে নাই। নবীন স্ত্রীকে কহিলেন কেষ্টকে আর দুটি ভাত দাও গো—

দিই, বলিয়া কাদম্বিনী উঠিয়া গিয়া পরিপূর্ণ একথালা ভাত আনিয়া সমস্তটা তাহার পাতে ঢালিয়া দিয়া, উচ্চ হাস্য করিয়া কহিলেন, তবেই হয়েছে! এ হাতীর খোরাক নিত্য যোগাতে গেলে যে দেউলে হ'তে দেরি হবে না তা ব'লে রাখ্‌ছি।

মর্ম্মান্তিক লজ্জায় কেষ্টর মুখখানি আরও ঝুঁকিয়া পড়িল। সে এক মায়ের এক ছেলে। মনে পড়িল, এই সে দিনও ঘুড়ি লাটাই কিনিবার জন্য দুমুঠা ভাত বেশী খাইয়া পয়সা আদায় করিয়া লইয়াছিল।

তাহার অশ্রুর ফোঁটা ভাতের থালর উপর ঝরিয়া পড়িতে লাগিল, সে সেই ভাত মাথা গুঁজিয়া গিলিতে লাগিল। অনতিপূর্ব্বেই মায়া-কান্না কাঁদার অপরাধে বকুনি খাইয়াছিল। সেই ধমক তাহার এত বড় মাতৃশোকেরও ঘাড় চাপিয়া রাখিল।

CC-0. In Public Domain. Funding by IKS-MoE

Digitized by eGangotri and Sarayu Trust.

দুই

পৈতৃক বাড়ীটা দুই ভায়ে ভাগ করিয়া লইয়াছিল।

পাশের দোতালা বাড়ীটা মেজভাই বিপিনের। বিপিনেরও ধান-চালের কারবার। তাহার অবস্থাও ভাল, কিন্তু বড়ভাই নবীনের সমান নয়। তথাপি ইহার বাড়ীটাই দোতালা। মেজবৌ হেমাঙ্গিনী সহরের মেয়ে। সে জাঁকজমকে থাকিতে ভালবাসে। পয়সা বাঁচাইয়া গরিবী চালে চলে না বলিয়াই বছর চারেক পূর্ব্বে দুই জায়ে কলহ করিয়া পৃথক্ হইয়াছিল। সেই অবধি মনোমালিন্য একটি দিনের জন্যও ঘুচে নাই। কারণ, সেটা বড়জা কাদম্বিনীর একলার হাতে। তিনি পাকা লোক, ঠিক বুঝিতেন, ভাঙ্গা হাঁড়ি জোড়া লাগে না; কিন্তু মেজবৌ অত পাকা নয়, ঝগড়াটা প্রথমে সে-ই করিয়া ফেলিত বটে, কিন্তু সে-ই মিটাইবার জন্য, কথা কহিবার জন্য, ভিতরে ছট্‌ফট্ করিয়া হাতে পায়ে পড়িয়া, কাঁদিয়া কাটিয়া, বড়জা'কে নিজের ঘরে ধরিয়া আনিয়া ভাব করিত। এমনি করিয়া দুই জা'য়ের অনেক দিন কাটিয়াছে। আজ বেলা তিনটা সাড়ে তিনটার সময় হেমাঙ্গিনী এ বাড়ীতে আসিয়া উপস্থিত হইল। কূপের পার্শ্বে সিমেণ্ট বাঁধান বেদীর উপর রোদে বসিয়া কেষ্ট সাবান দিয়া একরাশ কাপড় পরিষ্কার করিতেছিল; কাদম্বিনী দূরে দাঁড়াইয়া, অল্প সাবান ও অধিক গায়ের জোরে কাপড় কাচিবার কৌশলটা শিখাইয়া দিতেছিলেন। মেজজাকে

CC-0. In Public Domain. Funding by IKS-MoE

Digitized by eGangotri and Sarayu Trust.

দেখিবামাত্রই বলিয়া উঠিলেন, মাগো,—ছোঁড়াটা কি নোঙরা কাপড় চোপড় নিয়েই এসেচে! হেমাঙ্গিনী চাহিয়াই টের পাইল, বস্ত্রগুলি কাহাদের। কিন্তু, সে উল্লেখ না করিয়া জিজ্ঞাসা করিল, ছেলেটি কে দিদি? ইতিপূর্ব্বে সে সমস্তই অবগত হইয়াছিল। দিদি ইতস্ততঃ করিতেছেন দেখিয়া পুনরায় কহিল, দিব্যি ছেলেটি ত! মুখের-ভাব তোমারই মত দিদি। বলি, বাপের বাড়ীর কেউ নাকি?

কাদম্বিনী বিরক্ত মুখে জবাব দিলেন, হুঁ, আমার বৈমাত্র ভাই। ওরে, ও কেষ্ট, তোর মেজদিদিকে একটা প্রণাম কর না রে! কি অসভ্য ছেলে বাবা!

কেষ্ট থতমত খাইয়া উঠিয়া আসিয়া কাদম্বিনীর পায়ের কাছেই নমস্কার করাতে তিনি ধমকাইয়া উঠিলেন, আ মর্, হাবা কালা নাকি! কাকে প্রণাম করতে বল্লুম, কাকে এসে কর্লে!

বস্তুতঃ, আসিয়া অবধি তিরস্কার ও অপমানের অবিশ্রাম আঘাতে তাহার মাথা বে-ঠিক হইয়া গিয়াছিল। হেমাঙ্গিনীর পায়ের কাছে সরিয়া আসিয়া শির অবনত করিতেই সে হাত দিয়া ধরিয়া ফেলিয়া, তাহার চিবুক স্পর্শ করিয়া আশীর্ব্বাদ করিল—থাক্ থাক্ হয়েছে ভাই—চিরজীবী হও।

তাহার সেই কুণ্ঠিত, ভীত অসহায় মুখখানির পানে চাহিবা-মাত্রই হেমাঙ্গিনীর বুকের ভিতরটা যেন মুচড়াইয়া কাঁদিয়া উঠিল। নিজেকে আর সামলাইতে না পারিয়া, সহসা এই হতভাগ্য অনাথ বালককে বুকের কাছে টানিয়া লইয়া, তাহার পরিশ্রান্ত ঘর্ম্মাপ্লুত মুখখানি নিজের আঁচলে মুছাইয়া দিয়া

CC-0. In Public Domain. Funding by IKS-MoE

Digitized by eGangotri and Sarayu Trust.

জা'কে কহিল, আহা, একে দিয়ে কি কাপড় কাচিয়ে নিতে আছে দিদি, একটা চাকর ডাকনি কেন ?

কাদম্বিনী হঠাৎ জবাব দিতে পারিলেন না ; কিন্তু নিমিষে সাম্‌লাইয়া লইয়া বলিলেন, আমিত তোমার মত বড়মানুষ নই মেজবৌ, যে, বাড়ীতে দশ-বিশটা দাসদাসী আছে ?

হেমাঙ্গিনী মেয়েকে ডাকিয়া কহিল, উমা, শিবুকে একবার এ বাড়ীতে পাঠিয়ে দে ত মা, বট্‌ঠাকুর আর পাঁচুর ময়লা কাপড়গুলো পুকুর থেকে কেচে এনে শুকোতে দিক্‌। বড়জা'য়ের দিকে ফিরিয়া চাহিয়া বলিল, এ বেলা কেষ্ট আর পাঁচুগোপাল, আমার ওখানে খাবে দিদি। সে ইস্কুল থেকে এলেই পাঠিয়ে দিয়ো, আমি ততক্ষণ একে নিয়ে যাই। কেষ্টকে কহিল, ওঁর মত আমিও তোমার দিদি হই কেষ্ট—এসো। বলিয়া তাহার একটা হাত ধরিয়া নিজেদের বাড়ী চলিয়া গেল।

কাদম্বিনী বাধা দিলেন না অধিকন্তু হেমাঙ্গিনী-প্রদত্ত এত বড় খোঁচাটাও নিঃশব্দে হজম করিলেন। তাহার কারণ, কাদম্বিনীর পয়সার বড় সংসারে আর কিছু ছিল না। তাই, গাভী দুধ দিতে দাঁড়াইয়া পা ছুঁড়িলে তিনি সহিতে পারিতেন।

CC-0. In Public Domain. Funding by IKS-MoE

Digitized by eGangotri and Sarayu Trust.

তিন

সন্ধ্যার সময় কাদম্বিনী প্রশ্ন করিলেন, কি খেয়ে এলি রে কেষ্ট?

কেষ্ট সলজ্জ নতমুখে কহিল, লুচি।

কি দিয়ে খেলি?

কেষ্ট তেমনিভাবে বলিল, রুইমাছের মুড়োর তরকারি, সন্দেশ, রসগো—

ইস্! বলি মেজঠাক্রুণ মুড়োটা কার পাতে দিলেন?

হঠাৎ এই প্রশ্নে কেষ্টর মুখখানি পাণ্ডুর হইয়া গেল। উদ্যত প্রহরণের সম্মুখে রজ্জুবদ্ধ জানোয়ারের প্রাণটা যেমন করিয়া উঠে, কেষ্টর বুকের ভিতরটায় তেমনিধারা করিতে লাগিল। দেরি দেখিয়া কাদম্বিনী কহিল, তোর পাতে বুঝি?

গুরুতর অপরাধীর মত কেষ্ট মাথা হেঁট করিল।

অদূরে দাওয়ায় বসিয়া নবীন তামাক খাইতেছিলেন। কাদম্বিনী সম্বোধন করিয়া বলিলেন, বলি, শুন্লে ত?

নবীন সংক্ষেপে হুঁ বলিয়া হুঁকায় টান দিলেন।

কাদম্বিনী উষ্মার সহিত বলিতে লাগিলেন, খুড়ি, আপনার লোক, তার ব্যবহার দেখ! পাঁচুগোপাল আমার রুইমাছের মুড়ো বল্তে অজ্ঞান, সে কি তা জানে না? তবে কোন্ আক্কেলে তার পাতে না দিয়ে বেনাবনে মুক্তো ছড়িয়ে দিলে? বলি, যারা দুটি ভাত পেলে বেঁচে যায়, তাদের পেটে লুচি-

CC-0. In Public Domain. Funding by IKS-MoE

Digitized by eGangotri and Sarayu Trust.

সন্দেশ কি হবে! কিন্তু আমি বল্‌চি তোমাকে, কেষ্টকে মেজগিন্নী বিগ্‌ড়ে না দেয় ত আমাকে কুকুর ব'লে ডেকো।

নবীন মৌন হইয়া রহিলেন। কারণ স্ত্রী বিদ্যমানে মেজবৌ তাহাকে বিগড়াইয়া ফেলিতে পারিবে, এরূপ দুর্ঘটনা তিনি বিশ্বাস করিলেন না।

পরদিন হইতেই দুটা চাকরের একটাকে ছাড়ান হইল; কেষ্ট নবীনের ধান-চালের আড়তে কাজ করিতে লাগিল। সেখানে সে ওজন করে, বিক্রী করে, চার-পাঁচ ক্রোশ পথ হাঁটিয়া নমুনা সংগ্রহ করিয়া আনে, দুপুর-বেলা নবীন ভাত খাইতে আসিলে, দোকান আগ্‌লায়। একদিন সে ভাত খাইতে আসিয়াছিল। তখন বেলা তিনটা। কেষ্ট পুকুর হইতে স্নান করিয়া আসিয়া দেখিল, দিদি ঘুমাইতেছেন। তাহার তখনকার ক্ষুধার তাড়নায় বোধ করি বাঘের মুখ হইতেও খাবার কাড়িয়া আনিতে পারিত, কিন্তু, দিদিকে ডাকিয়া তুলিবে, এ সাহস হইল না।

রান্নাঘরের দাওয়ার একধারে চুপটি করিয়া দিদির ঘুম-ভাঙার আশায় বসিয়াছিল, হঠাৎ ডাক শুনিল—কেষ্ট?

মুখ তুলিয়া দেখিল, মেজদি তাঁহার দোতালার ঘরের জানালা ধরিয়া দাঁড়াইয়া আছেন। কেষ্ট একটিবার চাহিয়াই মুখ নামাইল। খানিক পরে হেমাঙ্গিনী নামিয়া আসিয়া, সুমুখে দাঁড়াইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, কদিন দেখিনি ত? এখানে চুপ ক'রে ব'সে কেন কেষ্ট? সে ঘাড় হেঁট করিয়া বসিয়া রহিল, উত্তর দিতে পারিল না।

CC-0. In Public Domain. Funding by IKS-MoE

Digitized by eGangotri and Sarayu Trust.

কাদম্বিনীর ছোটমেয়ে ঘর হইতে বাহিরে আসিয়াই চেঁচাইয়া বলিল, কেষ্টমামা, রান্নাঘরে তোমার ভাত ঢাকা আছে, খাওগে, মা খেয়ে দেয়ে ঘুমোচ্চে।

হেমাঙ্গিনী অবাক্ হইয়া কহিলেন,—হাঁ কেষ্ট, আজ এত বেলা হ'ল কেন?

টুনি তাহার হইয়া জবাব দিল, কেষ্টমামার রোজ ত এমনি বেলাই হয়। বাবা খেয়েদেয়ে দোকানে ফিরে গেলে তবে ত ও খেতে আসে।

হেমাঙ্গিনী বুঝিলেন, কেষ্টকে দোকানের কাজে লাগান হইয়াছে। তাহাকে বসাইয়া খাওয়ান হইবে, এ আশা অবশ্য তিনি করেন নাই, কিন্তু একবার এই বেলার দিকে চাহিয়া, একবার এই ক্ষুধা ও তৃষ্ণায় আর্ত্ত শিশুদেহের পানে চাহিয়া, আঁচলে চোখ মুছিতে মুছিতে তিনি বাড়ী চলিয়া গেলেন মিনিট দুই পরে একবাটি দুধহাতে ফিরিয়া আসিয়া, রান্নাঘরে ঢুকিয়াই শিহরিয়া মুখ ফিরাইয়া দাঁড়াইলেন।

কেষ্ট খাইতে বসিয়াছিল। একটা পিতলের থালার উপর ঠাণ্ডা শুক্‌নো ড্যালা পাকান ভাত। একপাশে একটুখানি ডাল, ও কি একটু তরকারির মত। দুধটুকু পাইয়া তাহার মলিন মুখখানি হাসিতে ভরিয়া গেল।

কেষ্ট খাওয়া শেষ করিয়া পুকুরে আঁচাইতে চলিয়া গেলে দেখিলেন, পাতে গোণা একটিও ভাত পড়িয়া নাই। ক্ষুধার জ্বালায় সে সেই অন্ন নিঃশেষ করিয়া খাইয়াছে।

হেমাঙ্গিনীর ছেলে ললিতও প্রায় সেই বয়সী। নিজের

CC-0. In Public Domain. Funding by IKS-MoE

Digitized by eGangotri and Sarayu Trust.

অবর্ত্তমানে নিজের ছেলেকে এই অবস্থায় হঠাৎ কল্পনা করিয়া ফেলিয়া কান্নার ঢেউ তাঁহার কণ্ঠ পর্য্যন্ত ফেনাইয়া উঠিল। তিনি সেই কান্না চাপিতে চাপিতে বাড়ী চলিয়া গেলেন।

চার

হেমাঙ্গিনীর মাঝে মাঝে জ্বর হইত, দিন-দুই থাকিয়া আপনি ভাল হইয়া যাইত। দিন-কয়েক পরে এমনি একটু জ্বর বোধ হওয়ায় সন্ধ্যার পর বিছানায় পড়িয়াছিলেন। ঘরে কেহ ছিল না, হঠাৎ মনে হইল কে যেন উঁকি মারিয়া দেখিতেছে। ডাকিলেন, কে রে ওখানে দাঁড়িয়ে, ললিত?

কেষ্ট সসঙ্কোচে ঘরে ঢুকিয়া দেওয়াল ঘেঁসিয়া দাঁড়াইল। হেমাঙ্গিনী সস্নেহে জিজ্ঞাসা করিলেন, কেন রে কেষ্ট?

কেষ্ট কোঁচার খুট খুলিয়া দুটি আধ পাকা পেয়ারা বাহির করিয়া বলিল, জ্বরের উপর খেতে বেশ।

হেমাঙ্গিনী হাত বাড়াইয়া বলিলেন, কোথায় পেলি রে? আমি কাল থেকে লোকের কত খোসামোদ কচ্চি, কেউ এনে দিতে পারে নি, বলিয়া পেয়ারাশুদ্ধ কেষ্টর হাতখানি ধরিয়া কাছে বসাইলেন। জিজাসা করিলেন, হাঁ কেষ্ট, কে তোকে বললে, আমার জ্বর হয়েছে? কে বললে রে আমি পেয়ারা খেতে চেয়েচি?

কেষ্ট জবাব দিল না। ছেলেটি যে অতিশয় লাজুক, হেমাঙ্গিনী তাহা পূর্ব্বেই টের পাইয়াছিলেন। তাহার মাথায়

CC-0. In Public Domain. Funding by IKS-MoE

Digitized by eGangotri and Sarayu Trust.

মুখে হাত বুলাইয়া দিয়া, আদর করিয়া বলিলেন, যখন যা দরকার হবে, চুপি চুপি এসে চেয়ে নিস্— নিবি ত ?

কেষ্ট আহ্লাদে মাথা নাড়িয়া কহিল, আচ্ছা।

সে ঘরে ফিরিয়া আসিতেই দিদি ধরিয়া পড়িলেন—সমস্ত দুপুর দোকান পালিয়ে কোথা ছিলি রে কেষ্ট ?

কেষ্ট চুপ করিয়া রহিল। কাদম্বিনী ভয়ানক রাগিয়া বলিলেন, বল্ শীগ্গির।

কেষ্ট তথাপি নিরুত্তর হইয়া রহিল। কাদম্বিনী অবশেষে পাঁচুগোপালকে ডাকিয়া, তাহার দুই কান পুনঃ পুনঃ মলাইয়া দিলেন এবং তাহার জন্য রাত্রে হাঁড়িতে চাল লইলেন না।

পাঁচ

পরদিন সকালেই কেষ্ট হঠাৎ গুটি গুটি ঘরে ঢুকিয়া হেমাঙ্গিনীর পায়ের কাছে বিছানার এক পাশে আসিয়া বসিল। হেমাঙ্গিনী সস্নেহে বলিলেন, দোকানে যাস্‌নি কেষ্ট ?

এইবার যাব।

দেরি করিস্ নে দাদা, এই বেলা যা। নইলে এক্ষনি আবার গালাগালি করবে।

যাই, বলিয়া সে উঠিয়া দাঁড়াইল।

হেমাঙ্গিনী তাহার মনের কথা যেন বুঝিলেন, বলিলেন, কিছু বলবি আমাকে রে ?

CC-0. In Public Domain. Funding by IKS-MoE

Digitized by eGangotri and Sarayu Trust.

কেষ্ট মাটির দিকে চাহিয়া অতি মৃদুস্বরে বলিল, কাল কিছু খাইনি মেজদি—

কাল থেকে খাসনি! বলিস কি কেষ্ট? কিছুক্ষণ পর্য্যন্ত হেমাঙ্গিনী স্থির হইয়া রহিলেন, তাহার পর দুই চোখ জলে পূর্ণ হইয়া গেল। বলিলেন, কাল রাত্তিরে কেন এলিনে?

কেষ্ট চুপ করিয়া রহিল। হেমাঙ্গিনী আঁচলে চোখ মুছিয়া বলিলেন, আমার মাথার দিব্যি রইল, আজ থেকে আমাকে তোর সেই মরা মা ব'লে মনে করবি।

যথাসময়ে সমস্ত কথা কাদম্বিনীর কানে গেল। তিনি নিজের বাড়ী হইতে মেজবৌকে ডাক দিয়া বলিলেন, ভাইকে আমি কি খাওয়াতে পারি নে যে, তুমি অত কথা তাকে গায়ে পড়ে ব'ল্‌তে গেছ?

হেমাঙ্গিনী বলিল, দিদি, তোমাকে আমি চিনি। পেটে মেরে আগে তোমার নিজের ছেলেকে শাসন কর, তার পরে পরের ছেলেকে ক'রো, তখন গায়ে প'ড়ে কথা কইতে যাবো না।

কাদম্বিনী অবাক্ হইয়া বলিলেন, আমার পাঁচুগোপালের সঙ্গে ওর তুলনা? দেবতার সঙ্গে বাঁদরের তুলনা? এর পরে আরও কি যে তুমি ব'লে বেড়াবে, তাই ভাবি মেজবৌ!

মেজবৌ উত্তর দিল, কে দেব্‌তা, কে বাঁদর, সে আমি জানি। কিন্তু আর আমি কিছুই বলব না দিদি, যদি বলি ত এই যে—তোমার মত নিষ্ঠুর, তোমার মত বেহায়া মেয়েমানুষ আর সংসারে নেই। বলিয়া সে জানালা বন্ধ করিয়া দিল।

বড়বৌ নিজের উঠানে দাঁড়াইয়া উচ্চকণ্ঠে তর্জ্জন-গর্জ্জন

CC-0. In Public Domain. Funding by IKS-MoE

Digitized by eGangotri and Sarayu Trust.

আরম্ভ করিয়া দিলেন—যিনি দিন-রাত কচ্চেন, তিনিই এর বিহিত করবেন। মায়ের চেয়ে মাসির দরদ বেশী! আমার ভাইয়ের মর্ম্ম আমি বুঝিনে, বোঝে পরে! কখ্‌খনো ভাল হবে না—ভাই-বোনে ঝগড়া বাধিয়ে দিয়ে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে মজা দেখলে ধর্ম্ম সইবেন না—তা ব'লে দিচ্ছি, বলিয়া রান্না ঘরে গিয়া ঢুকিলেন।

হেমাঙ্গিনী উঠিয়া আসিয়া জানালায় দাঁড়াইয়া কহিল, এর মধ্যেই চুপ করলে কেন দিদি? ভগবান্ হয় ত শুন্‌তে পাননি—আর খানিকক্ষণ ধ'রে আমার সর্ব্বনাশ কামনা কর—বট্‌ঠাকুর ঘরে আসুন, তিনি শুনুন, ইনি ঘরে এসে শুনুন – এর মধ্যেই হাঁপিয়ে পড়্‌লে চল্‌বে কেন?

কাদম্বিনী এবার নিজমূর্ত্তি ধরিলেন। মুখ ভ্যাংচাইয়া হাত-পা নাড়িয়া বলিলেন, যে দোষে থাক্‌বে, তারই গায়ে লাগ্‌বে। কেষ্ট যখন এলো, সাত চড়ে রা করত না, যা বলতুম, মুখ বুজে তাই কর্‌ত—আজ দুপুর-বেলা কার জোরে কি জবাব দিয়ে গেল, জিজ্ঞেসা ক'রে ছাখো এই প্রসন্নর মাকে,—বলিয়া দাসীকে দেখাইয়া দিল।

প্রসন্নর মা কহিল, সে কথা সত্যি মেজবৌমা। আজ সে ভাত ফেলে উঠে যেতে, মা বললেন, এই পিণ্ডিই না গিল্‌লে যখন যমের বাড়ী যেতে হবে, তখন এত তেজ কিসের জন্য? সে ব'লে গেল, আমার মেজদি থাকতে কাউকে ভয় করিনে।

কাদম্বিনী সদর্পে বলিলেন, কেমন হ'লত? কার জোরে

CC-0. In Public Domain. Funding by IKS-MoE

Digitized by eGangotri and Sarayu Trust.

এত তেজ শুনি। আজ আমি স্পষ্ট বলে দিচ্চি, মেজবৌ, ওকে তুমি একশ বার ডেকো না। আমাদের ভাই-বোনের কথার মধ্যে থেকো না।

হেমাঙ্গিনী আর কথা কহিল না। আবার মাথা ধরিয়া জ্বর বোধ হইতেছিল, তাই অসময়ে শয্যায় আসিয়া নির্জ্জীবের মত পড়িয়াছিল। তাহার স্বামী ঘরে ঢুকিয়া ক্রোধভরে বলিয়া উঠিলেন, বৌঠানের ভাইকে নিয়ে আজ কি কাণ্ড বাধিয়ে ব'সে আছ ? কারু মানা শুন্‌বে না, যেখানে যত হতভাগা লক্ষ্মীছাড়া আছে, দেখ্‌লেই তার দিকে কোমর বেঁধে দাঁড়াবে, রোজ রোজ আমার এত হাঙ্গামা সহ্য হয় না মেজবৌ। আজ বৌঠান আমাকে না-হক্ দশটা কথা শুনিয়ে দিলেন।

হেমাঙ্গিনী শ্রান্তকণ্ঠে বলিল, বৌঠান হক্ কথা কবে বলেন যে, আজ তোমাকে না-হক্ কথা বলেচেন ?

বিপিন বলিলেন, কিন্তু, আজ তিনি ঠিক কথাই বলেচেন। তোমার স্বভাব জানি ত। সেবার বাড়ীর রাখাল ছোড়াটাকে নিয়ে এই রকম করলে, মতি কামারের ভায়ের অমন বাগানখানা তোমার জন্যেই মুঠোর ভেতর থেকে বেরিয়ে গেল, উল্টে পুলিশ থামাতে একশ দেড়শ ঘর থেকে গেল। তুমি নিজের ভাল-মন্দও কি বোঝ না ? কবে এ স্বভাব যাবে ?

হেমাঙ্গিনী স্বামীর মুখ পানে চাহিয়া কহিল, আমার স্বভাব যাবে মরণ হ'লে তার আগে নয়। আমি মা,—আমার কোলে ছেলেপুলে আছে, মাথার ওপর ভগবান্ আছেন। আমার অসুখ করেচে—আর আমাকে বকিও না—তুমি যাও।

CC-0. In Public Domain. Funding by IKS-MoE

Digitized by eGangotri and Sarayu Trust.

বিপিন প্রকাশ্যে আর তর্ক করিতে সাহস করিলেন না; কিন্তু মনে মনে স্ত্রীর উপর আজ মর্ম্মান্তিক চটিয়া গেলেন।

ছয়

পরদিন সকালে জানালা খুলিতেই হেমাঙ্গিনীর কানে বড়জায়ের তীক্ষ্ণকণ্ঠের ঝঙ্কার প্রবেশ করিল। তিনি স্বামীকে সম্বোধন করিয়া বলিতেছেন, ছোঁড়াটা কাল থেকে পালিয়ে রইল, একবার খোঁজ নিলে না?

স্বামী জবাব দিলেন, চুলোয় যাক্। কি হবে খোঁজ ক'রে?

স্ত্রী কণ্ঠস্বর সমস্ত পাড়ার শ্রুতিগোচর করিয়া বলিলেন, তা হ'লে যে নিজেদের গ্রামে বাস করা দায় হবে! কোথাও প'ড়ে মরে টরে থাক্‌লে বাড়ীশুদ্ধ সবাইকে জেলখানায় যেতে হবে, তা ব'লে দিচ্চি।

হেমাঙ্গিনী সমস্তই বুঝিলেন এবং তৎক্ষণাৎ জানালাটা বন্ধ করিয়া দিয়া অন্যত্র চলিয়া গেলেন।

দুপুর-বেলা রান্নাঘরের দাওয়ায় বসিয়া খান-কতক রুটি খাইতেছিলেন, হঠাৎ চোরের মত সন্তর্পণে পা ফেলিয়া কেষ্ট আসিয়া উপস্থিত হইল চুল রুক্ষ, মুখ শুষ্ক।

কোথায় পালিয়েছিলি রে কেষ্ট?

পালাইনি ত। কাল সন্ধ্যার পর দোকানে শুয়েছিলুম, ঘুম ভেঙ্গে দেখি, দুপুর রাত্তির। ক্ষিদে পেয়েচে মেজদি।

CC-0. In Public Domain. Funding by IKS-MoE

Digitized by eGangotri and Sarayu Trust.

ও বাড়ীতে গিয়ে খেগে যা। বলিয়া হেমাঙ্গিনী নিজের রুটির থালায় মনোযোগ করিলেন।

কেষ্ট চলিয়া যাইতেছিল, হেমাঙ্গিনী ডাকিয়া কাছে বসাইলেন এবং সেইখানেই ঠাঁই করিয়া রাঁধুনীকে ভাত দিতে বলিলেন।

তাহার খাওয়া প্রায় অর্দ্ধেক হইয়াছিল, এমন সময় উমা ইঙ্গিতে জানাইল—বাবা আসচেন যে!

মা আশ্চর্য্য হইয়া বলিলেন, তাতে তুই অমন কচ্ছিস্ কেন?

উমা কেষ্টর পিছনে আসিয়া দাঁড়াইয়াছিল, প্রত্যুত্তরে তাহাকেই আঙুল দিয়া দেখাইয়া, চোখ-মুখ নাড়িয়া তেমনি ইসারায় প্রকাশ করিল—খাচ্চে যে!

কেষ্ট কৌতূহলী হইয়া ঘাড় ফিরাইয়াছিল।

উমার উৎকণ্ঠিত দৃষ্টি, শঙ্কিত মুখের ইসারা তাহার চোখে পড়িল। এক মুহূর্ত্তে তাহার মুখ সাদা হইয়া গেল। মেজদি, বাবু আসচেন, বলিয়াই সে ভাত ফেলিয়া ছুটিয়া গিয়া রান্নাঘরের দোরের আড়ালে দাঁড়াইল। তাহার দেখাদেখি উমাও আর একদিকে পলাইয়া গেল। হেমাঙ্গিনী পরিশ্রান্তের মত দেয়ালে ঠেস দিয়া এলাইয়া পড়িলেন। লজ্জা ও অপমানের শূল যেন তাঁহার বুকখানা এফোঁড় ওফোঁড় করিয়া দিয়া গেল। পরক্ষণেই বিপিন আসিয়া উপস্থিত হইলেন। সম্মুখেই স্ত্রীকে ওভাবে বসিয়া থাকিতে দেখিয়া প্রশ্ন করিলেন, ও কি, খাবার নিয়ে অমন ক'রে ব'সে যে?

হেমাঙ্গিনী জবাব দিলেন না। বিপিন উৎকণ্ঠিত হইয়া

CC-0. In Public Domain. Funding by IKS-MoE

Digitized by eGangotri and Sarayu Trust.

বলিলেন, আবার জ্বর হ'ল না কি? অভুক্ত ভাতের থালাটার পানে চোখ পড়ায় বলিলেন, এখানে এত ভাত ফেলে উঠে গেল কে? ললিত বুঝি?

হেমাঙ্গিনী উঠিয়া বসিয়া বলিলেন, না, সে নয়—ওবাড়ীর কেষ্ট খাচ্ছিল, তোমার ভয়ে দোরের আড়ালে গিয়ে লুকিয়েছে।

কেন?

হেমাঙ্গিনী বলিলেন, কেন, তা তুমিই ভাল জান। আর শুধু সে নয়। তুমি আস্‌চ খবর দিয়েই উমাও ছুটে পালিয়েচে।

বিপিন মনে মনে বুঝিলেন, স্ত্রীর কথাবার্ত্তা বাঁকা পথ ধরিয়াছে। সহাস্যে বলিলেন, ও বেটি পালাতে গেল কি দুঃখে?

হেমাঙ্গিনী বলিলেন, কি জানি! বোধ করি, মায়ের অপমান চোখে দেখবার ভয়েই পালিয়েচে। পেটের মেয়েটা পর্য্যন্ত বিশ্বাস করতে পার্‌লে না যে, তার মায়ের কাউকে ডেকে একমুঠো ভাত দেবার অধিকারটুকুও আছে!

এবার বিপিন টের পাইলেন, ব্যাপারটা সত্যই বিশ্রী হইয়া উঠিয়াছে। অতএব পাছে একেবারে বাড়াবাড়িতে গিয়া পৌঁছায়, এজন্য অভিযোগটাকে সামান্য পরিহাসে পরিণত করিয়া চোখ টিপিয়া ঘাড় নাড়িয়া বলিলেন, না—তোমার কোন অধিকার নেই! ভিখিরি এলে ভিক্ষেও না। সে যাক্—কাল থেকে আর মাথা ধরেনি ত? আমি মনে কর্‌চি, সহর থেকে কেদার ডাক্তারকে ডেকে পাঠাই—না হয়, একবার কল্‌কাতায়—

হেমাঙ্গিনী জিজ্ঞাসা করিলেন, উমার সামনে তুমি কেষ্টকে কিছু বলেছিলে?

CC-0. In Public Domain. Funding by IKS-MoE

Digitized by eGangotri and Sarayu Trust.

বিপিন যেন আকাশ হইতে পড়িলেন—আমি ? কৈ না। ওহো—সে দিন যেন মনে হচ্চে বলেছিলুম্—বৌঠান রাগ করেন—দাদা বিরক্ত হন—উমা বোধ করি সেখানে দাঁড়িয়েছিল—কি জান—

জানি, বলিয়া হেমাঙ্গিনী কথাটা চাপা দিয়া দিলেন। কেষ্টকে ডাকিয়া বলিলেন, কেষ্ট, এই চারটে পয়সা নিয়ে দোকান থেকে মুড়িটুড়ি কিছু কিনে খেগে যা। ক্ষিদে পেলে আর আসিসনে আমার কাছে। তোর মেজদির এমন জোর নেই যে, সে বাইরের মানুষকে একমুঠো ভাত খেতে দেয়।

কেষ্ট নিঃশব্দে চলিয়া গেল। ঘরের ভিতর দাঁড়াইয়া বিপিন তাহার পানে চাহিয়া ক্রোধে দাঁত কড়মড় করিলেন।

সাত

দিন পাঁচ-ছয় পরে একদিন বৈকালে বিপিন অত্যন্ত বিরক্ত মুখে ঢুকিয়া বলিলেন, এ সব কি তুমি সুরু করলে মেজবৌ ? কেষ্ট তোমার কে যে, একটা পরের ছেলে নিয়ে দিন-রাত আপনা-আপনির মধ্যে লড়াই ক'রে বেড়াচ্চ। আজ দেখলুম, দাদা পর্য্যন্ত ভারি রাগ করেচেন।

স্বামীর কথায় হেমাঙ্গিনী দপ্ করিয়া জ্বলিয়া উঠিলেন। কহিলেন, বল কি, তিনি পর্য্যন্ত রাগ করেচেন ? এত বড় আশ্চর্য্য কথা, শুনলে হঠাৎ বিশ্বাস হয় না যে! এখন কি করলে রাগ থাম্‌বে বল ?

CC-0. In Public Domain. Funding by IKS-MoE

Digitized by eGangotri and Sarayu Trust.

বিপিন মনে মনে রাগ করিলেন, কিন্তু বাহিরে প্রকাশ করা তাঁহার স্বভাব নয়, তাই মনের ভাব গোপন করিয়া সহজভাবে বলিলেন, হাজার হ'লেও গুরুজনের সম্বন্ধে কি—

কথাটা শেষ হইবার পূর্ব্বেই হেমাঙ্গিনী কহিলেন, সব জানি, ছেলেমানুষটি নই যে গুরুজনের মান-মর্য্যাদা বুঝিনে! কিন্তু ছোঁড়াটাকে ভালবাসি বলেই যেন ওঁরা আমাকে দেখিয়ে দেখিয়ে ওকে দিবারাত্র বিঁধতে থাকেন। তাঁহার কণ্ঠস্বর কিছু নরম শুনাইল।

বিপিন গোপনে ওপক্ষে ছিলেন। কারণ, এই একটা পরের ছেলে লইয়া নিরর্থক ঝগড়া-ঝাঁটি তিনি মনে মনে পছন্দ করিতেন না। জোর দিয়া বলিলেন, বেঁধা-বিঁধি কিছুই নয়। তাঁরা নিজেদের ছেলে শাসন করচেন, কাজ শেখাচ্চেন, তাতে তোমাকে বিঁধলে চলবে কেন? তা ছাড়া যা-ই করুন, তাঁরা গুরুজন যে!

হেমাঙ্গিনী স্বামীর মুখের পানে চাহিয়া প্রথমটা কিছু বিস্মিত হইলেন। কারণ, স্বামীর এত বড় ভ্রাতৃভক্তি তিনি ইতিপূর্ব্বে দেখেন নাই। কিন্তু পর মুহূর্ত্তেই তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ ক্রোধে জ্বলিয়া উঠিল। কহিলেন, তাঁরা গুরুজন, আমিও মা। গুরুজন নিজের মান নিজে নিঃশেষ ক'রে আনলে আমি কি দিয়ে ভর্ত্তি করব!

বিপিন কি একটা জবাব বোধ করি দিতে যাইতেছিলেন, থামিয়া গেলেন। দ্বারের বাহিরে কুণ্ঠিতকণ্ঠের বিনম্র ডাক শোনা গেল—

CC-0. In Public Domain. Funding by IKS-MoE

Digitized by eGangotri and Sarayu Trust.

মেজদি !

স্বামী-স্ত্রীতে চোখাচোখি হইল। স্বামী একটু হাসিলেন, তাহাতে প্রীতি বিকীর্ণ হইল না। স্ত্রী কেষ্টর মুখের পানে চাহিতেই সে আহ্লাদে গলিয়া গিয়া প্রথমেই যা মুখে আসিল কহিল, কেমন আছ মেজদি ?

হেমাঙ্গিনী একমুহূর্ত্ত কথা কহিতে পারিলেন না। যাহার জন্য স্বামী-স্ত্রীতে এইমাত্র বিবাদ হইয়া গেল, অকস্মাৎ তাহাকেই সুমুখে পাইয়া বিবাদের সমস্ত বিরক্তিটা তাহারই মাথায় গিয়া পড়িল। হেমাঙ্গিনী অনুচ্চ কঠোর স্বরে কহিলেন, এখানে কি ? কেন তুই রোজ রোজ আসিস্ বল্ ত ?

কেষ্টর বুকের ভিতরটা ধক্ করিয়া উঠিল। ভয়ে, বিস্ময়ে, লজ্জায় মুখখানা তাহার কালি মাখা হইয়া গেল। কহিল, দেখতে এসেচি।

বিপিন হাসিয়া বলিলেন, দেখতে এসেচে তোমাকে। এ হাসি যেন হেমাঙ্গিনীকে অপমান করিল। তিনি দলিতা ভুজঙ্গিনীর মত স্বামীর মুখের পানে একটিবার মাত্র চাহিয়াই চোখ ফিরাইয়া লইয়া কহিলেন, আর এখানে তুই আসিস্‌নে। —যা !

আচ্ছা, বলিয়া কেষ্ট তাহার মুখের কালি আরো কালো, আরো বিশ্রী বিকৃত করিয়া অধোমুখে চলিয়া গেল।

হেমাঙ্গিনী দ্রুতপদে ঘর ছাড়িয়া বাহির হইয়া গেলেন।

CC-0. In Public Domain. Funding by IKS-MoE

Digitized by eGangotri and Sarayu Trust.

আট

দিন পাঁচ-ছয় হইয়া গেল, হেমাঙ্গিনীর জ্বর ছাড়ে নাই। কাল ডাক্তার বলিয়া গিয়াছিলেন, সর্দ্দি বুকে বসিয়াছে। সন্ধ্যার দীপ সবে মাত্র জ্বালা হইয়াছিল, ললিত ঘরে ঢুকিয়া কহিল, মা, দত্তদের বাড়ী পুতুল-নাচ হবে, দেখ্‌তে যাব ?

মা একটুখানি হাসিয়া বলিলেন, হাঁরে ললিত, তোর মা যে এই পাঁচ-ছ দিন পড়ে আছে, একবারটি কাছে এসেও ত বসিস্‌নে।

ললিত লজ্জা পাইয়া শিয়রের কাছে আসিয়া বসিল। মা ছেলের পিঠে হাত দিয়া বলিলেন, এই অসুখ যদি না সারে, যদি ম'রে যাই, কি করিস্‌ তুই ? খুব কাঁদিস্‌ ?

যাঃ—সেরে যাবে, বলিয়া ললিত উস্‌খুস্‌ করিতে লাগিল, পুতুল-নাচ হয়ত এতক্ষণে সুরু হইয়া গিয়াছে মনে করিয়া, ভিতরে ভিতরে তাহার চিত্ত অস্থির হইয়া উঠিল। ছেলের মনের কথা বুঝিতে পারিয়া মা মনে মনে হাসিয়া বলিলেন, আচ্ছা যা, দেখে আয়, বেশী রাত করিস্‌নে যেন !

না মা, এক্ষণি ফিরে আসব ; বলিয়া ললিত ঘরের বাহির হইয়া গেল। কিন্তু মিনিট-দুই পরে ফিরিয়া আসিয়া বলিল, মা, একটা কথা বল্‌ব ?

মা হাসিমুখে বলিলেন, একটা টাকা চাই ত ? ঐ কুলুঙ্গিতে আছে নিগে—দেখিস্‌, বেশি নিস্‌নে যেন।

না মা, টাকা চাইনে। বল, তুমি শুন্‌বে ?

CC-0. In Public Domain. Funding by IKS-MoE

Digitized by eGangotri and Sarayu Trust.

মা বলিলেন, টাকা চাইনে ? তবে কি কথা রে ?

ললিত চুপি চুপি বলিল, কেষ্টমামাকে একবার আস্‌তে দেবে ? ঘরে ঢুক্‌বে না—ঐ দোরগোড়া থেকে একটিবার তোমাকে দেখেই চলে যাবে। কালকেও বাইরে এসে বসেছিল, আজকেও এসে বসে আছে।

হেমাঙ্গিনী ব্যস্ত হইয়া উঠিয়া বসিলেন—যা যা ললিত, এখ্‌খুনি ডেকে নিয়ে আয়—

ভয়ে আস্‌তে চায় না যে, বলিয়া ললিত চলিয়া গেল। মিনিট খানেক পরে কেষ্ট ঘরে ঢুকিয়া দেয়াল ঠেস দিয়া দাঁড়াইল।

হেমাঙ্গিনী ডাকিলেন, এস দাদা, এস।

কেষ্ট তেমনি ভাবে স্থির হইয়া রহিল। তিনি নিজে তখন উঠিয়া আসিয়া কেষ্টর হাত ধরিয়া বিছানায় লইয়া গেলেন। বলিলেন, হাঁরে কেষ্ট, বকেছিলুম ব'লে তোর মেজদিদিকে ভুলে গেছিস্‌ বুঝি ?

সহসা কেষ্ট ফুঁপাইয়া কাঁদিয়া উঠিল। হেমাঙ্গিনী কিছু আশ্চর্য্য হইলেন, কারণ, কখনও কেহ তাহাকে কাঁদিতে দেখে নাই। অনেক দুঃখ-কষ্ট যাতনা দিলেও সে ঘাড় হেঁট করিয়া নিঃশব্দে থাকে, লোকজনের সুমুখে চোখের জল ফেলে না। তাহার এই স্বভাবটি হেমাঙ্গিনী জানিতেন বলিয়াই বলিলেন, ছি, কান্না কিসের ? বেটাছেলেকে চোখের জল ফেল্‌তে আছে কি ?

প্রত্যুত্তরে কেষ্ট প্রাণপণ চেষ্টায় কান্না রোধ করিতে করিতে বলিল, ডাক্তার বলে যে, বুকে সর্দ্দি বসেছে ?

CC-0. In Public Domain. Funding by IKS-MoE

Digitized by eGangotri and Sarayu Trust.

হেমাঙ্গিনী হাসিলেন—এই জন্য ? ছি ছি ! কি ছেলেমানুষ তুই রে ? কৌতুক করিয়া বলিলেন, সর্দ্দি বসেচে—বস্‌লেই বা রে ! যদি মরি, তুই আর ললিত কাঁধে ক'রে গঙ্গায় দিয়ে আস্‌বি—কেমন, পার্‌বিনে ?

বলি মেজবৌ, কেমন আছ আজ ? বলিয়া বড়বৌ দোর-গোড়ায় আসিয়া দাঁড়াইলেন। কেষ্টর পানে চাহিয়া বলিলেন, আবার ওকি ? মেজগিন্নীর কাছে কেঁদে সোহাগ করা হচ্ছে যে ! ন্যাকা আমার কত ফন্দিই জানে !

হেমাঙ্গিনী বালিশে হেলান দিয়া কাত হইয়া পড়িয়াছিলেন সোজা হইয়া উঠিয়া বসিয়া কহিলেন, দিদি, আমার ছ-সাত দিন জ্বর, তোমার পায়ে পড়ি, আজ তুমি যাও।

কাদম্বিনী প্রথমটা থতমত খাইয়া গেলেন। কিন্তু পরক্ষণেই বলিলেন, নিজের ভাইকে শাসন ক'চ্চি, তুমি অমন মারমুখী হ'য়ে উঠ্‌চ কেন ?

হেমাঙ্গিনী বলিলেন, শাসন ত রাত্রিদিনই চল্‌চে—বাড়ী গিয়ে কোরো, এখানে কর্‌তে দেব না।

কেন, তুমি কি বাড়ী থেকে তাড়িয়ে দেবে না কি ?

হেমাঙ্গিনী হাত জোড় করিয়া বলিলেন, আমার বড় অসুখ দিদি, হয় চুপ কর—নয় যাও !

কাদম্বিনী বলিলেন, নিজের ভাইকে শাসন কর্‌তে পাব না ?

হেমাঙ্গিনী জবাব দিল, বাড়ী গিয়ে কর গে।

সে আজ ভাল করেই হবে। বজ্জাত মিথুক কোথাকার ! বল্‌লুম গরুর দড়ি নেই, কেষ্টা, দুআঁটি পাট কেটে দে—না 'দিদি

CC-0. In Public Domain. Funding by IKS-MoE

Digitized by eGangotri and Sarayu Trust.

তোমার পায়ে পড়ি, পুতুল-নাচ দেখে আসি—' এই বুঝি পুতুলের নাচ হচ্ছে রে? বলিয়া কাদম্বিনী গুম্ গুম্ করিয়া পা ফেলিয়া ফেলিয়া চলিয়া গেলেন।

হেমাঙ্গিনী শুইয়া পড়িয়া বলিলেন, কেন তুই পুতুল-নাচ দেখ্‌তে গেলিনে কেষ্ট। গেলে ত আর এই সব হ'ত না। আর আসিস্‌নে আমার কাছে!

কেষ্ট আর কথাটি না কহিয়া আস্তে আস্তে চলিয়া গেল। কিন্তু তৎক্ষণাৎ ফিরিয়া আসিয়া বলিল, আমাদের গাঁয়ের বিশালাক্ষী ঠাকুর বড় জাগ্রত মেজদি। পূজো দিলে সব অসুখ সেরে যায়। দাও না মেজদি! তুমি আজকে আমাকে একটা টাকা দিয়ে পাঠিয়ে দাও না মেজদি—আমি কাল সকালেই পূজো দিয়ে তোমাকে প্রসাদ এনে দেব। সে খেলে তক্ষুনি অসুখ সেরে যাবে! দাও না মেজদি আজকেই পাঠিয়ে।

হেমাঙ্গিনী বলিলেন, কিন্তু কাল ফিরে এলে তোকে যে এরা ভারি মার্‌বে।

মার-ধোরের কথা শুনিয়া প্রথমটা কেষ্ট দমিয়া গেল, কিন্তু পরক্ষণেই প্রফুল্ল হইয়া কহিল, মারুকগে। তোমার অসুখ সেরে যাবে ত।

হেমাঙ্গিনী বলিলেন, হ্যাঁরে কেষ্ট, আমি তোর কেউ নই, তবে আমার জন্যে এত মাথা ব্যথা কেন?

এ প্রশ্নের উত্তর কেষ্ট কোথায় পাইবে? সে কি করিয়া বুঝাইবে, তাহার পীড়িত আর্ত্তহৃদয় দিবারাত্রি কাঁদিয়া কাঁদিয়া তাহার মাকে খুঁজিয়া ফিরিতেছে! একটুখানি মুখপানে চাহিয়া

CC-0. In Public Domain. Funding by IKS-MoE

Digitized by eGangotri and Sarayu Trust.

থাকিয়া বলিল, তোমার অসুখ যে সার্‌চে না মেজদি—বুকে সর্দ্দি বসেচে যে!

হেমাঙ্গিনী একটুখানি হাসিয়া বলিলেন, আমার সর্দ্দি বসেচে তাতে তোর কি? তোর এত ভাবনা হয় কেন?

কেষ্ট আশ্চর্য্য হইয়া বলিল, ভাবনা হবে না মেজদি, বুকে সর্দ্দি বসা যে বড় খারাপ।

তা হ'লে তোকে ডেকে পাঠাব। কিন্তু না ডেকে পাঠালে আর আসিস্‌নে ভাই।

কেন মেজদি?

হেমাঙ্গিনী দৃঢ়ভাবে বলিলেন, না, তোকে আর আমি এখানে আস্‌তে দেব না। ডেকে পাঠালেও যদি আসিস্ তা হ'লে ভারি রাগ কর্‌ব।

কেষ্ট সভয়ে জিজ্ঞাসা করিল, তাহলে বল, কাল সকালে কখন ডেকে পাঠাবে?

কাল সকালেই তোর আসা চাই?

কেষ্ট অপ্রতিভ হইয়া বলিল, আচ্ছা, সকালে না হয় দুপুর-বেলায় আসব—না মেজদি? হেমাঙ্গিনী মনে মনে ব্যথা পাইলেন! তাঁহার চোখ ফাটিয়া জল আসিতে লাগিল; তথাপি তিনি মুখ ফিরাইয়া রুক্ষস্বরে বলিলেন, বিরক্ত করিস্‌নে কেষ্ট, যা এখান থেকে। ডেকে পাঠালে আসিস্, নইলে যখন তখন এসে আমাকে বিরক্ত করিস্‌নে।

না, বিরক্ত করিনি ত, বলিয়া ভীত লজ্জিত মুখখানি হেঁট করিয়া তাড়াতাড়ি কেষ্ট উঠিয়া গেল।

CC-0. In Public Domain. Funding by IKS-MoE

Digitized by eGangotri and Sarayu Trust.

এইবার হেমাঙ্গিনীর দুইচোখ বাহিয়া প্রস্রবণের মত জল ঝরিয়া পড়িতে লাগিল। তিনি সুস্পষ্ট দেখিতে লাগিলেন, এই নিরুপায় অনাথ ছেলেটা মা হারাইয়া তাঁকেই মা বলিয়া আশ্রয় করিতেছে।

হেমাঙ্গিনী মনে মনে বলিলেন, কেষ্ট, মুখখানি অমন ক'রে গেলি ভাই, কিন্তু তোর মেজদি যে তোর চেয়েও পিরুপায়! তোকে জোর ক'রে বুকে টেনে আন্‌ব, সে ক্ষমতা যে তার নেই ভাই।

উমা আসিয়া কহিল, মা, কাল কেষ্টমামা তাগাদায় না গিয়ে, তোমার কাছে এসে বসেছিল ব'লে, জ্যাঠামশায় এমন মার মারলেন যে, নাক দি—

হেমাঙ্গিনী ধমকিয়া উঠিলেন—আচ্ছা—হয়েছে—হয়েছে—যা এখান থেকে! অকস্মাৎ ধমকানি খাইয়া উমা চম্‌কাইয়া উঠিল। আর কোন না কহিয়া ধীরে ধীরে চলিয়া যাইতেছিল; মা ডাকিয়া বলিলেন, শোন্‌ রে! নাক দিয়ে কি খুব রক্ত পড়েছিল?

উমা ফিরিয়া দাঁড়াইয়া কহিল, না খুব নয়, একটুখানি।

আচ্ছা তুই যা। উমা বলিয়া উঠিল, মা, এই যে কেষ্টমামা দাঁড়িয়ে রয়েচে।

কেষ্ট শুনিতে পাইল। মুখ বাড়াইয়া হাসিয়া কহিল, কেমন আছ মেজদি?

ক্ষোভে, দুঃখে, অভিমানে হেমাঙ্গিনী চীৎকার করিয়া উঠিলেন—কেন এসেচিস্‌ এখানে? যা, যা বলচি শিগগীর। দূর হ' বলচি—তবু দাঁড়িয়ে রইলি হতভাগা—গেলিনে?

CC-0. In Public Domain. Funding by IKS-MoE

Digitized by eGangotri and Sarayu Trust.

কেষ্ট মুখ নামাইয়া শুধু 'যাচ্চি' বলিয়াই চলিয়া গেল।

রাত্রে হেমাঙ্গিনী স্বামীকে ডাকাইয়া আনিয়া কাঁদ কাঁদ গলায় বলিল, কোন দিন ত তোমার কাছে কিছু চাইনি—আজ এই অসুখের উপর একটা ভিক্ষা চাইচি, দেবে ?

বিপিন সন্দিগ্ধ কণ্ঠে প্রশ্ন করিলেন, কি চাই ?

হেমাঙ্গিনী বলিল, কেষ্টকে আমাকে দাও ও বেচারি বড় দুঃখী—বাপ নেই—ওকে ওরা মেরে ফেল্‌চে,—এ আর আমি দেখ্‌তে পারচিনে।

বিপিন মৃদু হাসিয়া বলিলেন, তা হ'লে চোখ বুজে থাকলেই ত হয়।

স্বামীর এই নিষ্ঠুর বিদ্রূপ হেমাঙ্গিনীকে শূল দিয়া বিঁধিল, অন্য কোন অবস্থায় সে ইহা সহিতে পারিত না, কিন্তু আজ নাকি তাহার দুঃখে প্রাণ বাহির হইতেছিল, তাই সহ্য করিয়া লইয়া হাত জোড় করিয়া বলিল, দাও আমাকে—মানুষ করি—খাওয়াই-পারাই—তার পরে যা ইচ্ছে হয় তোমাদের, তাই ক'রো। বড় হ'লে আমি একটি কথাও ক'ব না।

বিপিন একটুখানি নরম হইয়া বলিলেন, ও কি আমার গোলার ধান-চাল যে তোমাকে এনে দেব ? পরের ভাই, পরের বাড়ী এসেচে—তোমার মাঝখানে প'ড়ে এত দরদ কিসের জন্য ?

হেমাঙ্গিনী কাঁদিয়া ফেলিল। খানিক পরে চোখ মুছিয়া বলিল, তুমি ইচ্ছে ক'র্‌লে বট্‌ঠাকুরকে ব'লে, দিদিকে ব'লে স্বচ্ছন্দে আন্‌তে পার। তোমার দুটি পায়ে পড়্‌চি, দাও তাকে।

CC-0. In Public Domain. Funding by IKS-MoE

Digitized by eGangotri and Sarayu Trust.

বিপিন বলিলেন, আচ্ছা, তাই যদি হয়, আমিই বা এত বড় মানুষ কিসে যে, তাকে প্রতিপালন কর্‌ব ?

হেমাঙ্গিনী বলিল—সত্যিই আমার প্রাণ বার হয়ে যাচ্চে। সে দুর্ভাগ্য ব'লে কি তোমরা সকলে মিলে তাকে মেরে ফেলবে ? আমি তাকে আমার কাছে আসতে বল্‌ব, দেখি ওঁরা কি কর্ত্তেন।

বিপিন এবার রুষ্ট হইলেন। বলিলেন, আমি খাওয়াতে পার্‌ব না।

হেমাঙ্গিনী কহিল, আমি পার্‌ব। আমি কালই তাকে আমার কাছে এনে রাখ্‌ব। দিদিরা জোর করেন ত আমি তাকে থানায় দারোগার কাছে পাঠিয়ে দেব।

স্ত্রীর কথা শুনিয়া বিপিন অবাক্ হইয়া থাকিয়া বলিলেন, আচ্ছা সে দেখা যাবে।

পরদিন প্রভাত হইতেই বৃষ্টি পড়িতেছিল, হেমাঙ্গিনী জানালাটা খুলিয়া দিয়া আকাশের পানে চাহিয়াছিলেন, সহসা পাঁচুগোপালের উচ্চ কণ্ঠস্বর কানে গেল। সে চেঁচাইয়া বলিতেছিল, মা, তোমার গুণধর ভাই জলে ভিজ্‌তে ভিজ্‌তে এসে হাজির হয়েচে।

খ্যাংরা কোথায় রে ? যাচ্ছি আমি, বলিয়া কাদম্বিনী হুঙ্কার দিয়া মাথায় গামছা দিয়া দ্রুতপদে সদর বাড়ীতে ছুটিয়া গেলেন।

হেমাঙ্গিনীর বুকটা যেন কাঁপিয়া উঠিল। ললিতকে ডাকিয়া বলিলেন, যা ত বাবা ওবাড়ীর সদরে। দেখ্‌ত, তোর কেষ্টমামা কোথা থেকে এল ?

CC-0. In Public Domain. Funding by IKS-MoE

Digitized by eGangotri and Sarayu Trust.

ললিত ছুটিয়া চলিয়া গেল এবং খানিক পরে ফিরিয়া আসিয়া কহিল, পাঁচুদা তাকে নাড়ুগোপাল ক'রে মাথায় দুটো থান ইট দিয়ে বসিয়ে রেখেচে।

হেমাঙ্গিনী শুষ্কমুখে জিজ্ঞাসা করিলেন, কি করেছিল সে? ললিত বলিল, কাল দুপুর-বেলা তাকে তাগাদা করতে পাঠিয়েছিল গয়লাদের কাছে, তিন টাকা আদায় ক'রে নিয়ে পালিয়েছিল, সব খরচ ক'রে এই আস্‌চে।

হেমাঙ্গিনী বিশ্বাস করিলেন না। বলিলেন, কে বল্‌লে, সে টাকা আদায় করেছিল?

লক্ষ্মণ গয়লা নিজে এসে ব'লে গেছে, বলিয়া ললিত পড়িতে চলিয়া গেল। বেলা দশটার সময় তাঁহারই ঘরের বাহিরে কুরুক্ষেত্র বাধিয়া গেল। বড়গিন্নীর পশ্চাতে পাঁচুগোপাল কেষ্টর কান ধরিয়া হিড় হিড় করিয়া টানিয়া আনিতেছে, সঙ্গে বড়কর্ত্তাও আছেন। মেজকর্ত্তাকেও আনিবার জন্য দোকানে লোক পাঠান হইয়াছে।

হেমাঙ্গিনী ঘরের একপার্শ্বে সরিয়া দাঁড়াইতেই বড়কর্ত্তা তীব্র কটুকণ্ঠে সুরু করিয়া দিলেন, তোমার জন্যে আর ত আমরা বাড়ীতে টিক্‌তে পারিনে মেজবৌমা। বিপিনকে বল, আমাদের বাড়ীর দামটা ফেলে দিক্, আমরা আর কোথাও উঠে যাই।

বড়গিন্নী দ্বারের ঠিক সুমুখে সরিয়া আসিয়া, হাত মুখ নাড়িয়া বলিলেন, মেজবৌ, আমি বড়জা, তা আমাকে কুকুর শিয়াল মনে কর—তা ভালই কর, কিন্তু হাজার দিন বলেচি, আমার ভায়ের মাথাটি খেয়ো না—কেমন, এখন ঘট্‌ল ত?

CC-0. In Public Domain. Funding by IKS-MoE

Digitized by eGangotri and Sarayu Trust.

ওগো, দুদিন সোহাগ করা সহজ, কিন্তু চিরকালের ভারটি ত তুমি নেবে না? সে ত আমাকেই বইতে হবে?

হেমাঙ্গিনী মৃদু কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিল, কি হয়েচে?

কাদম্বিনী আরও বেশী হাতমুখ নাড়িয়া কহিলেন, তোমার শেখানর গুণে আদায়ী টাকা চুরি করতে শিখেচে—আর দুদিন কাছে ডেকে আরো দুটো শলাপরামর্শ দাও, তা হ'লে সিন্দুক ভাঙ্‌তে, সিঁদ কাট্‌তেও শিখ্‌বে।

হেমাঙ্গিনী ইতিপূর্ব্বে কখনও কোন কারণে ভাশুরের সুমুখে কথা কহে নাই; কিন্তু আজ থাকিতে পারিল না। মৃদু কণ্ঠে কহিল, আমি কি তাকে চুরি ডাকাতি কর্‌তে শিখিয়ে দিয়েছি দিদি?

কাদম্বিনী স্বচ্ছন্দে বলিলেন, কেমন ক'রে জান্‌ব, কি তুমি শিখিয়ে দিয়েচ, না দিয়েচ। এ স্বভাব তার ত আগে ছিল না, এখনই বা হ'ল কেন?

মুহূর্ত্তকালের জন্য হেমাঙ্গিনী হতজ্ঞানের মত স্তম্ভিত হইয়া রহিল। ভাশুরকে সুমুখে দেখিয়া মাথার কাপড় আর একটু টানিয়া দিল। বড়জাকে সম্বোধন করিয়া মৃদু অথচ অতি কঠোর স্বরে বলিল, তুমি এত বড় বেহায়া মেয়েমানুষ যে, ঐ ছোঁড়াটাকে ভাই ব'লেও পরিচয় দিচ্ছ। মানুষ জানোয়ার পুষ্‌লে তাকেও পেট ভ'রে খেতে দেয়, কিন্তু ঐ হতভাগাটাকে দিয়ে যত রকমের ছোট কাজ করিয়ে নিয়েও তোমরা আজ পর্য্যন্ত একদিন পেট ভ'রে খেতে দাও না। ও পেটের জ্বালায় শুধু ছুটে আসে আমার কাছে, সোহাগ আহ্লাদ কর্‌তে আসে না।

CC-0. In Public Domain. Funding by IKS-MoE

Digitized by eGangotri and Sarayu Trust.

বড়জা বলিলেন, আমরা খেতে দিইনে, শুধু খাটিয়ে নিই,—আর তুমি ওকে খেতে দিয়ে বাঁচিয়ে রেখেচ ?

হেমাঙ্গিনী জবাব দিল, ঠিক তাই। আজ পর্য্যন্ত কখনও ওকে দুবেলা তোমরা খেতে দাওনি—কেবল মার ধোর করেচ, আর যত পেরেচ, খাটিয়ে নিয়েচ। তোমাদের ভয়ে আমি হাজার দিন ওকে আস্‌তে বারণ করেচি, কিন্তু ক্ষিদে বরদাস্ত কর্‌তে পারে না, আর আমার কাছে পেট ভ'রে দুটো খেতে পায় ব'লেই ছুটে ছুটে আসে—চুরি-ডাকাতির পরামর্শ নিতে আসে না। কিন্তু তোমরা তাও চোখে দেখতে পার না।

এবার ভাশুর জবাব দিলেন। কেষ্টকে সুমুখে টানিয়া আনিয়া তাহার কোঁচার খুঁট খুলিয়া একটা কলাপাতার ঠোঙা বাহির করিয়া সক্রোধে বলিয়া উঠিলেন, হিংসুক আমরা, কেন যে ওকে ভালো চোখে দেখ্‌তে পারিনে, তা তুমিই নিজের চোখে ছ্যাখো। মেজবৌমা, তোমার শেখানর গুণেই ও আমার টাকা চুরি ক'রে তোমার ভালোর জন্যে কোন্ একটা ঠাকুরের পূজো দিয়ে প্রসাদ এনেচে—এই নাও; বলিয়া তিনি গোটা-দুই সন্দেশ ও ফুল-বেলপাতা ঠোঙার ভিতর হইতে বাহির করিয়া দেখাইলেন।

কাদম্বিনী চোখ কপালে তুলিয়া বলিলেন, মা গো! কি মিটমিটে সয়তান, কি ধড়িবাজ ছেলে! বেশ ত মেজবৌ, এখন তুমিই বল না, কি মৎলবে ও চুরি করেচে? ও কি আমার ভালোর জন্যে ?

হেমাঙ্গিনী ক্রোধে জ্ঞান হারাইল। সে দ্রুতপদে কেষ্টর

CC-0. In Public Domain. Funding by IKS-MoE

Digitized by eGangotri and Sarayu Trust.

সম্মুখীন হইয়া তাহার দুই গালে সশব্দে চড় কসাইয়া দিয়া কহিল, বদমাইস চোর, আমি তোকে চুরি করতে শিখিয়ে দিয়েচি? কতদিন তোকে আমার বাড়ী ঢুকতে বারণ করেচি! আমার নিশ্চয় বোধ হচ্ছে, তুই চুরির মৎলবেই যখন তখন উঁকি মেরে দেখতিস্।

পাঁচুগোপাল বলিল, জানে মেজখুড়িমার অসুখ শরীর—সন্ধ্যা হ'লেই ঘুমিয়ে পড়েন—ও কি কম চালাক!

মেজবৌয়ের কেষ্টর প্রতি আজকার ব্যবহারে কাদম্বিনী যেরূপ প্রসন্ন হইলেন, এই ষোল বৎসরের মধ্যে কখনও এরূপ হন নাই। অত্যন্ত খুসি হইয়া কহিলেন, ভিজে বেড়াল! কেমন ক'রে জান্‌বো মেজবৌ, তুমি ওকে বাড়ী ঢুকতেও বারণ করেচ! ও ব'লে বেড়ায়, মেজদি আমাকে মায়ের চেয়ে ভালবাসে। ঠোঙা-শুদ্ধ নির্ম্মাল্য টান মারিয়া ফেলিয়া দিয়া বলিলেন, টাকা তিনটে চুরি ক'রে কোথা থেকে দুটো ফুলটুল কুড়িয়ে এনেচে।

বাড়ী লইয়া গিয়া বড়কর্ত্তা চোরের শাস্তি সুরু করিলেন। সে কি নির্দ্দয় প্রহার! কেষ্ট কথাও কহে না, কাঁদেও না। এমন কি কাদম্বিনী পর্য্যন্ত স্বীকার করিলেন, হাঁ, মার খাইতে শিখিয়াছিল বটে! কিন্তু ভগবান জানেন, এখানে আসার পূর্ব্বে নিরীহ স্বভাবের গুণে কখন কেহ তাহার গায়ে হাত তুলে নাই।

হেমাঙ্গিনী নিজের ঘরের ভিতর সমস্ত জানালা বন্ধ করিয়া দিয়া কাঠের মূর্ত্তির মত বসিয়াছিলেন। উমা মার দেখিতে

CC-0. In Public Domain. Funding by IKS-MoE

Digitized by eGangotri and Sarayu Trust.

গিয়াছিল, ফিরিয়া আসিয়া বলিল, জ্যাঠাইমা বল্‌লেন, কেষ্টমামা বড় হ'লে ডাকাত হবে। ওদের গাঁয়ে কি ঠাকুর আছে—

উমা ?

কাছে আসিয়া ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞাসা করিল, কেন মা ?

হাঁ রে, এখনো কি তাকে সবাই মিলে মার্‌চে ? বলিয়াই তিনি মেঝের উপর উপুড় হইয়া পড়িয়া কাঁদিয়া উঠিলেন।

উমাও কাঁদিয়া ফেলিল ! বলিল, পেসন্নর মা কেষ্টমামাকে বাইরে টেনে নিয়ে গেছে।

হেমাঙ্গিনী আর কথা কহিলেন না, বেলা দুই-তিনটার সময় সহসা কম্প দিয়া ভয়ানক জ্বর আসিল। সন্ধ্যার পর বিপিন ও-বাড়ীতে বৌঠানের মুখে সমস্ত ব্যাপার অবগত হইয়া ক্রোধভরে স্ত্রীর ঘরে ঢুকিতেছিলেন, উমা কাছে আসিয়া ফিস্‌ ফিস্‌ করিয়া বলিল, মা জ্বরে অজ্ঞান হয়ে আছেন।

বিপিন চম্‌কাইয়া উঠিলেন—সে কি রে, আজ তিনচারদিন জ্বর ছিল না ত !

বিপিন মনে মনে স্ত্রীকে অতিশয় ভালবাসিতেন। ঘরে ঢুকিয়াই দেখিলেন, তখনও তিনি মাটির উপর পড়িয়া আছেন। ব্যস্ত হইয়া শয্যায় তুলিবার জন্য গায়ে হাত দিতেই হেমাঙ্গিনী চোখ মেলিয়া, একমুহূর্ত্ত স্বামীর মুখের পানে চাহিয়া থাকিয়া, অকস্মাৎ দুই পা জড়াইয়া ধরিয়া কাঁদিয়া উঠিলেন—কেষ্টকে আশ্রয় দাও, নইলে এ জ্বর আর আমার সার্‌বে না। মা দুর্গা আমাকে কিছুতে মাপ কর্‌বেন না।

CC-0. In Public Domain. Funding by IKS-MoE

Digitized by eGangotri and Sarayu Trust.

বিপিন পা ছাড়াইয়া লইয়া, কাছে বসিয়া স্ত্রীর মাথায় হাত বুলাইয়া সান্ত্বনা দিতে লাগিলেন।

হেমাঙ্গিনী বলিলেন, দেবে ?

বিপিন, বলিলেন, তুমি যা চাও, তাই হবে, তুমি ভাল হয়ে ওঠ।

হেমাঙ্গিনী বিছানায় উঠিয়া শুইয়া পড়িলেন। জ্বর রাত্রেই ছাড়িয়া গেল, পরদিন সকালে উঠিয়া বিপিন ইহা লক্ষ্য করিয়া পরম আহ্লাদিত হইলেন। হেমাঙ্গিনী বলিলেন, মার খেয়ে কেষ্টর ভারি জ্বর হয়েছে, তাকে আমি আমার কাছে নিয়ে আস্‌চি।

বিপিন বিরক্ত হইয়া বলিলেন, তাকে এ বাড়ীতে আনবার দরকার কি ? যেখানে আছে, সেইখানেই থাক্ না।

হেমাঙ্গিনী বলিলেন, কাল রাত্রে যে তুমি কথা দিলে, তাকে আশ্রয় দেবে ?

বিপিন অবজ্ঞাভরে মাথা নাড়িয়া বলিলেন, হাঁ—সে কে যে, তাকে ঘরে এনে পুষ্‌তে হবে! তুমিও যেমন! পাগলামি ক'র না—দাদারা ভারি চ'টে যাবেন।

হেমাঙ্গিনী শান্ত ও দৃঢ়কণ্ঠে কহিলেন, দাদারা চ'টে গিয়ে কি তাকে খুন ক'রে ফেল্‌তে পারেন, না আমি নিয়ে এলে সংসারে কেউ তাকে আট্‌কে রাখ্‌তে পারে ? আমার দুটি সন্তান ছিল, কাল থেকে তিনটি হ'য়েচে। আমি কেষ্টর মা!

আচ্ছা, সে তখন দেখা যাবে, বলিয়া বিপিন চলিয়া যাইতেছিলেন, হেমাঙ্গিনী সুমুখে আসিয়া বলিলেন, এ বাড়ীতে তাকে আন্‌তে দেবে না ?

CC-0. In Public Domain. Funding by IKS-MoE

Digitized by eGangotri and Sarayu Trust.

সর, সর—কি পাগ্‌লামি কর? বলিয়া বিপিন চোখ রাঙাইয়া চলিয়া গেলেন।

হেমাঙ্গিনী ডাকিলেন, শিবু, একটা গরুর গাড়ী ডেকে আন, আমি বাপের বাড়ী যাব।

বিপিন শুনিতে পাইয়া মনে মনে হাসিয়া বলিলেন, ইস্! ভয় দেখান হ'চ্চে। তার পর দোকানে চলিয়া গেলেন।

কেষ্ট চণ্ডীমণ্ডপের একধারে জ্বরে, গায়ের ব্যথায় আচ্ছন্নের মত পড়িয়াছিল। হেমাঙ্গিনী ডাকিলেন, কেষ্ট!

কেষ্ট তড়াক করিয়া উঠিয়া বসিয়া বলিল, মেজদি? পরক্ষণে হাসিতে তাহার সমস্ত মুখ ভরিয়া গেল। মহা উৎসাহে উঠিয়া দাঁড়াইয়া, ছেঁড়া মাদুর ঝাড়িতে ঝাড়িতে বলিল, ব'স।

হেমাঙ্গিনী বলিলেন, আর ত বস্‌ব না দাদা, আয় আমার সঙ্গে। আমাকে বাপের বাড়ী আজ তোকে পৌঁছে দিতে হবে যে।

চল, বলিয়া কেষ্ট তাহার ভাঙা ছড়িটা বগলে চাপিয়া লইল এবং ছেঁড়া গামছাখানা কাঁধে ফেলিল।

নিজেদের বাড়ীর সদরে গো যান দাঁড়াইয়াছিল, হেমাঙ্গিনী কেষ্টকে লইয়া চড়িয়া বসিলেন। গাড়ী যখন গ্রাম ছড়াইয়া গিয়াছে, তখন পশ্চাতে ডাকাডাকি চীৎকারে গাড়োয়ান গাড়ী থামাইল। ঘর্ম্মাক্ত কলেবরে আরক্ত মুখে বিপিন আসিয়া উপস্থিত হইলেন, সভয়ে প্রশ্ন করিলেন, কোথায় যাও মেজবৌ?

CC-0. In Public Domain. Funding by IKS-MoE

Digitized by eGangotri and Sarayu Trust.

হেমাঙ্গিনী কেষ্টকে দেখাইয়া বলিল, এদের গ্রামে।

কখন ফির্‌বে ?

হেমাঙ্গিনী গম্ভীর দৃঢ় কণ্ঠে উত্তর দিল, ভগবান যখন ফেরাবেন, তখনই ফির্‌ব !

তার মানে ?

হেমাঙ্গিনী পুনরায় কেষ্টকে দেখাইয়া বলিল, কখনও যদি কোথাও এর আশ্রয় জোটে, তবেই ত একা ফিরে আস্‌তে পার্‌ব, না হয়, একে নিয়েই থাক্‌তে হবে।

বিপিনের মনে পড়িল এ মেজবৌ সে নয়, যাহাকে চোখ রাঙাইয়া টলান যায়।

বিপিন নম্র স্বরে বলিলেন, মাপ কর মেজবৌ, বাড়ী চল।

হেমাঙ্গিনী হাত জোড় করিয়া কহিলেন, আমাকে তুমি মাপ কর—কাজ না সেরে আমি কোন মতেই বাড়ী ফির্‌তে পার্‌ব না।

বিপিন আর এক মুহূর্ত্ত স্ত্রীর শান্ত দৃঢ় মুখের পানে নিঃশব্দে চাহিয়া রহিলেন, তাহার পর সহসা সুমুখে ঝুঁকিয়া পড়িয়া কেষ্টর ডান হাতটা ধরিয়া ফেলিয়া বলিলেন, কেষ্ট, তোর মেজদিকে তুই বাড়ীতে ফিরিয়ে নিয়ে আয় ভাই, শপথ কচ্চি, আমি বেঁচে থাক্‌তে তোদের দুই ভাই বোনকে আজ থেকে কেউ পৃথক্ কর্‌তে পার্‌বে না।

শেষ

CC-0. In Public Domain. Funding by IKS-MoE